সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ : ৬৪
সংখ্যা : ৩৫-৩৬
বার : সোমবার

০৫ জুন- ২০২৩ ঈসায়ী
২২ জ্যৈষ্ঠ- ১৪৩০ বাংলা
১৫ জিলক্বদ- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا–١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় — ০৩
- আল-কুরআনের জ্যোতি — ০৪
- হাদীসে রাসূল ﷺ :
  - ❖ যিলহজ্জ মাসের ফযীলত ও ‘আমল
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৫
- প্রবন্ধ :
  - ❖ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধন
    আবু সা‘আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - ❖ কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাহার
    এস. এম আব্দুর রউফ- ১৪
- ক্বাসাসুল কুরআন :
  - ❖ পৃথিবীর সর্বপ্রথম কুরবানী
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ১৯
- বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস — ২১
- সমাজচিন্তা :
  - ❖ ধূমপান মারণটান
    প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম- ২৪
- বিস্ময়-বৈচিত্র্য :
  - ❖ ক্বলব বা অন্তর : মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু
    মো. হারুনুর রশিদ- ২৭
- মহিলাজগৎ :
  - ❖ একজন মুসলিম রমণীর চরিত্র যেমন হওয়া উচিত
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ৩১
- আত্মগঠন :
  - ❖ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক
    মো. আরিফুর রহমান- ৩৩
- নিভৃত ভাবনা :
  - ❖ কুরবানীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে
    মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)- ৩৬
- কবিতা — ৩৮
- জমঈয়ত সংবাদ — ৩৯
- শুব্বান সংবাদ — ৪০
- স্বাস্থ্য-সচেতনতা — ৪১
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল — ৪২
- প্রচ্ছদ রচনা — ৪৮

সম্পাদকীয়

পবিত্র হজ্জ তাওহিদী চেতনার উন্মেষ

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর জীবনে একবার আদায় করা ফর্য। আর মহিলাদের জন্য মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা আবশ্যক। হজ্জ করলে নবজাতক সন্তানের মতো গুনাহমুক্ত হওয়া যায়। ইসলামী শরিয়ত মুতাবেক নির্দিষ্ট স্থান, সময় ও পোষাক কোড মেনে হজ্জ সম্পন্ন করতে হয়। মনে মনে নিয়ত করে মীক্বাত তথা নির্দিষ্ট স্থান হতে স্ব-শব্দে হজ্জে প্রবেশের ঘোষণা দিতে হয়– 'লাব্বায়িকা হাজ্জান' অর্থ হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হজ্জের জন্য হাজিরা দিচ্ছি। মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণায় কা'বারপানে রওয়ানা মহান আল্লাহর মেহমান। মুখে ধ্বনিত হয়– "লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়িকা লা- শরীকা লাকা লাব্বায়িক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'আমাতা, লাকা ওয়াল মুলক্ লা-শরীকা লাকা।" অর্থ : হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির। আমি হাজির তোমার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোনো শরীক নেই। প্রত্যেক হাজী নিজের ঈমানী চেতনা থেকে এ তালবিয়া পড়তে থাকবে। লা-শরীক মহান আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা যাত্রা পথে, মিনা উপত্যকায়, আরাফার মাঠ ও মাশ'আরুল হারামে বিঘোষিত হবে লক্ষ লক্ষ মুসলিমের কণ্ঠে। দেশ, ভাষা ও বর্ণের সব ভেদাভেদের উর্ধ্বে ওঠে মহান আল্লাহর মাগফিরাত প্রত্যাশায় ব্যাকুল হবে। এ সুন্দর দৃশ্য সত্যিই বর্ণনাতীত।

একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফর্য করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ হরো। তখন জনৈক সাহাবী আরজ করলেন– প্রতি বছরই কি হজ্জ করতে হবে? রাসূল (ﷺ) তাৎক্ষণিক জবাব না দিয়ে বললেন : আমি যদি প্রশ্নকারীর জবাবে হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তোমাদের উপর প্রতি বছর হজ্জ করা ফর্য হয়ে যেত। কিন্তু তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না। মনে রেখো– জীবনে একবার হজ্জ ফর্য। আর হ্যাঁ, এটাও জেনে রাখো যে, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা অধিক প্রশ্ন ও নবীগণের বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করি সাধ্যমতো তোমরা তা পালন করো এবং যা থেকে বারণ করি, তা হতে বিরত হও! বাস্তবিকই দেখছি শারীরিক ও আর্থিক এ 'ইবাদত পালন করা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারো আর্থিক সামর্থ্য থাকলেও এবার না আগামীতে যাবে বলে সময় ক্ষেপণ করে অবশেষে বয়সের ভারে ন্যুজব হয়ে পড়েন। ফলে আর হজ্জের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ এ 'ইবাদত অনুষ্ঠান আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাইতো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : হজ্জ ফর্য হয়ে গেলে বিলম্ব করো না। কেননা, তুমি জানো না আগামী বছর কী হবে? ঘটেও তাই। অনেকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান। কেউ সঞ্চিত সম্পদ হারিয়ে ফেলেন। কেউ অসুস্থজনিত করণে হজ্জ সফরের সক্ষমতা হারান। কোনো কোনো মহিলা মাহরাম থাকা অবস্থায় গড়িমসি করে হজ্জে যান না, এক সময় দেখা যায় তিনি মাহরাম হারা হয়ে পড়েছেন। ফলে আর তার হজ্জে যাওয়া হয় না।

হজ্জ ফর্য হওয়ার জন্য আর্থিক সামর্থ্যের পরিমাণ ইসলাম নির্ধারণ করে দেয়নি। তবে এটুকু বলে দিয়েছে যে, জীবিকা নির্বাহের পর হজ্জ সফরের ব্যয় বহন, হজ্জে থাকাকালীন সময়ের জন্য পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং মহিলার জন্য সফর সঙ্গী মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা আবশ্যক। উপর্যুক্ত শত পূরণ হলেই একজন মুসলিমের উপর হজ্জ ফর্য হয়ে যায়। হজ্জ সফরের আগে কারো সাথে কোনো আর্থিক লেন-দেন বা ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা এবং ভাই-বোনদের কোনো হক্ব থাকলে তা পরিশোধ করা জরুরি। হতে পারে এ সফর একজন হাজীর জীবনের শেষ সফর। বাড়িতে আবার ফিরে আসবেন এবং পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করবেন– এ নিশ্চয়তা নেই। তাই আর্থিক অধিকার থেকে দায়মুক্তির সুযোগ নাও পেতে পারেন। তখন হজ্জ করেও কিয়ামতের আদালতে অপরাধী হয়ে দাঁড়াতে হবে।

পরিশেষে এ বছর যারা হজ্জ সম্পাদনের জন্য বায়তুল্লাহতে গমন করেছেন, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সকলে হাজ্জে মাবরুর করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। □

আল-কুরআনের জ্যোতি

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী :

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

☆ "(হে নবী ﷺ!) তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) আদমের পুত্রদ্বয়ের (হাবীল ও কাবীলের) ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দাও; যখন তারা উভয়েই এক একটি কুরবানী উপস্থিত করলো এবং তন্মধ্য হতে একজনের (হাবীলের কুরবানী) কবুল হলো এবং অপরজনের কবুল হলো না; সেই অপরজন বলতে লাগলো, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবো; প্রথমজন বললো, আল্লাহ মুত্তাকীদের 'আমলই কবুল করে থাকেন।" *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭)*

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾

☆ "যাতে তারা তাদের কল্যাণের জন্য উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিয্ক হিসেবে দান করেছেন ওর উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে; অতঃপর তোমরা ওটা হতে আহার করো এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।" *(সূরা আল হাজ্জ : ২৮)*

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾

☆ "আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে রুজিস্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; তোমাদের মা'বূদ এক মা'বূদ। সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করো এবং সুসংবাদ দাও বিনীতজনকে।" *(সূরা আল হাজ্জ : ৩৪)*

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

☆ "এবং (কুরবানীর) উটকে করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম; তোমাদের জন্যে তাতে মঙ্গল রয়েছে; সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ওগুলোর উপর (জবাই করার সময়) তোমরা আল্লাহর নাম নাও; যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার করো এবং আহার করাও ধৈর্যশীল (সহ্যকারী) অভাবগ্রস্তকে ও ভিক্ষাকারী অভাবগ্রস্তকে; এইভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" *(সূরা আল হাজ্জ : ৩৬)*

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾

☆ "আল্লাহর কাছে পৌঁছে না ওগুলোর গোশ্ত এবং রক্ত বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া; এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো এই জন্যে যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মশীলদেরকে।" *(সূরা আল হাজ্জ : ৩৭)*

হাদীসে রাসূল ﷺ

যিলহজ্জ মাসের ফযীলত ও ‘আমল

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ. يَعْنِيْ اَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِلَا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

সরল অনুবাদ

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে করণীয় নেক ‘আমলের চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় আর কোনো ‘আমল নেই। তারা (সাহাবীগণ) প্রশ্ন করেছেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি এর চেয়ে প্রিয় নয়? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘না, মহান আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। কিন্তু সে ব্যক্তির কথা আলাদা যে তার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে মহান আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়ে যায় এরপর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই সাথে নিয়ে আর ফিরে আসে না।[১]

হাদীসের শব্দার্থসমূহ

مَا-নেই, مِنۡ-হতে, أَيَّامٍ-দিনগুলো, اَلۡعَمَلُ الصَّالِحُ-নেক ‘আমল, فِيۡهِنَّ-সেসবের মধ্যে, أَحَبُّ-অধিক প্রিয়, إِلَى اللهِ-মহান আল্লাহর নিকট, مِنۡ هٰذِهِ الۡأَيَّامِ الۡعَشۡرِ-এই দশদিন থেকে, رَجُلٌ-কোনো ব্যক্তি, خَرَجَ-বের হলো, بِنَفۡسِهِ-নিজের প্রাণসহ, وَمَالِهِ-এবং তার সম্পদসহ, فَلَمۡ يَرۡجِعۡ-সে ফিরে এলো না, مِنۡ ذٰلِكَ بِشَيۡءٍ-তা থেকে কোনো কিছুসহ।

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : তার নাম ‘আব্দুল্লাহ। উপনাম আবুল ‘আব্বাস। পিতার নাম ‘আব্বাস ইবনু ‘আব্দুল মুত্তালিব।[২] উপাধি ছিল আল-হিবর (মহাজ্ঞানী), আল-বাহর (সাগর)।[৩] তরজমানুল কুরআন (কুরআনের ভাষ্যকার) এবং ইমামুল মুফাস্‌সিরীন (মুফাস্‌সিরদের ইমাম বা নেতা)।[৪] মাতার নাম লুবাবাহ বিনতু হারেস।[৫] তিনি কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূল (ﷺ)-এর চাচাতো ভাই।[৬]

জন্ম : তিনি রাসূল (ﷺ)-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে আবি তালিবে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] জন্মের পর তাকে রাসূল (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি শিশু ‘আব্দুল্লাহর মুখে একটু থুতু দিয়ে তাহনিক করেন এবং দু‘আ করেন।[৮]

ইসলাম গ্রহণ : তার মাতা লুবাবাহ হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বিধায় ‘আব্দুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

হিজরত : তিনি স্বীয় পিতা-মাতার সাথে ১১ বছর বয়সে মক্কা বিজয়ের বছর মদীনায় হিজরত করেন।[৯] পথিমধ্যে জুহফা নামক স্থানে মহানবী (ﷺ)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। নবী (ﷺ) তখন মক্কা বিজয়ের জন্য মক্কাভিমুখে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সাথে শরীক হন।[১০]

ব্যক্তিগত গুণাবলী : তিনি ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত আলেম। জ্ঞানবিজ্ঞান ও ফিকাহশাস্ত্রে তিনি অসিম পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার কাছ থেকে খলিফা ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরামর্শ নিতেন। তার সম্পর্কে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন– ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস তরুণ প্রবীণ। তিনি হলেন মুফাস্‌সির সম্রাট।

চারিত্রিক গুণাবলী : তিনি ছিলেন অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। উদারতা, সততা ও কোমলতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১১]

---

[১] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৪০; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৭৫৭।*
[২] *ইসলামী বিশ্বকোষ- ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭।*
[৩] *তাক্বরীবুত তাহযীব- ইবনু হাজার আসকালানী, দেওবন্দ : আল-মাকতাবুল আশরাফিয়া, ১ম প্রকাশ- ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ. ৩০৯।*
[৪] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলামিন-নুবালা, জিদ্দাহ : দারুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশ ১৪১১/১৯৯১, ১/২৭৭।*
[৫] *উসদুল গাবাহ- ইবনুল আসীর, তেহরান : আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়া, তা.বি., ৩/১৯৩।*
[৬] *মিশকাত- ওয়ালিউদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-খাত্বীব, দেওবন্দ : মাকতাবাহ থানবী, তা. বি., পৃ. ৬০৩।*
[৭] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন- হাফেয আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪১১/১৯৯০, ৩/৬২৭।*
[৮] *উসদুল গাবাহ- ইবনুল আসীর, ৩/১৯৩।*
[৯] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ১/২৭৭।*
[১০] *তুহফাতুল আশরাফ লি মারিফাতিল আতরাফ- হাফেয জামালুদ্দীন আবিল হাজ্জাজ, ভুন্ডিমাবাদি, ভারত : আদ-দারুল কাইয়্যেমাহ ১৪০৩/১৯৮২, ভূমিকা পৃ. ৮।*
[১১] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলামিন- নুবালা, ১/২৮০।*

৩৭ ও ৩৮ হিজরিতে সংঘটিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সিফফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে অবদান : তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যৌথভাবে ৯৫টি এককভাবে সহীহুল বুখারীতে ১২০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৪৯টি উল্লেখ রয়েছে।

মৃত্যু : 'ইল্‌মে হাদীস ও তাফসীরের এই মহান সাধক 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জীবনের শেষদিকে অন্ধ হয়ে যান। ইবনু যোবায়েরের আমলে ৬৭/৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন।[১২] কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ৭৫ বছর বয়সে তায়েফে মৃত্যুবরণ করেছেন।[১৩]

হাদীসের ব্যাখ্যা

مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ. يَعْنِيْ اَيَّامَ الْعَشْرِ.

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে করণীয় নেক 'আমলের চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় আর কোনো 'আমল নেই।

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ফযীলত

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুরআনে যিলহজ্জ মাসের রাতসমূহের শপথ করেছেন। তিনি বলেছেন–

﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ "শপথ ফজরের ও দশ রাতের।"[১৪]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইবনু যুবাইর ও মুজাহিদসহ আরো অনেক মুফাস্‌সির বলেছেন যে, এ আয়াতে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাতের কথা বলা হয়েছে।

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এ মতটিই বিশুদ্ধ। ইমাম শাওকানী বলেছেন, এ 'অভিমত অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের'।[১৫] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ﴾

"যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যা রিয্‌ক হিসেবে দান করেছেন এর ওপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।"[১৬]

এ আয়াতে নির্দিষ্ট 'দিনসমূহ' বলতে কোন দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন–

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَيَّامُ الْعَشْرِ.

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'নির্দিষ্ট দিনসমূহ দ্বারা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে।'[১৭]

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন– আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ ও তাঁর নাম উচ্চারণ শুধু যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট নয়; বরং সুনির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, বিশেষ করে বিভিন্ন জীব-জন্তুকে তাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং এগুলোর গোশতকে তাদের খাদ্য বানিয়েছেন ইত্যাদির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।[১৮] যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন হলো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দিন। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস এসেছে। যেমন- 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এ দশ দিনে (নেক) 'আমল করার চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোনো 'আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি বেশি পাঠ করো।[১৯]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ اَيَّامِ عَشَرَ مِنْ ذِى الْحُجَّةِ. قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هُنَّ اَفْضَلُ اَمْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ : هُنَّ اَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহর কাছে যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের চেয়ে উত্তম কোনো দিন নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ দশ দিন ('আমলে সালেহ) উত্তম, না মহান আল্লাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতি উত্তম? তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতির চেয়েও তা ('আমল) উত্তম।[২০]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে রয়েছে আরাফাহ ও কুরবানীর দিন। আর এ দু'টি দিনের রয়েছে অনেক বড় মর্যাদা। যেমন- হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

---

[১২] নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলামিন- নুবালা, ১/২৮০।
[১৩] আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাঈন- হাফেয আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী, ৩/৬২৭।
[১৪] সূরা আল ফাজর : ১-২।
[১৫] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ফাতহুল ক্বাদীর, ৫/৪৩২।
[১৬] সূরা আল হাজ্জ : ২৮।
[১৭] সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ঈদ, পৃ. ১৭২।
[১৮] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৩/২৮৯; লাতায়িফুল মা'আরিফ- ৩৬১ পৃ.।
[১৯] মুসনাদে আহমাদ- হা. ৬১৫৪, সহীহ।
[২০] সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৩৮৫৩।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهٗ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلَاءِ.

'আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আরাফার দিন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে এত অধিক সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশ্তাগণের কাছে গর্ব করে বলেন, তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায়?[২১]

আরাফাহ (যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ)-এর দিনটি ক্ষমা ও মুক্তির দিন। এ দিন সাওম পালন করা হলে তা দু'বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে গণ্য হয়। যেমন- হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ.

আবূ ক্বাতাদাহ্ (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আরাফার দিনের সাওমের বিনিময় আমি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফফারার আশা করি।[২২]

কিন্তু আরাফার এ দিনে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকারী হাজীগণ সাওম পালন করবেন না। হাদীসে এসেছে–

عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا) : أَنَّ النَّاسَ، شَكُّوْا فِيْ صِيَامِ النَّبِيِّ (ﷺ) يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

মুসলিম জননী মাইমূনাহ্ (রযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) থেকে বর্ণিত। লোকজন আরাফাতের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রোযা রাখা সম্পর্কে সন্দেহ করছিল। (তিনি বলেন,) তখন আমি তাঁর নিকটে কিছু দুধ পাঠালাম। এ সময় তিনি আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তখনি দুধটুকু তিনি পান করে ফেললেন। আর লোকজন তা দেখছিল।[২৩]

কুরবানীর দিনের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ.

[২১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৩৫৪।*
[২২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৮০৩।*
[২৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৮৯; সহীহ মুসলিম- ১৩/১৮, হা. ১১২৪।*

'আব্দুল্লাহ ইবনু কুর্ত (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো কুরবানীর দিন এরপর কুরবানী পরবর্তী মিনায় অবস্থানের দিনগুলো।[২৪]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের মধ্যেই কুরবানী ও হজ্জ করার মতো বড় 'আমল রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, 'এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হচ্ছে, এ দিনগুলোতে মৌলিক 'ইবাদতসমূহ যেমন- সালাত, সাওম, সাদাক্বাহ, হজ্জ ও কুরবানী আদায় করা হয়ে থাকে। অন্য কোনো দিন এমন পাওয়া যায় না যাতে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নেক 'আমল একত্রিত হয়।[২৫]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নেক 'আমলের ফযীলত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ». يَعْنِيْ اَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

ইবনু 'আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক 'আমল করার মতো প্রিয় মহান আল্লাহর কাছে আর কোনো 'আমল নেই'। তারা (সাহাবীগণ) প্রশ্ন করেছেন : হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি এর চেয়ে প্রিয় নয়? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'না, মহান আল্লাহর পথে জিহাদও নয়'। কিন্তু সে ব্যক্তির কথা আলাদা যে তার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে মহান আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়ে যায় এরপর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই ফিরে আসে না।[২৬]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে যে সব নেক 'আমল করা যেতে পারে–

১. আল্লাহ তা'আলার যিক্র করা : এ দিনসমূহে অন্যান্য 'আমলের মাঝে যিক্রের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। যেমন- হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَا اَحَبُّ اِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيْهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرِ فَاَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এ দশ দিনে (নেক) 'আমল করার চেয়ে

[২৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৭৬৭, সহীহ।*
[২৫] *ফাতহুল বারী- ২/৪৬০।*
[২৬] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৪০।*

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোনো 'আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি বেশি করে পাঠ করো।[২৭]

২. উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা : এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের মহত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে তাকবীর, তাহমীদ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত। এ তাকবীর প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে মসজিদ, বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, বাজারসহ সর্বস্থানে উচ্চ আওয়াজে পাঠ করবে। কিন্তু মহিলারা নিচু-স্বরে পাঠ করবে। আর এ তাকবীরের মাধ্যমে মহান আল্লাহর 'ইবাদত প্রচারিত হবে এবং ঘোষিত হবে তাঁর অনুপম তা'যীম।

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ اِلَى السُّوْقِ فِيْ اَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِهِمَا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে বাজারে যেতেন ও (উচ্চস্বরে) তাকবীর পাঠ করতেন, লোকজনও তাঁদের অনুসরণ করে তাকবীর পাঠ করতেন।[২৮] যিলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলোতে পঠনীয় তাকবীর হচ্ছে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

এছাড়া অন্যান্যরূপেও তাকবীর পাঠ করার কথা জানা যায়। কিন্তু আমাদের জানা মতে রাসূল (ﷺ) থেকে কোনো সুনির্দিষ্টরূপ তাকবীর সহীহভাবে বর্ণিত হয়নি। যা কিছু এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে তা সবই সাহাবীগণের 'আমল।[২৯]

ইমাম সানআনী বলেছেন, 'তাকবীরের বহু ধরন ও রূপ রয়েছে, ইমামগণও কিছু কিছুকে উত্তম মনে করেছেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে প্রশস্ততা আছে। আর আয়াতের সাধারণ বর্ণনা এটাই সমর্থন করে।[৩০]

৩. সিয়াম পালন করা : যিলহজ্জের প্রথম নয়দিনে সিয়াম পালন করা উত্তম। কারণ, নবী কারীম (ﷺ) এ দিনগুলোতে নেক 'আমল করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর উত্তম সব 'আমলের মধ্যে সাওম অন্যতম। প্রিয় নবী (ﷺ)-ও এ নয় দিনে সিয়াম পালন করতেন। তাঁর পত্নী হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেছেন–

اَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

নবী কারীম (ﷺ) কখনো চারটি 'আমল পরিত্যাগ করেননি। সেগুলো হলো– আশুরার সওম, যিলহজ্জের দশ দিনের সওম, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের সওম, ও ফজরের ফর্যের পূর্বের দু'রাকআত সালাত।[৩১]

৪. নিয়মিত ফর্য ও ওয়াজিবসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া : অর্থাৎ- ফর্য ও ওয়াজিবসমূহ সময়মতো সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। যেভাবে আদায় করেছেন প্রিয় নবী (ﷺ)। সকল 'ইবাদতসমূহ তাঁর সুন্নত, মুস্তাহাব ও আদব সহকারে আদায় করা। এ মর্মে হাদীসে বলা হয়েছে– আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দার ফর্য 'ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো 'ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্যলাভ করতে পারে না। আমার বান্দা নফল 'ইবাদত দ্বারাই সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়পাত্রে পরিণত করে নেই যে, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে আমার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার পর আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিই। সে যে কোনো কাজ করতে চাইলে তাতে কোনো রকম দ্বিধা-সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি।'[৩২]

৫. খাঁটি মনে তাওবাহ্ করা : যেহেতু এ মাসের মর্যাদা অনেক তাই এ মাসে খাঁটি মনে তাওবাহ্ করা উচিত। কেননা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন–

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করো বিশুদ্ধ তাওবাহ্; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের

---

[২৭] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৬১৫৪, সহীহ।*
[২৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৬৯।*
[২৯] *ইরওয়াউল গালীল- ৩/১২৫।*
[৩০] *সুবুলুস সালাম- ২/১২৫।*
[৩১] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৬৪৫৯, সনদ দুর্বল।*
[৩২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫০২।*

মন্দ কাজগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ লজ্জা দেবেন না নবীকে এবং তার মু'মিন সঙ্গীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে। তারা বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩৩]

৬. হজ্জ ও 'উমরাহ্ আদায় করা : হজ্জ হলো ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"মানুষের মাঝে যাদের সেখানে (মক্কায়) যাবার সামর্থ রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সে ঘরের (কা'বা) হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ যদি প্রত্যাখ্যান করে সে জেনে রাখুক নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।"[৩৪] হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এ কথার ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, (মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত কা'বার) হজ্জ করা, রামাযানে সিয়াম পালন করা।[৩৫] নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন–

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে, তাতে কোনো অশ্লীল আচরণ করেনি ও কোনো পাপে লিপ্ত হয়নি সে যেন সে দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে, যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছেন।[৩৬] হাদীসে আরো বলা হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, 'এক 'উমরাহ্ থেকে অন্য 'উমরাহ্কে তার মধ্যবর্তী পাপসমূহের কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর কলুষমুক্ত (গৃহীত) হজ্জের পুরস্কার হলো জান্নাত।[৩৭] আর এ হজ্জ যিলহজ্জ মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে আদায় করা যায় না।

৭. ঈদের সালাত আদায় করা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সালাত গুরুত্ব দিয়ে আদায় করেছেন। কোনো ঈদে সালাত পরিত্যাগ করেননি; বরং একে গুরুত্ব দিয়ে তিনি মহিলাদেরকেও এ সালাতে অংশ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْاَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَانَا لَا يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

উম্মু 'আত্বিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূল (ﷺ) আদেশ করেছেন আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে সালাতের জন্য বের করে দিই; পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনী সবাইকে। কিন্তু ঋতুবতী মহিলারা সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে কিন্তু কল্যাণ ও মুসলিমদের দু'আ প্রত্যক্ষ করতে অংশ নেবে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, হে রাসূল! আমাদের মাঝে কারো কারো ওড়না নেই। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : সে তার অন্য বোন থেকে ওড়না নিয়ে পরিধান করবে।[৩৮]

৮. কুরবানী করা : এ দিনগুলোর দশম দিন সামর্থ্যবান ব্যক্তির কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর নবীকে কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন।"[৩৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ «اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا». قَالُوْا يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ «هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ».

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরবানীর দিন জিজ্ঞেস করেন, এটা কোন দিন? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন, এটা ইয়াওমুন্নাহার বা কুরবানীর দিন। রাসূলে কারীম (ﷺ) বলেন, এটা হলো ইয়াওমূল হজ্জিল আকবার বা শ্রেষ্ঠ হজ্জের দিন।[৪০]

---

[৩৩] *সূরা আত্ তাহরীম : ৮।*
[৩৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৭।*
[৩৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১২২।*
[৩৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৫০।*
[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৭৩।*
[৩৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২০৯৩।*
[৩৯] *সূরা আল কাওসার : ২।*
[৪০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৯৪৭।*

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِيْ يَوْمِنَا هَذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِيْ شَيْءٍ.

বারা ইবনু ‘আযেব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ‘এ দিনটি আমরা শুরু করব সালাত দিয়ে। এরপর সালাত থেকে ফিরে আমরা কুরবানী করব। যে এমন ‘আমল করবে সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে। আর যে এর পূর্বে যবেহ করে সে তার পরিবারবর্গের জন্য গোশ্‌তের ব্যবস্থা করবে। তাতে কুরবানীর কিছু আদায় হলো না।[৪১]

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

‘তারা (সাহাবীগণ) প্রশ্ন করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি এর চেয়ে প্রিয় নয়?’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়।’

হাদীসে বিধৃত আলোচ্য অংশ থেকে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের অমূল্য গুরুত্ব যেমন প্রতিভাত হয় তেমনি জিহাদের মর্যাদার অনস্বীকার্যতাও প্রতীয়মান হয়। সাহাবীগণ জিহাদকে কত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ফযীলতপূর্ণ বুঝেছেন হাদীসে উত্থাপিত প্রশ্ন থেকে তা ফুটে উঠে। কতক হঠকারী নির্বোধ লোকের ন্যক্কারজনক এবং চূড়ান্ত অর্বাচীন সুলভ অনাসৃষ্টির কারণে ইসলামের মহান জিহাদ কখনো শ্রেষ্ঠত্ব থেকে পেছনে পড়বে না। জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। জিহাদকে যথার্থ প্রয়োজনে আল্লাহ ফর্‌যে আইন পর্যন্ত করেছেন এবং মুজাহিদদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। মুজাহিদের চূড়ান্ত প্রাপ্তি শাহাদাতকে আল্লাহ অমরত্ব এবং নিআমত সমৃদ্ধ করেছেন।

জিহাদের এত এত মর্যাদা আছে বলেই সাহাবীগণ সর্বোচ্চ ফযীলতের তুলনা করতে গিয়ে জিহাদের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। মহানবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বিধা সংকোচ বিহীনভাবেই যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের ‘আমলকে জিহাদের উপরেই স্থান দান করার কথা বলেছেন।

إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

“তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে নিজের প্রাণ এবং সম্পদ নিয়ে জিহাদে বের হয়ে তা হতে কোনো কিছু নিয়েই ফিরে আসলো না।”

কোনো মুজাহিদ যখন তার অস্ত্র, বাহন এবং সঞ্চিত পুঁজিপত্র তথা সর্বস্ব নিয়ে মহান আল্লাহর রাহে বেরিয়ে পড়ে আর তিলে তিলে সব বিলিয়ে দেয় কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টি আর কৃপা লাভের জন্য এর তুলনা আর কি বা হতে পারে।

[৪১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৬৫।*

আইয়ামে তাশরীক

১১, ১২, ১৩ যিলহজ্জকে ‘আইয়্যামে তাশরীক’ বলা হয়। তাশরীকের অর্থ হলো– রৌদ্রে মাংস শুকানো। যেহেতু এই দিনগুলোতে কুরবানীর মাংস বেশি দিন রাখার জন্য রৌদ্রে শুকানো হত, তাই উক্ত দিনগুলোর এই নামকরণ হয়। তাশরীকের দিনগুলোতেও কুরবানী যবেহ করা যায়। তাই সর্বমোট চার দিন কুরবানী বৈধ। যেহেতু তাশরীকের দিন, কুরবানীর পরের তিন দিনকে বলা হয়।[৪২] আইয়ামে তাশরীক পানাহার ও মহান আল্লাহর যিক্‌রের জন্য।[৪৩]

এই দিনগুলোতে সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা আল্লাহু আকবারের ধ্বনি তুলতেন। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বাজারে গিয়ে তাকবীরের আওয়াজ তুলতেন। শুনে শুনে লোকেরাও তাদের সাথে তাকবীরের সুর তুলত। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) পথে-ঘাটে, হাঁটা-বসায়, বাজারে-ঘরে এবং নামাযের পরে তাকবীর বলতে থাকতেন। মিনার দিনগুলো তো তাঁর তাকবীরের সাথে সমস্বরে মানুষের তাকবীরে মিনার পুরো অঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠত। মহিলারাও (নিচু স্বরে) তাকবীর বলতে থাকতেন।[৪৪] যিলহজ্জ মাসের ১ তারিখ হতে ১৩ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাকবীর পাঠের সময়।[৪৫]

উপসংহার

আল্লাহর কাছে ‘আমলে স্বালিহ করার জন্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশটি দিন সর্বাধিক প্রিয়। যদিও এ বিষয়ে আমরা সম্যক অবগত ও ওয়াকিফহাল নই। বিধায় আমরা অন্যান্য সময়ের মতোই এই দিনগুলোকেও অবহেলায় নষ্ট করে থাকি। ‘আমলে স্বালিহ সঠিক নিয়মে সঠিক সময়ে করার মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন ‘আমলে স্বালিহ’র জন্য সবচেয়ে মোক্ষম ও গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে আল্লাহর সমুদয় ‘ইবাদত সম্পাদিত হয়। যেমন- সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, দান-খয়রাত, কুরবানী যিক্‌র-আযকার এবং অন্যান্য সৎ ‘আমলসমূহ। বিধায় এই দশটি দিন আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে, অন্য কোনো দিবস এতটা প্রিয় নয়। নবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই মর্মে ইরশাদ করেন,

«أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ»، يَعْنِيْ عَشْرَ ذِيْ الْحِجَّةِ.

“দুনিয়ার সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ দিন হলো যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।”[৪৬] ❑

[৪২] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ৫/৪১২; আল-মুমতে- ৭/৪৯৯।*
[৪৩] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২০৭২২।*
[৪৪] *সহীহুল বুখারী; ফাতহুল বারী- ২/৫৩০-৫৩৬।*
[৪৫] *ফাতহুল বারী- ২/৫৮৯; সহীহ ফিকহুস্‌ সুন্নাহ- ১/৬০৩ পৃ.।*
[৪৬] *মাযমাউয যাওয়ায়িদ- হাইসামী, ৩/২৫৩, হা. ৫৯৩৩, সহীহ; সহীহুত্‌ তারগীব- ২/১৫, আলবানী।*

প্রবন্ধ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধন

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

সাধারণ অর্থে আত্মার সম্পর্ক যার সাথে বিরাজমান তিনিই আত্মীয়। আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টির ধারায় একটি চমৎকার আধেয়। এটি দু'ভাগে আলোচনা করা যায়– প্রথমতঃ রক্ত সম্পর্কীয়, দ্বিতীয়তঃ বৈবাহিক সূত্রে। আত্মীয় ও আত্মীয়তার বিষয়ে কুরআন মাজীদ ও হাদীসে বহু আলোচনা এসেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা, না রাখার বিষয়ে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ ও অকল্যাণের নানা বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বলতে বুঝায়, মা ও বাবার দিক থেকে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকে। এদের মধ্যে মা, নানী, নানীর মা, দাদী, দাদীর মা এবং তাঁদের উর্ধ্বতন নারীগণ। দাদা, দাদার পিতা, নানা, নানার পিতা এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ। ছেলে-মেয়ে, তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদের অধস্তন ব্যক্তিবর্গ। ভাই-বোন তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদের অধস্তন ব্যক্তিবর্গ। এতদ্ব্যতীত চাচা, ফুফু, মামা, খালা এবং তাদের সন্তানগণ। প্রত্যক্ষভাবে ১৮ ধরনের ব্যক্তি রক্তের সম্পর্কের আওতায় পড়ে। এদের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন সহকারে সংখ্যা অনেক বেশি। এরা সবাই أرحام রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত।

স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ অপরের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হিসেবে পরিগণিত না হলেও উভয় উভয়ের নিকট আত্মীয়র পর্যায়ে পড়ে। একজন মহিলা বিয়ে হওয়ার পরও তার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের পরিধি আগের মতো থাকবে। স্বামীর বাড়িতে থেকেও যথাসম্ভব তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা কর্তব্যের আওতায় পড়ে।

আত্মীয়ের মর্যাদা ও তার গুরুত্ব: আত্মীয়তা বজায় রাখা এমনি এক বিষয় যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের রিজিক বাড়িয়ে দেন, হায়াত দীর্ঘ করেন এবং ধন-সম্পদে বরকত দেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অতীব জরুরি। আল্লাহ তা'আলা সূরা আর্ রা'দ-এর ২১ নং আয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং 'যারা অটুট রাখে এবং তাদের রবকে ভয় করে আর মন্দ হিসেবে আশঙ্কা করে প্রকারান্তরে তাদের ভাগ্যবান' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যথায় তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ﴾

"আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে তাদের জন্যই লানত আর তাদের জন্য আখিরাতের মন্দ আবাস"।[৪৭]

অর্থাৎ- ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীর ভয়াবহ পরিণামের সাথে আত্মীয়তা ভঙ্গকারীদের তুলনা করা হয়েছে। অনুরূপ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, সূরা মুহাম্মদ-এর ২২-২৩ নং আয়াতে। সেখানে অন্যান্য অপকর্মের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর উল্লেখ করে তাদের প্রতি লানত, বধিরতা ও দৃষ্টিসমূহ অন্ধ করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সমাজজীবনে অন্ধত্বের মতো অভিশাপ আর কিছু হতে পারে না। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট না রাখার কারণে এ ধরনের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখ মেলে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা

* সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৪৭] সূরা আর্ রা'দ : ২৫।

করো এবং আত্মীয়তাকেও ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।”[৪৮]

আত্মীয়তার অবিনাশী সম্পর্ক ধরে রাখার ব্যাপারে মহানবী (ﷺ)-এর অসংখ্য হাদীস পাওয়া যায়। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বর্ণিত হাদীসসূত্রে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জীবের সৃজন কাজ শুরু করেন। যখন তিনি এ কাজ সমাপ্ত করেন। তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে উঠলো, 'এটি আপনার কাছে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী আশ্রয় স্থান'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হ্যাঁ, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও? যে তোমাকে জুড়ে রাখবে আমিও তাঁর সঙ্গে জুড়ে থাকবো, আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমি তাঁকে ছিন্ন করবো। আত্মীয়তা সম্পর্ক বললো, 'জ্বী হ্যাঁ, হে আমার রব!' তিনি বললেন, 'এটা শুধু তোমার জন্য'।[৪৯]

অনুরূপ একটি হাদীস আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আত্মীয়তা সম্পর্ক আরশকে আঁকড়ে ধরা একটি দাও, যা জিহ্বার ডগা দিয়ে বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি তার সাথে জুড়ো যে আমার সাথে জুড়ে, আর তুমি তাঁকে ছিন্ন করো যে আমাকে ছিন্ন করে'। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রহীম-রহমান (আমি দয়ালু, পরম করুণাময়) আর 'রাহীম (الرحم) তথা আত্মীয়তা সম্পর্ক শব্দটিকে আমার নাম থেকে বের করেছি।

সুতরাং যে এর সাথে সুসম্পর্ক রাখবে আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব, আর যে এ সম্পর্ক ভঙ্গ করবে আমি তাঁর সাথে সম্পর্ক ভঙ্গ করবো।[৫০]

আবূ সুফিয়ানের বরাতে অবগত হওয়া যায় যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি বাণিজ্যব্যপদেশে শাম দেশে যান। সেখানকার বাদশাহ হিরাক্লিয়াস তার কাছে নবী সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে তিনি বলেছিলেন, তিনি আমাদের মহান আল্লাহর 'ইবাদত, সালাত, সত্যবাদিতা, চারিত্রিক শুভ্রতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ করেন।[৫১]

উল্লিখিত হাদীসসূত্রে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের সূচনাকালে তিনি যে সব বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক তার মধ্যে অন্যতম। সে কারণে আমরা গুরুত্বের সাথে বিষয়টি অনুধাবন করে দ্বিবিধ উপায়ে অটুট রাখতে পারি। ১. কিছু কাজ করার মাধ্যমে। যেমন- আত্মীয়দের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সদ্ব্যবহার এবং তাঁদের সাথে সদাচার অব্যাহত রাখা। ২. কিছু কাজ না করার মাধ্যমে। যেমন- আত্মীয়দের কষ্ট না দেয়া এবং তাদের অনিষ্ট না করা।

ইতিপূর্বে আত্মীয়তার পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তন্মধ্যে একটি হলো রক্ত সম্পর্কীয়। আর অন্যটি হলো সাধারণ মুসলমানের সাথে সম্পর্ক। আদি পিতা আদম ও মা হাওয়ার সূত্রে আমরা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এটি সুনির্দিষ্ট নয়; তবে সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে সম্পর্ক। এটি অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন- শুভ কামনা করা, পরামর্শ নেয়া, পরস্পরকে ভালোবাসা, ন্যায়-ইনসাফ রক্ষা করা, হক্বসমূহ আদায় করা, সুশিক্ষা দেয়া, সৎ পথের দিক-নির্দেশনা দেয়া, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা, সহানুভূতিপ্রবণ হওয়া, সমব্যাথী হওয়া, কষ্ট লাঘবে সচেষ্ট হওয়া এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে আহ্বান জানানো। আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষিত হলে রিয্‌কের প্রশস্ততা ও আয়ু দীর্ঘ হওয়ার সুসংবাদে আছে।[৫২]

প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কৃতিত্ব তার প্রাপ্য যে অন্যপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও নিজের পক্ষ থেকে তা জোড়া লাগায়। পক্ষান্তরে যার সাথে সম্পর্ক বহাল রয়েছে, তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করলে তা হবে সর্বোচ্চ ভালো সম্পর্কের প্রতিদান, ভালো সম্পর্ক। এটি যদিও আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে, এমন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক জুড়ালে তার সওয়াব অনেক বেশি এবং তার প্রতিফল অনেক বড়ো। সহীহুল বুখারীর হাদীসে তার প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। নবী (ﷺ) বলেন, "সে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যে সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে সম্পর্ক রক্ষা করে; বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে, যার সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরলে সে তা জোড়া দেয়।" তেমনি মহান এই দিনে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের সাথেও সম্পর্ক রাখতে ও আত্মীয় অমুসলিম হলেও তার সাথে সম্পর্ক অমলিন রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আসমা বিনতু আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর

[৪৮] সূরা আন্ নিসা : ১।
[৪৯] সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৭।
[৫০] ইবনু আব্দির রায্‌যাক, মুসান্নাফ- হা. ২৫৯০।
[৫১] সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮০।
[৫২] সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬৩৯।

জীবদ্দশায় আমার আম্মা মুশরিকা থাকতে একবার আমার কাছে আগমন করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী, আমি কি আমার আম্মার সাথে সম্পর্ক রাখবো? এ ক্ষেত্রে মহানবী (ﷺ)-এর ইতিবাচক সম্মতি আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষায় চমৎকার উপমা হিসেবে গণ্য করা যায়।

পৃথিবীতে মানুষের আগমন এবং স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে বসবাস হয়ে থাকে আত্মীয়তার মাধ্যমেই। সুতরাং এটি অটুট রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। বহমান সমাজ আকাশ সংস্কৃতির ছোবলে বিষাক্তরূপ লাভ করেছে। এমনি একটি অবস্থায় টিকে থাকার জন্য আত্মীয়তা সুলভ আচরণের মাধ্যমে স্বর্গীয় সুন্দর জীবন লাভ করা যায়। কুরআনুল কারীমে[৫৩] মহান আল্লাহর অভিশাপের একটি জায়গা হলো ফ্যাসাদ সৃষ্টি ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِيْ الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ ○ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তোমাদের দ্বারা এমনও সম্ভব যে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তারাই যাদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন এবং তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।"[৫৪]

সুতরাং যে কোনো মূল্যেই তা রক্ষা করা প্রয়োজন। কেননা দুনিয়াতে ও আখিরাতে সীমালঙ্ঘন এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার চেয়ে শাস্তিযোগ্য আর কোনো পাপ নেই।[৫৫] মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ আছে– আদম সন্তানের 'আমল মহান আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় ও শুক্রবার রাতে, তবে তিনি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর 'আমল কবুল করেন না। জামে' আত্ তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়– আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৫৬]

অতএব হে মানব সন্তান, সাবধান হও! দুনিয়ার সামান্য সম্পদের লোভ সামলাতে না পেরে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে না। অন্যথায় অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। ❑

---

[৫৩] সূরা মুহাম্মদ : ২২-২৩।
[৫৪] সূরা মুহাম্মাদ : ৪৭।
[৫৫] সুনান আবূ দাঊদ; জামে' আত্ তিরমিযী; সুনান ইবনু মাজাহ্।
[৫৬] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৫৫, সহীহ।

একজন মুসলিম রমণীর চরিত্র...

[৩২ পৃষ্ঠার পর]

(৬) নীরবতা পালন ও অন্যের কথা শ্রবণ করা : সব সময় চেষ্টা করতে হবে কথা কম বলার এবং বেশি করে অন্যের কথা শ্রবণ করার। ভালো কথা ছাড়া ফাহেশা কোনো কথা মুখ দিয়ে না বের করার চেষ্টা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস করে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরবতা পালন করে।"[৫৭]

(৭) নিজের সাথে ইনসাফ করতে হবে : কারণ ইনসাফ হচ্ছে ইসলামের উত্তম একটি দিক। অর্থাৎ- নিজের জন্য যে ব্যবহার পছন্দ করেন স্বামী বা অন্যজনের প্রতিও ঐরূপ ব্যবহার করতে হবে। নিজে একটি পছন্দ করবেন অন্যজনের ক্ষেত্রে সেটি পছন্দ করবেন না এটা ইনসাফ নয়। এ প্রসঙ্গে একটি যথাপোযুক্ত হাদীস যেমন- "লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বু লা খিহি মা ইউহিব্বু লিনাফ-সি।"

অর্থাৎ- তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিসকে পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।[৫৮]

অর্থাৎ- নিজেকে কখনও অপরের চেয়ে বেশি ভালো মনে করলে হবে না। মনে করতে হবে আমার যেটি পছন্দ অন্যেরও সেটি পছন্দ। আর এরূপ মনে করতে পারলে নিজেকে সুন্দর চরিত্রে ভূষিত করা যাবে।

এটা ছাড়াও একজন মুসলিম রমণীর পোশাক পরিচ্ছদ সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ভদ্র হতে হবে। চলাফেরার মধ্যে একটা ভদ্রতা, নম্রতা থাকতে হবে। কাজ কর্মে ও কথাবার্তায় ধৈর্য ও নম্রতা দেখাতে হবে। কোনো কারণে হঠাৎ রাগান্বিত হওয়া যাবে না। অহংকারীদের মতো খুব বেশি অট্টহাসি হাসা যাবে না। সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া প্রকাশ করতে হবে এবং বেশি বেশি তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বা শুকুর করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই– উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো কিছু উত্তম চরিত্রের নমুনামাত্র। যদি নিজেকে উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত করা যায় তাহলেই জীবনে পূর্ণতা এবং সুখী হয়ে ইহকালীন জীবনে ও পরকালীন জীবনে শান্তি পাওয়া যাবে অন্যথায় নয়। হে আল্লাহ! আপনি সকল মুসলিম রমণীদেরকে উক্ত গুণাবলী অর্জন পূর্বক সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

---

[৫৭] *সহীহুল বুখারী।*
[৫৮] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাহার

-এস. এম আব্দুর রঊফ*

[দ্বিতীয় (শেষ) পর্ব]

১১. আবহাওয়া বিজ্ঞান : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾

"তুমি কি দেখো না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর তার খণ্ডগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে একত্র করে একটি ঘন মেঘে পরিণত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার খোল থেকে বৃষ্টি বিন্দু একাধারে ঝরে পড়ছে। আর তিনি আকাশ থেকে তার মধ্যে সমুন্নত পাহাড়গুলোর বদৌলতে শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং যাকে চান এর হাত থেকে বাঁচিয়ে নেন। তার বিদ্যুৎ চমক চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অর্থাৎ- বাতাসের মাধ্যমে মেঘ ছড়ায় এবং মেঘের মাঝামাঝি মেঘের উপর মেঘ স্তরে স্তরে জমা হয়ে বৃষ্টির মেঘ তৈরি হয়।"[৫৯] তিনি আরো বলেন-

﴿اللّٰهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

"আল্লাহই বাতাস পাঠান ফলে তা মেঘ উঠায়, তারপর তিনি এ মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন যেভাবেই চান সেভাবে এবং তাদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, তারপর তুমি দেখো বারিবিন্দু মেঘমালা থেকে নির্গত হয়েই চলছে। এ বারিধারা যখন তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে থেকে যার ওপর চান বর্ষণ করেন তখন তারা আনন্দোৎফুল্ল হয়।"[৬০]

"মেঘ অত্যন্ত ভারী, একটি বৃষ্টির মেঘ ৩,০০,০০০ টন পর্যন্ত ওজন হয়।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾

"তিনিই তোমাদের সামনে বিজলী চমকান, যা দেখে তোমাদের মধ্যে আশঙ্কার সঞ্চার হয় আবার আশাও জাগে এবং তিনিই পানিভরা মেঘ উঠান।"[৬১] তিনি আরো বলেন-

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

"আর আল্লাহই বায়ুকে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে সুসংবাদবাহীরূপে পাঠান। তারপর যখন সে পানি ভরা মেঘ বহন করে তখন কোনো মৃত ভূখণ্ডের দিকে তাকে চালিয়ে দেন এবং সেখানে বারি বর্ষণ করে (সেই মৃত ভূখণ্ড থেকে) নানা প্রকার ফল উৎপাদন করেন। দেখো, এভাবে আমি মৃতদেরকে মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে আনি। হয়তো এ চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ থেকে তোমরা শিক্ষা লাভ করবে।"[৬২]

"আকাশে অনেক উচ্চতায় উঠার সময় অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস কষ্ট হয় এবং বুক সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়।"[৬৩]

"আকাশ পৃথিবীর জন্য একটি বর্ম স্বরূপ যা পৃথিবীকে মহাকাশের ক্ষতিকর মহা-জাগতিক রশ্মি থেকে রক্ষা করে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾

"আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা এমন যে, এ নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টিই দেয় না।"[৬৪]

তিনি আরো বলেন :

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"তিনিই তোমাদের জন্য মাটির শয্যা বিছিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরি করেছেন, ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে সব রকমের ফসলাদি উৎপন্ন করে তোমাদের আহার যুগিয়েছেন। কাজেই একথা জানার পর তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষে পরিণত করো না।"[৬৫]

"আকাশ প্রতিফলন করে- পানি বাষ্প হয়ে মহাকাশে হারিয়ে যাওয়া থেকে এবং পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

* *শুব্বান সভাপতি, ঢাকা-মানিকগঞ্জ জেলা; পিএইচডি গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৫৯] *সূরা আন্ নূর : ৪৩।*

[৬০] *সূরা আর্ রূম : ৪৮।*

[৬১] *সূরা আর্ রা'দ : ১২।*

[৬২] *সূরা আল আ'রাফ : ৫৭।*

[৬৩] *সূরা আল আন'আম : ১২৫।*

[৬৪] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৩২।*

[৬৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২২।*

﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ "কসম বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের।"[৬৬]

"সমুদ্রের নিচে আলাদা ঢেউ রয়েছে, যা উপরের ঢেউ থেকে ভিন্ন।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ﴾

"অথবা তার উপমা যেমন একটি গভীর সাগর বুকে অন্ধকার। ওপরে ছেয়ে আছে একটি তরঙ্গ, তার ওপরে আর একটি তরঙ্গ আর তার ওপরে মেঘমালা অন্ধকারের ওপর অন্ধকার আচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলে তাও দেখতে পায় না। যাকে আল্লাহ আলো দেন না তার জন্য আর কোনো আলো নেই।"[৬৭]

"বৃষ্টির পরিমাণ সুনিয়ন্ত্রিত।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ﴾

"যিনি আসমান থেকে একটি বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করে তুলেছেন। তোমাদের এভাবেই একদিন মাটির ভেতর থেকে বের করে আনা হবে।"[৬৮]

পৃথিবীতে প্রতি বছর যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ৫১৩ ট্রিলিয়ন টন এবং ঠিক সম পরিমাণ পানি প্রতি বছর বাষ্প হয়ে মেঘ হয়ে যায়। এভাবে পৃথিবী এবং আকাশে পানির ভারসাম্য রক্ষা হয়। "ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিক সাগরের মধ্যে লবণাক্ততার পার্থক্য আছে এবং তাদের মধ্যে একটি লবণাক্ততার বাঁধ রয়েছে যার কারণে আটলান্টিক সাগরের লবণাক্ত পানি ভূমধ্যসাগরের কম লবণাক্ত পানির সাথে মিশে যায় না এবং দু'টি সাগরে দুই ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বসবাস সম্ভব হয়।" আল্লাহ বলেন :

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ﴾

"দু'টি সমুদ্রকে তিনি পরস্পর মিলিত হতে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল হয়ে আছে যা তারা অতিক্রম করে না।"[৬৯]

১২. জীব বিজ্ঞান : "বাতাস শস্যকে পরাগিত করে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ﴾

"বৃষ্টিবাহী বায়ু আমিই পাঠাই। তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এ পানি দিয়ে তোমাদের পিপাসা মিটাই। এ সম্পদের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে নেই।"[৭০]

"মৌমাছির একাধিক পাকস্থলী আছে, কর্মী মৌমাছিরা স্ত্রী, পুরুষ নয়, মধুর অনেক ঔষধি গুণ আছে।" আল্লাহ বলেন :

﴿وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝ ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

"আর দেখো তোমার রব মৌমাছিদেরকে একথা ওয়াহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন : তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মো নিজেদের চাক নির্মাণ করো। তারপর সব রকমের ফলের রস চোসো এবং নিজের রবের তৈরি করা পথে চলতে থাকো। এ মাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রঙের শরবত বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে নিরাময় মানুষের জন্য। অবশ্য এর মধ্যেও একটি নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[৭১]

"গবাদি পশুর খাবার হজম হবার পর তা রক্তের মাধ্যমে একটি বিশেষ গ্রন্থিতে গিয়ে দুধ তৈরি করে, যা আমরা খেতে পারি।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ﴾

"আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই, অর্থাৎ- নির্ভেজাল দুধ, যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর।"[৭২]

"স্ত্রী পিঁপড়া তার পেটের কাছে অবস্থিত একটি অঙ্গ দিয়ে শব্দ করে অন্য পিঁপড়াদের সাথে কথা বলতে পারে এবং নির্দেশ দেয়, যা সাম্প্রতিক কালে মানুষের পক্ষে যন্ত্র ব্যবহার করে জানা গেছে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ﴾

---

[৬৬] *সূরা আত্ ত্বা-রিক্ব : ১১।*
[৬৭] *সূরা আন্ নূর : ৪০।*
[৬৮] *সূরা আয্ যুখরুফ : ১১।*
[৬৯] *সূরা আর্ রহ্মা-ন : ১৯-২০।*
[৭০] *সূরা আল হিজ্র : ২২।*
[৭১] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৬৮-৬৯।*
[৭২] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৬৬।*

"(একবার সে তাদের সাথে চলছিল) এমনকি যখন তারা সবাই পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌঁছুল তখন একটি পিঁপড়ে বললো, "হে পিঁপড়েরা! তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো। যেন এমন না হয় যে, সুলাইমান ও তাঁর সৈন্যরা তোমাদের পিশে ফেলবে এবং তারা টেরও পাবে না।"[৭৩]

"উদ্ভিদের পুরুষ এবং স্ত্রী লিঙ্গ আছে।" আল্লাহ বলেন :

﴿وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

আর তিনিই এ ভূতলকে বিছিয়ে রেখেছেন, এর মধ্যে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন এবং নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকম ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় এবং তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে ফেলেন। এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে বহুতর নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[৭৪]

"গম শীষের ভেতরে রেখে দিলে তা সাধারণ তাপমাত্রায়ও কয়েক বছর পর্যন্ত ভালো থাকে এবং তা সংরক্ষণ করার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয় না।"

"উঁচু ভূমিতে ফুল ও ফলের বাগান ভালো ফসল দেয় কারণ উঁচু জমিতে পানি জমে থাকতে পারে না এবং পানির খোঁজে গাছের মূল অনেক গভীর পর্যন্ত যায়, যার কারণে মূল বেশি করে মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। তবে শস্য যেমন আলু, গম ইত্যাদি ফসলের জন্য উল্টোটা ভালো, কারণ তাদের জন্য ছোট মূল দরকার যা মাটির উপরের স্তর থেকে পুষ্টি নেয়।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾

"বিপরীত পক্ষে যারা পূর্ণ মানসিক একাগ্রতা ও অবিচলতা সহকারে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে– কোনো উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সেখানে দ্বিগুণ ফলন হয়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হালকা বৃষ্টিপাতই তার জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রয়েছে।"[৭৫]

"গাছে সবুজ ক্লোরোফিল রয়েছে।" আল্লাহ বলেন–

﴿وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ﴾

"আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। এরপর তা থেকে সবুজ শ্যামল ক্ষেত ও বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেছেন। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে খেজুরের কাঁদির পর কাঁদি সৃষ্টি করেছেন, যা বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আঙ্গুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান। এসবের ফলগুলো পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যও রাখে আবার প্রত্যেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী। এ গাছ যখন ফলবান হয় তখন এর ফল ধরা ও ফল পাকার অবস্থাটি একটু গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো এসব জিনিসের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৭৬]

"রাত হচ্ছে বিশ্রামের জন্য, আর দিন হচ্ছে কাজের জন্য, কারণ দিনের বেলা সূর্য্যের আলো আমাদের রক্ত চলাচল, রক্তে সুগার, কোষে অক্সিজেনের পরিমাণ, পেশিতে শক্তি, মানসিক ভারসাম্য, মেটাবোলিজম বৃদ্ধি করে।" আল্লাহ বলেন–

﴿وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

"তাঁরই অনুগ্রহ, তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন রাত ও দিন, যাতে তোমরা (রাতে) শান্তি এবং (দিনে) নিজের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে।"[৭৭]

১৩. চিকিৎসা বিজ্ঞান : "মানব শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ হয় পুরুষের বীর্য থেকে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۙ۝ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى﴾

"একথা যে, "তিনিই পুরুষ ও নারীরূপে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এক ফোঁটা শুক্রের সাহায্যে যখন তা নিক্ষেপ করা হয়।"[৭৮] তিনি আরো বলেন–

---

[৭৩] *সূরা আন্ নামল : ১৮।*
[৭৪] *সূরা আর্ রা'দ : ৩।*
[৭৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬৫।*
[৭৬] *সূরা আল আন'আম : ৯৯।*
[৭৭] *সূরা আল ক্বাসাস : ৭৩, সূত্র।*
[৭৮] *সূরা আল নাজ্‌ম : ৪৫-৪৬।*

﴿اَلَمۡ یَکُ نُطۡفَۃً مِّنۡ مَّنِیٍّ یُّمۡنٰی﴾

“সে কি বীর্যরূপ এক বিন্দু নগণ্য পানি ছিল না যা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত হয়।”[৭৯]

“মায়ের গর্ভ শিশুর জন্য একটি সুরক্ষিত জায়গা। এটি বাইরের আলো এবং শব্দ, আঘাত, ঝাঁকি থেকে রক্ষা করে, শিশুর জন্য সঠিক তাপমাত্রা তৈরি করে, পানি, অক্সিজেনের সরবরাহ দেয়।” “মায়ের গর্ভে সন্তান কিভাবে ধাপে ধাপে বড় হয় তার নিখুঁত বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা কুরআনের আগে অন্য কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রে ছিল না :

﴿ثُمَّ جَعَلۡنٰهُ نُطۡفَۃً فِیۡ قَرَارٍ مَّکِیۡنٍ ۪ ○ ثُمَّ خَلَقۡنَا النُّطۡفَۃَ عَلَقَۃً فَخَلَقۡنَا الۡعَلَقَۃَ مُضۡغَۃً فَخَلَقۡنَا الۡمُضۡغَۃَ عِظٰمًا فَکَسَوۡنَا الۡعِظٰمَ لَحۡمًا ٭ ثُمَّ اَنۡشَاۡنٰهُ خَلۡقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَکَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِیۡنَ﴾

“তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি, এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থি-পিঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অস্থি-পিঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি মাংস দিয়ে, তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টিরূপে। কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন, সকল কারিগরের চাইতে উত্তম কারিগর তিনি।”[৮০]

যেমন- প্রথমে শিশু একটি চাবানো মাংসের টুকরার মতো থাকে, যা ইউটেরাসের গায়ে ঝুলে থাকে, তারপর প্রথমে হাড় তৈরি হয় এবং তারপর হাড়ের উপর মাসল তৈরি হয়, তারপর তা একটি মানব শিশু বৈশিষ্ট্য পাওয়া শুরু করে।

“মানব শিশুর প্রথমে শুনতে পায় তারপর দেখতে পায়।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿اِنَّا خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ نُّطۡفَۃٍ اَمۡشَاجٍ ٭ۖ نَّبۡتَلِیۡهِ فَجَعَلۡنٰهُ سَمِیۡعًۢا بَصِیۡرًا﴾

“আমি মানুষকে এক সংমিশ্রত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। অর্থাৎ- প্রথমে কান হয়, তারপর চোখ।”[৮১]

“মানুষের আঙ্গুলের ছাপ প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন।” তাই আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿بَلٰی قٰدِرِیۡنَ عَلٰۤی اَنۡ نُّسَوِّیَ بَنَانَهٗ﴾

“হ্যাঁ, আমি তার আঙুলের অগ্রভাগসমূহও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।”[৮২]

আল্লাহ তা‘আলা ওই আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের আঙুলের অগ্রভাগে তিনি সূক্ষ্ম কোনো রহস্য রেখেছেন, যা তিনি মানুষের পুনরুত্থানের সময়ও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। “মানুষকে প্রথম ভাষা ব্যবহার করা শেখানো হয়েছে এবং ভাষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় স্বরনালি একমাত্র মানুষকেই দেওয়া হয়েছে।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ ○ عَلَّمَهُ الۡبَیَانَ﴾

“তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা শিখিয়েছেন।”[৮৩]

১৪. ভূতত্ত্ব/ইতিহাস : “ইরাম নামে একটি শহরের কথা বলা আছে যেখানে অনেকগুলো পাথরের লম্বা স্তম্ভ আছে, যা কিনা ১৯৯২ সালে চ্যালেঞ্জার মহাকাশ যানের রাডার ব্যবহার করে মাটির নিচ থেকে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿اِرَمَ ذَاتِ الۡعِمَادِ ۪ الَّتِیۡ لَمۡ یُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِی الۡبِلَادِ﴾

“সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী আদে-ইরামের সাথে, যাদের মতো কোনো জাতি দুনিয়ার কোনো দেশে সৃষ্টি করা হয়নি?”[৮৪]

“মানব সভ্যতার উন্নতি ধারাবাহিকভাবে হয়নি; বরং আগে কিছু জাতি এসেছিল যারা আমাদের থেকেও উন্নত ছিল, যারা ধ্বংস হয়ে গেছে।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿اَفَلَمۡ یَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَیَنۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ کَانُوۡۤا اَکۡثَرَ مِنۡهُمۡ وَ اَشَدَّ قُوَّۃً وَّ اٰثَارًا فِی الۡاَرۡضِ فَمَاۤ اَغۡنٰی عَنۡهُمۡ مَّا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ﴾

“সুতরাং এরা কি এ পৃথিবীতে বিচরণ করেনি, তাহলে এরা এদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি দেখতে পেত? তারা সংখ্যায় এদের চেয়ে বেশি ছিল, এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং পৃথিবীর বুকে এদের চেয়ে অধিক পরিমানে নিদর্শন রেখে গেছে। তারা যা অর্জন করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত তাদের কাজে লাগেনি।”[৮৫]

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

﴿اَوَ لَمۡ یَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَیَنۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ کَانُوۡۤا اَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّۃً وَّ اَثَارُوا الۡاَرۡضَ وَ عَمَرُوۡهَاۤ اَکۡثَرَ مِمَّا

---

[৭৯] *সূরা আল ক্বিয়া-মাহ্ : ৩৭।*
[৮০] *সূরা আল মু'মিনূন : ১৩-১৪।*
[৮১] *সূরা আদ্ দাহ্র : ২।*
[৮২] *সূরা আল ক্বিয়া-মাহ্ : ৪।*
[৮৩] *সূরা আর্ রহ্মা-ন : ৩-৪।*
[৮৪] *সূরা আল ফাজ্র : ৭-৮।*
[৮৫] *সূরা আল মু'মিন : ৮২।*

عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ﴾

"আর এরা কি কখনো পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিণাম এরা দেখতে পেতো। তারা এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল, তারা জমি কর্ষণ করেছিল খুব ভালো করে এবং এত বেশি আবাদ করেছিল যতটা এরা করেনি। তাদের কাছে তাদের রাসূল আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে। তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।"[৮৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى﴾

"তাহলে কি এদের (ইতিহাসের এ শিক্ষা থেকে) কোনো পথ নির্দেশ মেলেনি যে, এদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতিগুলোতে আজ এরা চলাফেরা করে? আসলে যারা ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে বহু নিদর্শন।"[৮৭]

"কুরআনে ফেরাউনের সময় মিশরে যে সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারির কথা বলা আছে, তা কুরআন প্রকাশিত হওয়ার হাজার বছর পরে আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন হায়ারো গ্লিফিক লিপি 'ইপুয়ার'-এ হুবহু একই ঘটনাগুলোর বর্ণনা পাওয়া গেছে, যা এর আগে কখনও জানা ছিল না।" আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ*فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ﴾

"ফেরাউনের লোকদেরকে আমি কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানিতে আক্রান্ত করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, হয়তো তাদের চেতনা ফিরে আসবে।* অবশেষে আমি তাদের ওপর দুর্যোগ পাঠালাম, পংগপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাঙের উপদ্রব সৃষ্টি করলাম এবং রক্ত বর্ষণ করলাম। এসব নিদর্শন আলাদা আলাদা করে দেখালাম। কিন্তু তারা অহংকারে মেতে রইলো এবং তারা ছিল বড়ই অপরাধ প্রবণ সম্প্রদায়।"[৮৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ كَذٰلِكَ ؕ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ﴾

"এভাবে আমি তাদেরকে বের করে এনেছি তাদের বাগ-বাগীচা, নদী-নির্ঝরিণী। ধনভাণ্ডার ও সুরম্য আবাসগৃহসমূহ থেকে। এসব ঘটেছে তাদের সাথে আর (অন্যদিকে) আমি বানী ইসরাঈলকে ঐসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।"[৮৯]

১৫. গাণিতিক তথ্য : কুরআনে 'একটি দিন' (ইয়াওম) ঠিক ৩৬৫ বার আছে। এক বছর = ৩৬৫ দিন। চাঁদ (কা'মারুন) আছে ২৭ বার। চাঁদ ২৭ দিনে একটি চক্র সম্পন্ন করে। 'একটি মাস' (শাহরুন) আছে ১২ বার। ১২ মাসে এক বছর। 'ভূমি' (আল-বিররু) ১২ বার এবং 'সমুদ্র' (আল-বাহরু) ৩২ বার। ১২/৩২ = ০.৩৭৫। পৃথিবীতে ভূমির মোট আয়তন ১৩৫ মিলিয়ন বর্গকিমি, সমুদ্র ৩৬০ মিলিয়ন বর্গকিমি। ১৩৫/৩৬০ = ০.৩৭৫। দুনিয়া ১১৫ বার এবং আখিরাত ঠিক ১১৫ বার আছে। শয়তান এবং ফেরেশ্তা ঠিক ৮৮ বার করে আছে। উন্নতি (নাফউন) এবং দুর্নীতি (ফাসাদ) ঠিক ৫০ বার করে আছে। বল (ক্বু'ল) এবং 'তারা বলে' (ক্বালু) ঠিক ৩৩২ বার করে আছে। এরকম অনেকগুলো সমার্থক এবং বিপরীতার্থক শব্দ কুরআনে ঠিক একই সংখ্যক বার আছে। এতগুলো গাণিতিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে ৬২৩৬টি বাক্যের একটি মহাগ্রন্থ যিনি তৈরি করেন, তিনি নিঃসন্দেহে এক মহান গণিতবিদ, যিনি মানুষকে গণিতের প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য যথেষ্ট ইংগিত দিয়েছেন।

উপসংহার : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ﴾

"নিশ্চয়ই আকাশগুলো এবং পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন-রাতের আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"[৯০]

কুরআনের ভাষা কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধের ভাষা নয়, এটি কোনো বৈজ্ঞানিক রিসার্চ পেপার নয়। মানুষ যেভাবে দেখে, শুনে, অনুভব করে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো ১৪০০ বছর আগে বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনোই ধারণা নেই এমন মানুষরাও বুঝতে পারবে এবং একই সাথে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানিরাও সেই শব্দগুলোকে ভুল বা অনুপযুক্ত বলে দাবি করতে পারবে না। ❑

[৮৬] *সূরা আর্ রূম : ৯।*
[৮৭] *সূরা ত্ব-হা- : ১২৮।*
[৮৮] *সূরা আল আ'রাফ : ১৩০ ও ১৩৩।*
[৮৯] *সূরা আশ্ শু'আরা- : ৫৭-৫৯।*
[৯০] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৯০।*

ক্বাসাসুল কুরআন

পৃথিবীর সর্বপ্রথম কুরবানী

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

কুরবানীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সে আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ থেকেই কুরবানীর বিধান চলে আসছে। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই ছেলে হাবীল ও কাবীলের কুরবানী পেশ করার কথা আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে জানতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ○ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ○ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ○ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾

"আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। তাদের একজন বলে, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অন্যজন বলে, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন।"[৯১]

মূল ঘটনা হলো– যখন আদম ও হাওয়া (আলাইহিস সালাম) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং তাঁদের সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন হাওয়া (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি গর্ভ থেকে জোড়া জোড়া (যমজ) অর্থাৎ- একসাথে একটি পুত্র ও একটি কন্যা –এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কেবল শীষ (আলাইহিস সালাম) ব্যতিরেকে। কারণ, তিনি একা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তখন ভাই-বোন ছাড়া আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আর কোনো সন্তান ছিল না। অথচ ভাই-বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর শরিয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হবে হারাম। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য সম্পর্ক প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারীনি কন্যা সহোদরা বোন হিসেবে গণ্য হবে না। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ। সুতরাং সে সময় আদম (আলাইহিস সালাম) একটি জোড়ার মেয়ের সাথে অন্য জোড়ার ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাক্রমে কাবীলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে ছিল পরমা সুন্দরী। তার নাম ছিল ইকলিমা। কিন্তু হাবীলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে দেখতে ততটা সুন্দরী ছিল না। সে ছিল কুশ্রী ও কদাকার। তার নাম ছিল লিওয়া। বিবাহের সময় হলে শরয়ী' নিয়মানুযায়ী হাবীলের সহোদরা কুশ্রী বোন কাবীলের ভাগে পড়ে। ফলে আদম (আলাইহিস সালাম) যখন লিওয়াকে কাবীলের সাথে বিবাহ দিতে চান, তখন কাবীল তা প্রত্যাখ্যান করে জেদ ধরে বলে, 'আমার সহজাত বোনকেই আমি বিয়ে করব। কেননা, আমি আমার এ জুড়ি বোনের বেশি হকদার।' কিন্তু আদম (আলাইহিস সালাম) তৎকালীন শরিয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবীলের আবদার প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে তাঁর নির্দেশ মানতে বলেন।

কিন্তু সে মানেনি। এবার তিনি তাকে বকাঝকা করেন। তবুও সে বকাঝকায় কান দেন না। অবশেষে আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর এ দু'সন্তান হাবীল ও কাবীলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা উভয়ে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করো, যার কুরবানী গৃহীত হবে, তার সাথেই ইকলীমার বিয়ে দেয়া হবে।' সে সময়ে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে সে কুরবানীকে পুড়ে ফেলত। আর যার কুরবানী কবুল হতো না তারটা পড়ে থাকত। যাহোক, তাঁদের কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো– কাবীল ছিল চাষী। তাই তিনি গমের শীষ থেকে ভালো ভালো মালগুলো বের করে এবং বাজে মালগুলোর একটি আঁটি কুরবানীর জন্য পেশ করে। আর হাবীল ছিল পশুপালনকারী। তাই সে তার জন্তুর মধ্য থেকে সবচেয়ে সেরা একটি দুম্বা কুরবানীর জন্য পেশ করে। এরপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে আগুনের শিখা এসে হাবীলের

---

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৯১] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭।*

কুরবানীটি পুড়ে ভস্মিত করে দেয়। আর কাবীলের কুরবানী যথাস্থানেই পড়ে থাকে। অর্থাৎ- হাবীলেরটি গৃহীত হলো আর কাবীলেরটি হলো না। কিন্তু কাবীল এ আসমানী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। এ অকৃতকার্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। সে আত্মসংবরণ করতে না পেড়ে প্রকাশ্যে তার ভাইকে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করে, এতে কাবীলের প্রতি তাঁর সহানুভুতি ও শুভেচ্ছা ফুটে ওঠেছিল। হাবীল বলেছিল, 'তিনি মুত্তাক্বীর কাজই গ্রহণ করেন। সুতরাং তুমি তাক্বওয়ার কাজই গ্রহণ করো। তুমি তাক্বওয়া অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হতো। তুমি তা করোনি, তাই তোমার কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কোথায়?... তবুও এক পর্যায়ে কাবীল হাবীলকে হত্যা করে।[৯২]

প্রকাশ থাকে যে, হাবীলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার শাস্তি কাবীলকে তৎক্ষণাৎ দুনিয়াতেই দেয়া হয়েছিল। যেমন- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে সকল পাপের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়াতে প্রদান করবেন এবং পরকালেও তার জন্য ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হলো সীমালঙ্ঘন করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।[৯৩] আর এ দু'টি অপরাধই কাবীলের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

'তারপর সে অনুতাপ করতে লাগল!' অর্থাৎ- মানুষ কত দুর্বল! নিজের ভাইকে সে হত্যা করার পর কী করবে তা খুঁজে বুঝে উঠতে পারছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা দু'টি কাক প্রেরণ করলেন, একটি অন্যটিকে মেরে ফেলে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখল। তখন কাবীল এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তার ভাইকে দাফন করল এবং নিজে খুব অনুতপ্ত হলো।

কুরআনে বর্ণিত হাবীল ও কাবীল কর্তৃক সম্পাদিত কুরবানীর এ ঘটনা থেকেই মূলত কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, কুরবানীদাতা 'হাবীল', যিনি মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য একটি সুন্দর দুম্বা কুরবানী হিসেবে পেশ করেন। ফলে তার কুরবানী কবুল হয়। পক্ষান্তরে কাবীল, সে অমনোযোগী অবস্থায় কিছু খাদ্যশস্য কুরবানী হিসেবে পেশ করে। ফলে তার কুরবানী কবুল হয়নি। সুতরাং প্রমাণিত হলো কুরবানী মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ছাড়া কবুল হয় না। এরপর থেকে বিগত সকল উম্মতের ওপরে এটা জারি ছিল। আল্লাহ বলেছেন–

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۗ فَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ﴾

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা এ পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে এ জন্য যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে তাদের জন্য রিয্ক নির্ধারণ করেছেন। অতএব তোমাদের প্রভু তো কেবল একজনই তারই জন্য আত্মসমর্পণ করো আর বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও।"[৯৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাসাফী ও যামাখশারী বলেছেন, 'আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে মুহাম্মদ (ﷺ) পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যলাভের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছেন।[৯৫]

আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে তাঁরই পুত্র কাবীল ও হাবীলের কুরবানীর পর থেকে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত কুরবানী চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর ইতিহাস ততটা প্রাচীন যতটা প্রাচীন দ্বীন-ধর্ম অথবা মানবজাতির ইতিহাস। মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যত শরিয়ত নাযিল হয়েছে, প্রত্যেক শরিয়তের মধ্যে কুরবানী করার বিধান চালু ছিল। প্রত্যেক উম্মতের 'ইবাদতের এ ছিল একটা অপরিহার্য অংশ। কিন্তু সেসব কুরবানীর কোনো বর্ণনা কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মূলত সেসব কুরবানীর নিয়ম-কানুন আমাদেরকে জানানো হয়নি।

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার বস্তুর মাধ্যমেই তাঁর নৈকট্য হাসিল করতে হবে।

২. আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তীদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তা থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য।

৩. আল্লাহ তা'আলা কেবল মুত্তাকিদের 'আমল গ্রহণ করেন।

৪. ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে, তা না হলে পরে আফসোস করে কোনো লাভ হবে না।

৫. মানুষ মারা যাওয়ার পর তার লাশ দাফন করতে হবে। ❑

---

[৯২] *দুররে মনসূর, ফতহুল বায়ান- ৩/৪৫ ও ফতহুল ক্বাদীর- ২/২৮-২৯।*

[৯৩] *আবূ দাঊদ- হা. ৪৯০৪, জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫১১, সহীহ।*

[৯৪] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৪।*

[৯৫] *তাফসীরে নাসাফী- ৩/৭৯; কাশশাফ- ২/৩৩।*

বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

ঈদে কুরবান : কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : কুরবানী একটি 'ইবাদত কারণ আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেন এবং আমাদের তা করার আদেশ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"তাই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত পড়ো এবং কুরবানী করো।"[৯৬]

আর প্রত্যেক 'ইবাদত কবুলের প্রথম শর্ত হলো– 'ইবাদতে ইখলাস থাকা। অর্থাৎ- 'ইবাদতটি খাঁটিভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া। তাই কুরবানী করার উদ্দেশ্য হবে শরিয়তে নির্দিষ্ট পশু নির্দিষ্ট সময়ে জবাই করার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে রাযী-খুশি করা। কিন্তু তিক্ত সত্য হচ্ছে সমাজের বহু লোক কুরবানী দেয় গোশ্‌ত খাওয়ার উদ্দেশ্যে, যা তাদের কথা-বার্তায় অনেক সময় প্রকাশও পায়। তারা বলে, কুরবানী না দিলে গ্রাম-সমাজের লোকেরা কি বলবে! সেদিন সবাই গোশ্‌ত খাবে আর আমার বাচ্চা-কাচ্চারা কি খাবে! আর অনেকে দেয় সমাজে প্রসিদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে ও নাম পাবার আশায়। তাই বাজারের সেরা পশু ক্রয় করে পত্র-পত্রিকায় প্রচার করে বা প্রচারের আশা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾

"আল্লাহর কাছে ঐসবের গোশত এবং রক্ত পৌঁছে না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া (আল্লাহ ভীরুতা)।"[৯৭]

উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে কুরবানী সংশ্লিষ্ট যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রচলন আছে, সে সম্পর্কিত সম্যক ধারণা পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হলো–

১. নির্ধারিত কয়েকদিন চুল-নখ ইত্যাদি কর্তন করা থেকে বিরত না থাকা : নবী (ﷺ) বলেন, "যখন (যিলহজ্জ মাসের) দশক শুরু হবে এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন তার চুল, চামড়া ও নোখের কোনো কিছু না কাটে।"[৯৮]

আবার এমনও লোক দেখা যায়, যারা কুরবানী করতে ইচ্ছুক তাই এই দশকে দাড়ি কাটে না কিন্তু কুরবানী করার পর দাড়ি কেটে ফেলে। এমন লোকের জানা উচিত যে, দাড়ি সবসময় রাখাই হচ্ছে মু'মিনের কর্তব্য। তা এই দশকে রেখে সওয়াব পাওয়ার আশা করা অযৌক্তিক। অতঃপর কুরবানীর সাথে সাথে দাড়ির কাটা একটি শরিয়ত গর্হিত কাজ।

২. এই দশকে রক্ত প্রবাহ করা বা রক্ত দেখা নিষেধ মনে করা : কিছু সমাজে এমনও ধারণা আছে যে, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠলে কোনো পশু যবেহ্ করা যাবে না বা রক্ত দেখা যাবে না; যতক্ষণ কুরবানী না দেওয়া হয়। এই কারণে সেই সময় তাদের বাড়িতে মেহমান আসলে তারা মুরগী, ছাগল, গরু ইত্যাদি যবেহ করে মেহমানের আপ্যায়ন না করে গোশত ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আপ্যায়ন করে থাকে। মনে রাখা উচিত, হালাল পশু-পাখি সাধারণ লোকদের জন্য সব সময় হালাল। এই দশকে রক্ত প্রবাহ করা যাবে না- মর্মে শরীয়ায় কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আর শরীয়া যা নিষেধ করেনি তা নিষেধ মনে করাও নিষেধ।

৩. গরু বা উটে ভাগে কুরবানী করাকে সফরের সাথে নির্দিষ্ট মনে করা : উট ও গরুতে শরীক হয়ে কুরবানী দেওয়া প্রমাণিত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَحَرْنَا الْبَعِيْرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».

"'আব্দুল্লার পুত্র জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ﷺ)-এর সাথে হজ্জ করলাম। অতঃপর সাতজনের পক্ষে একটি উট নহর করলাম এবং সাতজনের পক্ষে একটি গাভী।"[৯৯]

কিন্তু এই রকম ভাগে কুরবানী দেওয়াটা কেবল সফরের সাথে নির্দিষ্ট আর মুকীম অর্থাৎ- নিজ বাসস্থানে অবস্থানকারীরা ভাগে কুরবানী দিতে পারে না মনে করা

[৯৬] *সূরা আল কাওসার : ২।*
[৯৭] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৭।*
[৯৮] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : আযাহী, হা. ১৯৭৭।*
[৯৯] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : হাজ্জ, অনুচ্ছেদ নং- ৬২, হা. ৩৫১, মা. শা., হা. ৩৫২/১৩১৮।*

একটি ভুল ফাতাওয়া। এমন পার্থক্য না তো হাদীস থেকে বুঝা যায় আর না কোনো সালাফ এমন বলেছেন আর না মুহাদ্দিস ও ফুকাহাগণ করেছেন। তাই এই বিষয়ে এমন পার্থক্য করা একটি অভিনব ও সালাফদের জ্ঞান ও বুঝের বিপরীত ফাতাওয়া। ফুকাহাদের মধ্যে কেবল লাইস এমন মন্তব্য করলে ইবনু হাযম বলেন :

‘এবং লাইস সফরে কুরবানীতে শরীক হওয়া বৈধ মনে করেন। আর এটা এমন তাখসীস/নির্দিষ্টকরণ যার কোনো অর্থ হয় না।’[১০০]

৪. উট কিংবা গরু কুরবানী দেওয়ার সময় সাত ভাগের কোনো ভাগে ‘আক্বীক্বাহ্ উদ্দেশ্য করা : ‘আক্বীক্বাহ্ একটি এমন ‘ইবাদত, যার সময় নির্ধারিত আর তা হচ্ছে বাচ্চার জন্মের সপ্তম দিন। আর এক হাসান হাদীস অনুযায়ী সাত তারিখে না পারলে ১৪ তারিখে আর তাতেও সম্ভব না হলে ২১ তারিখে।[১০১] কুরবানীর সাথে ‘আক্বীক্বার কোনো সম্পর্ক নেই।

যারা এই বলে কুরবানীর ভাগায় ‘আক্বীক্বাহ্ দেওয়ার পক্ষপাতী যে, দু’টিই নৈকট্যের কাজ তাই একত্রে দেওয়া যায়। তাদের মনে রাখা উচিৎ যে, এমন মন্তব্য দলিলের মুকাবিলায় একটি ক্বিয়াস/অনুমান, যা পরিত্যাজ্য এবং এটাও মনে রাখা উচিৎ যে, কোনো কাজ শুধু নৈকট্যের হলেই গ্রহণীয় হয় না যতক্ষণ তা নবীর তরীকায় সম্পাদন না করা হয়। আর কুরবানীর সাথে ‘আক্বীক্বাহ্ দেওয়া নবীর তরীকা নয়।

৫. একটি ছাগল বা ভেড়ার কেবল একজনের পক্ষ থেকে মনে করা : এমন মনে করা যে, একটি ছাগল কিংবা একটি ভেড়ার কুরবানী কেবল একজনের পক্ষ থেকে হয়; একটি পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয় না।

নবী (ﷺ) স্বয়ং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ছাগল কুরবানী দিয়েছেন এবং সাহাবাগণও একটি ছাগল নিজ ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে যবেহ্ করতেন, তাতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা যাই হোক না কেন।

আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘নবী (ﷺ)-এর যুগে মানুষ তার ও তার বাড়ির সদস্যদের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করতেন, নিজে খেতেন এবং অপরকে খাওয়াতেন।’[১০২]

উল্লেখ্য যে, সবচেয়ে উত্তম কুরবানী হচ্ছে, একটি পূর্ণ উটের কুরবানী অতঃপর একটি পূর্ণ গরুর কুরবানী অতঃপর একটি পূর্ণ ছাগল কিংবা ভেড়ার কুরবানী অতঃপর উট কিংবা গরুর এক অংশের কুরবানী।[১০৩]

৬. মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা : এই প্রসঙ্গটির কয়েকটি দিক রয়েছে–

ক) কোনো মৃতের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্ররূপে একটি আলাদাই কুরবানী দেওয়া। কিংবা একটি ছাগল বা গরু বা গরু কিংবা উটের কোনো বিশেষ এক-দুই ভাগ মৃতের জন্য দেয়া। মৃতের জন্য কুরবানী বৈধ নয়। সত্যিকারে কুরবানীর সুন্নাতটি জীবিতদের জন্য এটা মৃতদের জন্য নয়। তাই নবী (ﷺ) তাঁর মৃত প্রিয় স্ত্রী খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), তাঁর মৃত প্রিয় চাচা হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং মৃত প্রিয় সন্তানাদির কারোর পক্ষ থেকে কুরবানী দেননি; বরং তিনি নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী দিতেন।

খ) এমন ব্যক্তি যে কাউকে মৃত্যুর পূর্বে ওয়াসীয়াত করে যায় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ রেখে যায়, তাহলে সে মারা গেলে তার পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে ওয়াসীয়াত অনুপাতে সম্পদ না রেখে গেলে তার পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া আবশ্যক নয়। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ﴾

“অতঃপর যে ব্যক্তি তা শোনার পর ওয়াসীয়াতে পরিবর্তন ঘটাবে, তবে তার গুনাহ তাদেরই উপর বর্তাবে, যারা তার পরিবর্তন ঘটাবে।”[১০৪]

‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি দু’টি ভেড়া কুরবানী দেন এবং বলেন : রাসূল (ﷺ) আমাকে ওয়াসীয়াত করে গেছেন যেন আমি তার পক্ষ থেকে কুরবানী দেই, তাই আমি তার পক্ষ থেকে কুরবানী দিয়ে থাকি।”[১০৫] এই হাদীসটি সহীহ না হওয়ায় এটি হুজ্জত যোগ্য নয়।

গ) জীবিতদের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়ার সময় পরিবারের মৃতদেরও সওয়াবে ভাগিদার করার নিয়ত করা। এমন করা একটি বিতর্কিত বিষয়। কেউ এটাকে বৈধ বলেন আর কেউ অবৈধ। বৈধতার পক্ষে দলিল হলো–

---

[১০০] *আল্ মুহাল্লা- ৪/৩৮১।*
[১০১] *স্বাহীহুল জামি‘ আস্ স্বগীর- হা. ৪০১১।*
[১০২] *আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : আযাহী, হা. ১৫০৫; সুনান ইবনু মাজাহ্।*
[১০৩] *মুগনী- ১৩/৩৬৬।*
[১০৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮১।*
[১০৫] *আবূ দাঊদ, আত্ তিরমিযী, হাদীটিকে আলবানী য‘ঈফ বলেছেন।*

নবী (ﷺ) কুরবানী দিতেন ও বলতেন : "হে আল্লাহ! এটা মুহাম্মদের পক্ষ থেকে এবং মুহাম্মদের পরিবারের পক্ষ থেকে।"[১০৬]

অথচ পরিবারের অনেকেই ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিল। আর যারা অবৈধ মনে করেন, তাদের নিকট দলিলটি স্পষ্ট নয় এবং তার পরে খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে এমন করা প্রমাণিত নয়।[১০৭]

৭. জেনে-বুঝে দোষযুক্ত পশু ক্রয় করা : চার প্রকার দোষওয়ালা পশুর কুরবানী বৈধ নয়। নবী (ﷺ) বলেন : "চার প্রকার (দোষ থাকলে) কুরবানীতে বৈধ নয়। অন্য বর্ণনার শব্দে এসেছে যথেষ্ট নয়– স্পষ্ট টেরা, স্পষ্ট রোগা, স্পষ্ট খোঁড়া, অতি দুর্বল (অতি বয়সের কারণে মজ্জাহীন হাড়ওয়ালা)।[১০৮]

এই দলিলের আলোকে এটাও বুঝা যায় যে, যেই পশুর দোষ এর থেকেও বেশি ও বড় সেসব পশুর কুরবানীও নাজায়িয। যেমন- অন্ধ, পা ভাঙ্গা, চলতে অক্ষম ইত্যাদি।

উপরোক্ত দলিলের আলোকে এটাও বুঝা যায় যে, বর্ণিত দোষ থেকে নিম্ন পর্যায়ের দোষ থাকলে তার কুরবানী বৈধ কিন্তু উত্তম নয়। যেমন- কান কাটা, শিং ভাঙ্গা, লেজ কাটা, চামড়া কাটা পশু। এমন দোষ থাকলে তা কুরবানীতে মাকরূহ। এরপরেও অনেককে দেখা যায়, কিছু মানুষ স্পষ্ট খোঁড়া বা একেবারে বয়স্ক পশু কুরবানীর জন্য খরিদ করে!

৮. পশু যবেহ করা সংক্রান্ত ভুলসমূহ–

ক. নিজে যবেহ্ না করে অন্যের মাধ্যমে যবেহ্ করা; অথচ কুরবানী একটি 'ইবাদত আর 'ইবাদত নিজে করা বেশি ভালো। যেমন- নবী (ﷺ) নিজে কুরবানী করতেন। তবে কেউ যদি যবেহ্ করতে ভয় পায় বা ছুরি চালাতে না জনে তাহলে তার বিধান ভিন্ন।

খ. ওযূ ছাড়া যবেহ্ না করা; অথচ যবেহ্ করার জন্য ওযূ না তো জরুরি আর না মুস্তাহাব। তাই যবেহ্য়ের উদ্দেশ্যে ওযূ জরুরি বা মুস্তাহাব মনে করা বিদআহ।[১০৯]

গ. কুরবানীর পশুর সামনে ছুরি-চাকু ধার দেওয়া, পশুর সামনে উন্মুক্তভাবে তা ধারণ করা, এক অপরের সামনে যবেহ্ করা, যবেহ্ করার পর নিস্তেজ না হতেই চামড়া ছাড়ানো শুরু করা এবং নির্মমভাবে যবেহ্ করা মাকরূহ।[১১০]

ঘ. কুরবানী দাতা সে একটি পূর্ণ পশু কুরবানী দিক বা ভাগা কুরবানী দিক কুরবানী দেওয়ার সময় সে তা নিজ ও পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে নিয়ত করবে। অর্থাৎ- সেই কুরবানীর সওয়াব সকলে পাক, তা নিয়ত করবে। যেমন- নবী (ﷺ) ছাগল কুরবানী দেওয়ার পর বলেন :

"হে আল্লাহ! এটা মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উম্মতের পক্ষ থেকে কবূল করো।"[১১১]

এখন যারা প্রতি ভাগে একটা করে নাম নেয়, তারা বুঝাতে চায় যে, এটি একজনের পক্ষ থেকেই হচ্ছে অন্যরা এর সওয়াব পাবে না; অথচ কুরবানীদাতা তার কুরবানীতে নিজ ও নিজ পরিবার সকলের সওয়াব কামনা করবে, যেমন- নবী (ﷺ) করতেন।

ঙ. কুরবানীর পশু যবেহ্ করার জন্য বিশেষ কোনো দু'আ আছে মনে করা। অথচ সাধারণ পশু যবেহ্ করার সময় যেমন মহান আল্লাহর নাম নেওয়া জরুরি তেমন কুরবানীতেও তাই জরুরি। তাই 'বিস্‌মিল্লা-হ, আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ্ করলেই হয়ে গেল। যবেহ্ করার পূর্বে (ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া) বলা ও যবেহ্ শেষে (আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল) বলা মুস্তাব, জরুরি নয়।

চ. 'বিস্‌মিল্লা-হ আল্লাহু আকবার' বলে পশুর গলার চামড়া কেটে দিয়ে কসাইকে বাকি যবেহ্ সম্পন্ন করতে দেওয়া। এটি আসলে কশাইর মাধ্যমে যবেহ্ করা গণ্য হবে। কারণ শারঈ যবেহ্ তখন হবে যখন, পশুর শ্বাসনালী, খাদ্যনালী ও এর দুই পাশের মোটা রগ দু'টি কর্তন করা হবে। আর এখানে যবেহ্কারী ব্যক্তি শুধু চামড়া কাটে আর প্রকৃতপক্ষে যবেহ্র কাজ কশাই করে। অন্য দিকে এই সময় কসাই সাধারণতঃ মহান আল্লাহর নাম নেয় না।

উল্লেখ্য যে, কুরবানীর চামড়ার মূল্যের খাত ব্যাপক। কারণ তা সাধারণ সাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। তাই তা ফকির, মিসকিনকে দেয়াসহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যে কোনও সওয়াবের খাতে ব্যবহার করা যাবে। –মহান আল্লাহই ভালো জানেন। ❑

---

[১০৬] *সহীহ মুসলিম।*
[১০৭] *শারহুল মুমতি- ৭/৪৭৯-৪৮০।*
[১০৮] *আবূ দাঊদ- ২৮০২, আত্ তিরমিযী- ১৪৯৭, আন্ নাসায়ী- ৪৩৬৯।*
[১০৯] *সৌদী স্থায়ী ফাতাওয়াহ্ কমিটি- ১১/৪৩৩-৪৩৫।*
[১১০] *হাকেম, ত্বাবারানী, আহমাদ, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১৭২।*
[১১১] *মুসনাদ আহমাদ, সহীহ মুসলিম।*

সমাজচিন্তা

ধূমপান মারণটান

–প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম*

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তামাক। মানুষ যখন পাহাড়ের গুহায় কিংবা বনজঙ্গলে বাস করত তখন নানাবিধ গাছপালার লতা, শিকড়, রস, ফল, ফুল, ছাল, তৃণলতা ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করত। পরবর্তীকালে নিজের প্রয়োজনে মানুষ জমি চাষ করতে শেখে। ক্রমান্বয়ে আগুনের ব্যবহার জানল। সেই থেকেই তামাকপাতা যে মানুষের মগজে তথা দেহমনে বিশেষ এক প্রকার অনুভূতি সৃষ্টি করে এটা আবিষ্কার করে ফেলল। কিন্তু তারা জানত না যে এটা শরীর, মন ও সমাজের মারাত্মক ক্ষতি করে। কেননা তখন গবেষণা করার পরিবেশ ও মানসিকতা ছিল না। বর্তমানে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, তামাক ভয়াবহ ধ্বংস বয়ে আনে। তবুও দুনিয়ার মানুষের মধ্যে অনেকেই এই আদিম আচরণ (Primitive behaviour) ত্যাগ করতে পারছে না। এটাই সপ্তাশ্চর্যের মতো আশ্চর্য মনে হয়।

আসলে নিকোটিন টোবাকাম নামক উদ্ভিদের পাতা শুকিয়ে ও প্রক্রিয়াজাত করে যে বস্তু পাওয়া যায় সেটাই তামাক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তামাকজনিত বদঅভ্যাসটি ইউরোপীয়দের থেকে প্রাপ্ত। এই নেশাজাতীয় বস্তুটি বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। যতদূর জানা যায়, তামাকের ব্যবহার সর্বপ্রথমে শুরু হয় আমেরিকায়। অতঃপর সেখান থেকে এটা ইউরোপবাসীর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ইউরোপ থেকে এশিয়া বিশেষ করে অবিভক্ত ভারতে এবং এভাবেই আমাদের দেশে সংক্রমিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে নেশার জন্য তামাক ব্যবহৃত হয় না। তামাক যে নেশাজাতীয় মারাত্মক ক্ষতিকারক বস্তুত, এটা বিবেচনা করে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নেশা সৃষ্টিকারী ওষুধের শ্রেনিবিন্যাসে তামাককে অন্তর্ভুক্ত করেছে বিবিধ মাদকদ্রব্য শিরোনামে তামাক ও নিকোটিন এ দু'ভাবে। সুতরাং তামাক যে নেশাজাতীয় বস্তু এটা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায় ক্ষেত্রে তামাক ও অন্যান্য মাদক ব্যবসায়ের স্থান সম্ভবত সবার ওপরে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, এর পরেই অস্ত্র এবং তারপরেই কসমেটিকসের ব্যবসায়। পৃথিবীর চতুর্থ দরিদ্রতম দেশ হলো বাংলাদেশ। এখানেও সিগারেট ও তামাকজাতীয় এবং অন্যান্য নেশাদ্রব্যের ব্যবসায় জমজমাট। একটি কথা ধ্রুব সত্য, তা হলো তামাক ক্ষেতে কোনো বেড়া দিতে হয় না। কেননা এটা গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, গাধা, শিয়াল, কুকুর এমনকি অন্য পশুপাখিও খায় না। শুধু মহান আল্লাহর সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষই এটা খুব আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে খেয়ে বা পান করে কিংবা ব্যবহার করে থাকে। অনেকে হয়তো বলবেন, তামাক চাষ থেকে দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। তাদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন আসুন, আমরা আমাদের কৃষিবিদ বা কৃষিবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তামাক ক্ষেতকে অন্য ফসলের আবাদ ভূমি হিসেবে রূপান্তরিত করি। তাহলে কিছুটা সমাধান হতে পারে।

মানুষ কেন ধূমপান করে

এখন প্রশ্ন হলো– মানুষ কেন এই ক্ষতিকর বস্তুটি খায়? ব্যক্তিত্বের (Personality) গুণাবলির প্রভাবেই মানুষ গ্রহণীয় ও সমর্থিত কাজ বা আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নিন্দনীয় বা অসমর্থিত কাজ বা আচরণের প্রতি অনীহা পোষণ করে থাকে। ব্যক্তিত্বের এক ভিত্তিমূল গড়ে ওঠে পরিবারে যেখানে সে মাতাপিতা ও অন্য সদস্যদের সান্নিধ্যে লালিতপালিত হয়। অতঃপর শিক্ষালয় ও পরিশেষে সমাজে ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। এর জন্য সময় লাগে আঠারো থেকে বিশ বছর। পরিবারে বড়দের দ্বারা তামাকের ব্যবহারও সন্তানদের তামাকের প্রতি কৌতূহলী করে তোলে। তাছাড়া সমবয়সিদের চাপ (Peer pressure) ধূমপানের প্রতি আরো কৌতূহল বৃদ্ধি করে। অন্যের দেখাদেখি (Modelling), অনেকে নতুন অভিজ্ঞতা, সাময়িক আনন্দ ও উত্তেজনা লাভের জন্য ধূমপান শুরু করে। ধূমপানের সময় ধূমপায়ীরা এ থেকে এক অদ্ভুত তৃপ্তি

* *সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও মনোচিকিৎসাবিদ।*

লাভ করে থাকে। বলা যায় বিকৃত আনন্দ লাভ। বিড়ি-সিগারেট হুক্কার ধোঁয়া গলার ভেতরে এক ধরনের সুড়সুড়ি দেয় তাই ধূমপায়ীরা সুখানুভব করে। সে জন্য অনেকে এটাকে 'সুখটান' মনে করে। আসলে এটা হবে 'মৃত্যুবাণ' বা 'মৃত্যুটান'। কিন্তু তারা তা বুঝে না। ধূমপায়ীদের মতে ধূমপান স্নায়বিক চাপ কমায়, পীড়ন দূর করে এবং মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনে। আসলে মনস্তাত্ত্বিক উৎস থেকেই ধূমপানে তৃপ্তি লাভ হয়ে থাকে। গবেষকদের মতে, তামাকের ধোঁয়ার দৃশ্যসহ বিড়ি-সিগারেট-চুরুটের গঠন প্রকৃতি এবং তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে উভয় ঠোঁটের মাঝে রেখে 'ধোয়াটান' ইত্যাদি দেখার মাধ্যমে এই আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। সম্ভবত সেজন্যই জন্মান্ধদের মধ্যে বিড়ি-সিগারেটের ব্যবহার চক্ষুষ্মানের তুলনায় খুবই কম। ধূমপায়ীদের বিশ্বাস- ধূমপানে মনোযোগ বাড়ে, দুঃখ দূর হয়, দুশ্চিন্তা চলে যায়, অস্থিরতা কমে ইত্যাদি। আসলে সবই হলো ভ্রান্ত ধারণা ও অনুভূতি মাত্র। দেখা যায় ধূমপায়ীদের মাঝে আন্তঃধূমপায়ী সম্পর্ক (Cigarette Subculture) অনেক বেশি, এরা একত্রে চলাফেরা ও ঘোরাফেরায় অভ্যস্ত।

তামাক ব্যবহারের নানাবিধ পদ্ধতি

পাতলা কাগজে মোড়া তামাক দিয়ে তৈরি সিগারেট বা চুরুটের ধোঁয়া সেবন, টেণ্ডুমাল ইত্যাদি পাতায় মোড়া তামাকে তৈরি বিড়িজাতীয় ধূমপান, পানের সাথে সাদাপাতা অথবা মশলাযুক্ত দোক্তা কিংবা সুগন্ধিযুক্ত তামাক চূর্ণ বা জর্দা, তামাকপাতায় চুন মিশিয়ে খইনি করে মুখে পুরে দেয়া, পোড়া তামাকের গুল দাঁতের মাড়িতে ঘষা, হুক্কা বা কক্কেতে তামাক টিকা পুড়িয়ে ধূমপান, তামাকের চূর্ণ নস্যিরূপে নাকে টেনে নেয়া এমনি জানা-অজানা বিভিন্ন কায়দায় বিশ্বব্যাপী মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তামাকের নেশা করে থাকে।

তামাকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ

তামাকের প্রধান উপাদান হলো নিকোটিন জাতীয় এলকালয়েড যা শক্তিশালী বিষ। গবেষকেরা প্রমাণ করেছেন, ১০ শলার এক প্যাকেট সিগারেটে নিকোটিনের গড় পরিমাণ ২৫ মিলিগ্রাম এবং এই পরিমাণ নিকোটিন যদি কোনো মানুষের শিরায় ইনজেকশন হিসেবে দেয়া হয় তবে মানুষটি কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যাবে। সিগারেটের ধোঁয়ায় নিকোটিনের মাত্র ৬ শতাংশ রক্তে শোষিত হয় এবং বাকি অংশ বাতাসে উড়ে যায় বলে নিকোটিন তাৎক্ষণিকভাবে ধূমপায়ীর মৃত্যু ঘটায় না। তামাকে নিকোটিন ছাড়াও আরো থাকে পাইরিডিন, আইসোপ্রিন, উদ্বায়ী অ্যাসিড, টারফেনল, ফারফুরাল, একলোলিন ইত্যাদি। এগুলোও ঠোঁট, জিহ্বা, গলা, নাক, শ্বাসনালী প্রভৃতি স্থানে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। তামাকের ধোঁয়ায় সামান্য পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড থাকে বলে ধূমপায়ীদের রক্তের হিমোগ্লোবিন ৫-১০% কার্বোক্সি হিমোগ্লোবিনে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

ফুসফুসে ক্যান্সার

সিগারেটের ধোঁয়ায় সম্ভাব্য ক্যান্সার উৎপাদক রাসায়নিক দ্রব্যগুলোর মধ্যে বেনজিপাইরিন, বেনজিপাইরেলিন, আরসেনাস অক্সাইড, ফরফর এস্টার, পেলোনিয়াম-২১০, কার্ব-১৪, পটাশিয়াম-৪ প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় উপাদান দায়ী। মেডিসিন ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ১৯৯৫-তে লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালের বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জন ম্যাক্সহ্যাম লিখেন, প্রায় ৪০ বছর আগ থেকেই এটা প্রমাণিত যে, ধূমপান ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। বর্তমানে এটা প্রমাণিত, ফুসফুসের ক্যান্সারের শতকরা ৯৫ ভাগ কারণ হলো ধূমপান। অক্সফোর্ড টেক্সবুক অব মেডিসিন-১৯৯৮ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, অধূমপায়ীদের তুলনায় মাঝারি ধূমপায়ীদের ফুসফুসে ক্যান্সারের আক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি ১০-১৫ গুণ বেশি। আবার অতিরিক্ত ধূমপানে অভ্যস্তদের বেলায় এই ঝুঁকি ৪০ গুণ বেশি। তবে ফিল্টার সিগারেট ও হুক্কা সেবনকারীদের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। কেউ কেউ বলেছেন, এটা প্রায় ২৫ শতাংশ কম। খ্যাতনামা প্যাথলজিস্ট উইলিয়াম বয়েড তার লেখনীতে উল্লেখ করেছেন, আমার জানা মতে ধূমপায়ীদের মাঝে সবচেয়ে অধিক ধূমপায়ী তিনজনের কথা ভুলতে পারি না; কেননা তারা ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তাদের সবারই মৃত্যু ঘটে ঘাতক ফুসফুসের ক্যান্সারে। মহিলারা যেহেতু ধূমপান খুব কম করে থাকে সে জন্য তাদের ওই ক্যান্সারও পুরুষদের চেয়ে তুলনামূলক অনেক কম।

মুক্তির উপায়

ধূমপান নিবারণ করতে হলে 'ধূমপান বিপজ্জনক' এই সত্য অনুধাবন করা যত সহজ, ধূমপান পরিত্যাগ করা তত সহজ নয়। তাই কতগুলো সামষ্টিক পদক্ষেপ বা কর্মসূচি নেয়া দরকার যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

স্বাস্থ্যশিক্ষা

ধূমপানের বিপদ সম্পর্কে জনগণের কাছে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞাপন, পোস্টার, সেমিনার প্রভৃতি গণমাধ্যমের সাহায্যে পৌঁছাতে হবে। শিশু-কিশোরদের সতর্ক করার জন্য স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ধূমপানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাছাড়া শিক্ষক এবং স্কুল হেলথ সার্ভিসের চিকিৎসকেরা এ ব্যাপারে ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন। উন্নত দেশে 'Just say no club' নামে সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে শিশুদেরকে কেউ সিগারেট বা এ জাতীয় নিষিদ্ধ দ্রব্য প্রদান করলে কিভাবে 'না' বলতে হয় তা শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দেশের ক্লাবগুলোতে বরং তার উল্টোটা শেখানো হয়। সুতরাং শিশু-কিশোরদের 'না' বলার ট্রেনিং দিতে হবে যখন কেউ তাদেরকে সিগারেট বা নিষিদ্ধ দ্রব্য প্রদান করবে।

গণসচেতনতা সৃষ্টি

ধূমপানবিরোধী সংগঠন তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে 'আধুনিক' নামে একটি সংগঠন সাফল্যজনকভাবে কাজ করছে। ইসলাম ধর্মে ধূমপান যে হারাম এ কথাটি মসজিদের ইমামগণ খুতবাহ্, ওয়াজ মাহফিল, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে মুসল্লিদের জানাতে পারেন। ধূমপানবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এটা কাজ করতে পারে। প্রচারমাধ্যমগুলোও এ ব্যাপারে সচেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্য সমাজের সর্বস্তরের লোকদের এগিয়ে আসতে হবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমাজকর্মী ও চিকিৎসকের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের অফিস, আদালত, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাস, ট্রেন, স্টিমার, প্লেন, সিনেমা হল, হাটবাজার প্রভৃতি জনসমাগমের নির্দিষ্ট স্থানে ধূমপানের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করলে জনগণের সমর্থন পাওয়া যাবে। নাটক, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদিতে সিগারেট ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

আইন প্রণয়ন

পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, বিজ্ঞাপনে, পোস্টার প্রভৃতিতে বিড়ি সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার আইন করে বন্ধ করতে হবে। কোনো সিগারেট কোম্পানি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলায় স্পন্সর করতে পারবে না অথবা কোনো জনপ্রিয় খেলাধুলার আয়োজন তামাক কোম্পানির দ্বারা করা চলবে না। পৃথিবীর বহু দেশে সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, তার মধ্যে– বাংলাদেশ, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা অন্যতম।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সিগারেট-বিড়ির দাম বাড়ালে ধূমপানের মাত্রা কমবে। সেজন্য ট্যাক্স ও ভ্যাট বৃদ্ধি করলে সিগারেটের মূল্য বাড়বে। তাতে বিক্রয়ের পরিমাণ কমবে।

তামাক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা

এ ব্যাপারে সরকার ও জনগণ উভয় পক্ষেরই ভূমিকা রয়েছে। তামাক উৎপাদন কমাতে হবে। তামাক ক্ষেতকে অন্য ফসল উৎপাদনের জন্য আবাদ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞরা সুপরামর্শ দিতে পারেন।

ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা

ইসলাম ধর্মে সব ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এটা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা নিতে হবে। বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জন মুসলমান। সুতরাং ইসলাম ধর্মের কথা তারা শুনবে। সে জন্য ধর্মীয় শিক্ষক, আলেম শ্রেণী, ইমামগণকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন। লেখালেখির মাধ্যমে ইসলামের বিধিনিষেধগুলো ফুটিয়ে তুলতে হবে। তামাকের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলো লেখালেখি করতে হবে। পরিশেষে বলতে হয় বিশ্বের অষ্টম জনগোষ্ঠী-সমৃদ্ধ দেশ বাংলাদেশকে মাদকমুক্ত রাখতে হলে সিগারেটের ওপর কড়াকড়ি করতে হবে; কেননা সিগারেট মাদকাসক্তির প্রথম ধাপ।

[ধূমপানবিরোধী সংগঠন তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে 'আধুনিক' নামে একটি সংগঠন সাফল্যজনকভাবে কাজ করছে। ইসলাম ধর্মে ধূমপান যে হারাম এ কথাটি মসজিদের ইমামগণ খুতবাহ্, ওয়াজ মাহফিল, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে মুসল্লিদের জানাতে পারেন। ধূমপানবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এটা কাজ করতে পারে]

বিস্ময়-বৈচিত্র্য

ক্বলব বা অন্তর : মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু

–মো. হারুনুর রশিদ*

[পর্ব- ০১]

দেহ আর মন এই দুইয়ের সমষ্টি হলো মানুষ। মন হলো পরিচালক আর দেহ হলো মন কর্তৃক পরিচালিত। দেহের আচার আচরণ, গতি-প্রকৃতি সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এই মনের দ্বারা। অতএব বলা যায়– কেউ মনকে ঠিক করতে পারলেই তার সমস্ত কথাবার্তা, আচার-আচরণ সঠিক পথে চালিত হবে। মন, যাকে আমরা ক্বলব বা অন্তর বলি- এটিই সকল ভাবনা-চেতনার আকর। মনের মধ্যে আছে একটি স্মৃতিভাণ্ডার। সেই স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চারিত হয় ও সঞ্চিত থাকে সব রকমের আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, অনুমান, সংবেদন ইত্যাদি। হাদীস এই পরিচালিকা শক্তিমন সম্পর্কে বলেছে–

“জেনে রাখো-দেহের অভ্যন্তরে একটা মাংস খণ্ড রয়েছে, যদি সেটা ঠিক হয়ে যায়, তাহলে পুরো দেহ ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পুরো দেহে ফ্যাসাদ ঘটবে। জেনে রাখো– সেটি হলো মন বা আত্মা।”[১১২]

এ হাদীসে যে মন বা আত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেই মন বা আত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞানকেই বলা হয় মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান পাঠ করলে জানা যায় মনের কোন ধরনের আবেগ অনুভূতি থেকে কোন ধরনের আচরণ সৃষ্টি হয়। আবার কোন ধরনের কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও পরিবেশ প্রকৃতি মনের উপর কোন ধরনের প্রভাব ফেলে থাকে। এটা জানলে সঠিক আচরণ সৃষ্টির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। নিজের মনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়।

প্রতিটি দেশের যেমন রাজধানী রয়েছে, তেমনি মানবদেহের রাজধানী হলো ক্বলব। দেশের জন্য রাজধানী সুষ্ঠু রাখা যেমন জরুরি, দেহের জন্য ক্বলব সুষ্ঠু রাখা তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি জরুরি। সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা থেকে ক্বলবকে মুক্ত রাখা, অসুস্থতা থেকে নিরাপদ রাখা এবং অসুস্থ ক্বলবের চিকিৎসা করা প্রতিটি মানুষের জন্য অতীব জরুরি। কারণ, ইসলামে ক্বলবের সুস্থতা মর্যাদাপূর্ণ এবং সুস্থ ক্বলবের অবস্থান উন্নত ও সুউচ্চ। কুরআনুল কারীমে একশ’ বত্রিশবার ক্বলব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘ক্বলব সকল কিছুর মূল। যেমনিভাবে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ক্বলব হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাদশাহ আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হলো তার সেনাবাহিনী। বাদশাহ ভালো হলে তার সেনাবাহিনী ভালো হয়। আর সেনাবাহিনী তখনই খারাপ হবে যখন বাদশাহ খারাপ হয়ে যাবে।[১১৩]

ক্বলব হলো পুরো শরীরের রাজা। শরীর তার সমস্ত আদেশ বাস্তবায়ন করে। তার জন্য যত উপঢৌকন আসে, যেমন- কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ইত্যাদি, সবকিছুই শরীর গ্রহণ করে। ক্বলব থেকে কোনো আদেশ ও সংকল্প জারি না হওয়া পর্যন্ত শরীর কোনো কাজেই অবিচল থাকতে পারে না। তাই পুরো শরীরের ব্যাপারে ক্বলবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে; কেননা প্রত্যেক দায়িত্বশীল তার অধিনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। কাজেই ক্বলব যেহেতু এতো গুরুত্বপূর্ণ, তাই আল্লাহওয়ালাগণ তাকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করার প্রতিই অধিক মনোযোগ দিয়েছেন। তার রোগ এবং প্রতিষেধক নিয়েই গবেষণা করেছেন ধার্মিক তাপসগণ।

ক্বলবের প্রকারভেদ : ক্বলবের বিভিন্ন অবস্থা জেনে তার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ক্বলব তিন প্রকার। যথা-

১. সুস্থ ক্বলব (قلب سليم) : কিয়ামতের দিন সুস্থ ক্বলব ব্যতীত কেউই মুক্তি পাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ﴾

“কিয়ামতের দিন কোনো অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তি

* *ফারাক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর;* ***মেম্বার :*** *Qur'an Research Foundation।*

[১১২] *সহীহুল বুখারী।*

[১১৩] *আদ্ দুরূসুর রামযানিয়্যাহ- পৃ. ১৭২।*

মুক্তি পাবে, যে সুস্থ ক্বলব নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছবে।"[১১৪]

সুস্থ ক্বলব চেনার উপায় : এ প্রকার ক্বলব মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত সকল প্রকার লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত। নিশ্চিত 'ইল্‌মের দ্বারা সন্দেহ মুক্ত ও যেকোন প্রকার শির্ক থেকে মুক্ত। এমনকি তার সকল প্রকার আনুগত্য, ইচ্ছা, ভালোবাসা, ভরসা, তাওবাহ্, নত হওয়া, বিনয়ী হওয়া, ভয় করা সবই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। যদি কাউকে ঘৃণা করে, কোনো কাজকে বাধা প্রদান করে, তবে তা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করে থাকে। এ প্রকার ক্বলবওয়ালা ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পূর্ণ আনুগত্য করে। তার উপর অন্যের কথাকে অগ্রগণ্য মনে করে না। আত্মসাৎ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঈর্ষা, কৃপণতা, গর্ব-অহংকার, দুনিয়ার মায়া ও নেতৃত্বের লোভ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে এমন সব আপদ, বাধা, বেড়া থেকে মুক্ত। উক্ত গুণাবলী অর্জনের জন্য পাঁচটি বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। যথা- **(ক)** তাওহীদ বিরোধী শির্ক হতে মুক্ত হতে হবে। **(খ)** সুন্নাত বিরোধী বিদআত হতে। **(গ)** মহান আল্লাহর নির্দেশ বিরোধী কামনা-বাসনা হতে। **(ঘ)** মহান আল্লাহর যিক্র বিরোধী অলসতা হতে। **(ঙ)** ইখলাস বিরোধী কুপ্রবৃত্তি হতে।

সুস্থ ক্বলবের উপকারিতা : এ প্রকার ক্বলব প্রশান্তি প্রাপ্ত। দুনিয়াতে এর কোনো ভয় নেই, আখিরাতে এর নেই কোনো চিন্তা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা ঈমানদার, ইহুদী, সাবেয়ী বা খ্রিষ্টান, তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করে এক আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[১১৫]

যাদের ক্বলব সুস্থ তারাই আল্লাহর উপর ও ঈমানের দাবীদার যাবতীয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে। আর তাদের জন্যই রয়েছে আয়াতে বর্ণিত সুসংবাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যে সৎকর্ম করে সে মু'মিন, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।"[১১৬]

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, যারা পরহেজগার এবং সৎকর্মপরায়ণ তারাই দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামত দ্বারা সফলকাম হবে। এরাই উভয় জগতের পবিত্র জীবন অর্জনকারী। ক্বলব প্রশান্তির মূলে রয়েছে হারাম প্রবৃত্তি পরিহার এবং অমূলক সন্দেহ পরিত্যাগ করা। সুতরাং যে তার ক্বলবে এ দু'টির প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে তার জন্যই উক্ত সফলতা রয়েছে। ক্বলব পরিশুদ্ধ হলে তার মধ্যে আলোর বিকাশ ঘটে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اَللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচ পাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।"[১১৭]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কারো কারো মতে مَثَلُ نُوْرِهٖ-এর ه সর্বনামটি

[১১৪] *সূরা আশ্ শু'আরা- ৮৮-৮৯।*
[১১৫] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৬৯।*
[১১৬] *সূরা আন্ নাহ্‌ল : ৯৭।*
[১১৭] *সূরা আন্ নূর : ৩৫।*

মু'মিনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অর্থাৎ- মু'মিনের অন্তরের জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেন একটি দীপাধার। সুতরাং মু'মিনের অন্তরের পরিচ্ছন্নতাকে প্রদীপের কাঁচের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।[১১৮]

আসলে মু'মিনের অন্তরে যে নূর রয়েছে, সেটা সেই নূর যা দ্বারা বান্দা তার প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে নিজেকে ধন্য করবে। এছাড়াও যখন ক্বলব আলোকিত হবে তখন চারদিক থেকে তার নিকট সকল প্রকার কল্যাণ আসতে থাকবে। যেমনিভাবে যদি কেউ যুলুম করে তবে অকল্যাণ ও বিপদের মেঘমালা সকল দিক থেকেই তার দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে ক্বলবের নূরের বিলুপ্তি ঘটে এমন অন্ধ হয়ে যায়, যে অন্ধ অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়ায়।

মোটকথা পরিশুদ্ধ ক্বলবের নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। এ প্রকার ক্বলব সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী, ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান, সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম। তার ভালোবাসা, চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছাশক্তি, মন-মানসিকতা, কাজ-কর্ম, শয়ন-স্বপন, উঠা-বসা, কথা-বার্তা সবই মহান আল্লাহর জন্য।

(২) মৃত ক্বলব (قلب ميت) **:** মৃত ক্বলব জীবিত ক্বলবের বিপরীত। ক্বলব বিদ্যমান কিন্তু নিষ্প্রাণ। যার ফলে ঐ ক্বলব দ্বারা ভালো-মন্দ কিছুই বুঝতে পারে না। আর এর আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন্ ও মানুষ। তাদের ক্বলব রয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা অনুধাবন করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তা দিয়ে দেখে না, কান রয়েছে তা দিয়ে শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল শৈথিল্যপরায়ণ।"[১১৯]

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্বলব মৃত বলে তা দিয়ে অনুধাবন করতে পারে না। আর এটা কাফিরদের ক্বলব। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

"তারা বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা বুঝে না।"[১২০]

তিনি আরো বলেন–

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

"তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা বুঝদার হৃদয় (ক্বলব) ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ হয় না কিন্তু বক্ষস্থিত ক্বলবই অন্ধ হয়।"[১২১]

উক্ত ক্বলব প্রভুর হিদায়াত পেতে অক্ষম, যে 'ইবাদতে তিনি রাযী-খুশি সে ধরনের 'ইবাদত করে না; বরং সে তার প্রবৃত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে প্রভুর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি কিছুই মনে করে না। সে সব সময় ভয়-ভীতিতে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, রাগ-গোস্বায়, ইজ্জত-সম্মানে গায়রুল্লাহর 'ইবাদতে মত্ত থাকে। যদি কাউকে ভালোবাসে ঘৃণা করে তবে প্রবৃত্তির কারণেই করে, যদি কাউকে কিছু প্রদান করে প্রবৃত্তির কারণেই করে, যদি কাউকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করে প্রবৃত্তির কারণেই নিষেধ করে। কোনো কাজই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে করে না। অবশেষে তার নিকট প্রভুর সন্তুষ্টির চেয়ে প্রবৃত্তিই শ্রেয় বলে মনে হয়। এমনকি প্রবৃত্তিই তার নেতা বনে যায়। প্রবৃত্তিই হয় প্রধান সেনাপতি, মূর্খতা তার পরিচালক, দুনিয়া অর্জনই তার অভিপ্রায়। এই শ্রেণীর লোকেরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করে দেয়। যার ফলে তারা সত্যকে সত্য হিসাবে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। কখনো কখনো সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, বিদআতকে সুন্নাত, সুন্নতাকে বিদআত হিসাবে বিশ্বাস করে থাকে। এ ধরনের ক্বলবওয়ালা ব্যক্তিরা নসীহত শুনতে চায় না। যদিও শুনে কবুল করে না। কারণ এরা শয়তানের বন্ধু বা অনুসারী। অহেতুক কথাবার্তায় এরা খুব পটু। তাতে ইসলামের পক্ষে বিপক্ষের পরোয়া করে না। এ ধরনের লোকের সাথে চলাফেরা করা ধ্বংসাত্মক ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

---

[১১৮] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ৩/৩৮৭ পৃ.।*
[১১৯] *সূরা আল আ'রাফ : ১৭৯।*
[১২০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৭১।*
[১২১] *সূরা আল হাজ্জ : ৪৬।*

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا﴾

“আর নিশ্চয়ই তিনি কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ জারি করেছেন যে, যখন আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ জাহান্নামের মাঝে মুনাফিক্ব ও কাফিরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।”[১২২]

(৩) অসুস্থ ক্বলব (قلب سقيم) : এই প্রকার ক্বলব জীবিত কিন্তু ব্যধিগ্রস্ত। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমনভাবে রোগাক্রান্ত হয়, তেমনিভাবে ক্বলবও রোগাগ্রস্ত হয়। হাতের রোগ ধরতে, পায়ের রোগ চলতে, চোখের রোগ দেখতে, জিহবার রোগ কথা বলতে যেমন বাধা দেয়, তেমনি ক্বলবের রোগ মহান আল্লাহর হিদায়াত লাভে প্রভুর প্রতি সাক্ষাতের আশা পোষণ করতে, ভালো কাজে অগ্রসর হতে, ‘ইবাদতে মনোনিবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করে। এই প্রকার ক্বলবে ঈমান ও নিফাক উভয় থাকতে পারে। যদি ঈমান, ইখলাস, মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাওয়াক্কুল দ্বারা প্রভাবিত হয় তবে সুস্থ ক্বলবের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আবার যদি কুপ্রবৃত্তি, হিংসা, তাকাববুরী, শির্ক, মন্দ কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয় তবে মৃত ক্বলবের পর্যায়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَعَرَضِ الْحَصِيْرِ عُوْدًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى تَعُوْدَ الْقُلُوْبُ عَلٰى قَلْبَيْنِ، قَلْبٌ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا- لَايَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَايُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ، وَقَلْبٌ أَبْيَضُ، لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.

“চাটাই বুননের মতো এক এক করে ফিতনা মানুষের ক্বলবে আসতে থাকে। যে ক্বলবে তা গেঁথে যায় তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে ক্বলব তা প্রত্যাখ্যান করে তাতে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়ে। এমনি করে দু’টি ক্বলব দু’ধরনের হয়ে যায়। একটি উল্টানো কালো কলসির ন্যায় হয়ে যায়। প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা গেঁথে দেয় তা ব্যতীত ভালোমন্দ কিছুই চিনে না। আর অপরটি শ্বেত পাথরের ন্যায়; আসমান ও যমিনের স্থায়িত্ব যতদিন ততদিন কোনো ফিতনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”[১২৩]

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যদি ক্বলব ভালো পথে পরিচালিত হয়, তবে তার ভবিষ্যৎ খুব ভালো। কিন্তু যদি ফিতনা-ফাসাদ গ্রহণ করে তবে সেটা হবে তার জন্য ধ্বংসাত্মক ব্যাপার। কারণ অসুস্থ ক্বলব মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ইচ্ছা শক্তির মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অবশেষে তার প্রবৃত্তি তাকে এবং তার সুষ্ঠু চিন্তা-চেতনাকে বিকল করে দেয়। এমনকি হক্বকে হক্ব না জেনে তার বিপরীত জ্ঞান করে। আর ইচ্ছা শক্তি বিকল হওয়ার কারণে সেই হক্ব বা সত্য বিষয় ঘৃণা করে যা তার জন্য উপকারী ছিল এবং এমন মিথ্যা জিনিস গ্রহণ করে যা তার জন্য ছিল বিরাট ক্ষতির বিষয়। যত অন্যায়ই তার দ্বারা হয়ে থাকে তা সে সঠিক বলেই প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু মন বার বার এই অন্যায়ের জন্য ধাওয়া করে বেড়ায়। সাময়িকভাবে হালকা ব্যথা মনের মাঝে অনুভূত হয়। ক্রমেই এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত অশোভনীয় কাজ পরিত্যাগ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রোগ বৃদ্ধি পেতেই থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا﴾

“তাদের অন্তকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।”[১২৪]

মূলত এটা মুনাফিক্বের ক্বলবেরই নামান্তর। কারণ এটা হলো সন্দেহের রোগ। আর মুনাফিক্বদের অন্তরেই সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস বিরাট আকারে দানা বাঁধে।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

[১২২] *সূরা আন্ নিসা : ১৪০।*

[১২৩] *মুসলিম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ ১৯৯২ ইং।*

[১২৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০।*

মহিলাজগৎ

একজন মুসলিম রমণীর চরিত্র যেমন হওয়া উচিত

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি, মান-সম্মান, উন্নতি-সমৃদ্ধি, নির্ভর করে তার নিজস্ব কিছু কিছু চারিত্রিক গুণাবলীর উপর। মূলত উত্তম চরিত্রই হচ্ছে জীবনের মূল ভিত্তি। যদি সেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কাউকে উত্তম চরিত্রে ভূষিত করেন তবে সকল ভালোই তিনি পেয়ে যাবেন আর যদি তা হতে বঞ্চিত হন, তবে যেন সকল প্রকার ভালো হতেই তিনি মাহরুম হয়ে গেলেন। এজন্য সর্বদা চেষ্টা-সাধনা করতে হবে ভালো ভালো কাজগুলো করতে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজিতে একটি কথা আছে–

Money lose nothing lose, Health lose something lose. But Character lose is everything lose.

এজন্য সাহাবীগণ যখন রাসূল (ﷺ)-কে ভালো কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন তখন তিনি উত্তরে বলতেন–

"আল বির্‌রু হুসণুল খুলুক।"

অর্থাৎ- "উৎকৃষ্ট কাজই হচ্ছে উত্তম চরিত্র।"[১২৫]

আবার যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় কোন গুণের কারণে মানুষ বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে? উত্তরে রাসূল (ﷺ) বললেন :

"তাক্ব অল্লাহি তা'আলা, অহুসণুল খুলুক।"

অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং উত্তম চরিত্র।"[১২৬]

উত্তম চিরত্র সম্বন্ধে রাসূল (ﷺ) বলেন :

"ইন্না মিন আহাব্বা কুম ইলাইয়্যা অস্করাবকুম মিন্নি মাজলিছান য়্যাওমাল কিয়ামাতি আহসানুকুম আখলাক।"

অর্থাৎ- "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে আছে তারাই যারা উত্তম চরিত্রে বিভূষিত। আর তারাই কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে।"[১২৭]

অবশ্য উত্তম চরিত্র গঠন করতে হলে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। সর্বদা অভ্যাস করতে হবে এবং ক্রমে ক্রমে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে উপনীত হতে পেশ করছি কিছু কিছু উত্তম চরিত্রের নমুনা। কষ্ট ও মেহনত করে যদি আমরা এ সকল গুণাবলী আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি তবেই আমরা উত্তম চরিত্রের মর্যাদা লাভ করতে পারবো ইন্‌শা-আল্লাহ। আর সফল হলেই আমরা আখিরাতে উঁচু দরজা ও মঞ্জিলে পৌঁছাতে পারবো ইন্‌শা-আল্লাহ।

(১) সবর (ধৈর্য) : ধৈর্য বা সবর তিন ধরনের– (ক) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে ধৈর্য ধারণ করা। (খ) আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখায় ধৈর্য ধারণ করা। (গ) ভাগ্যের ভালো-মন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা।[১২৮]

সবরকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন :

﴿إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।"[১২৯]

সে জন্য যিনি সকল ক্ষেত্রে সবর বা ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন আল্লাহ তা'আলা তার সকল সময়ে সহযোগিতা করবেন। এ জন্য নিজেকে সর্বদা আনুগত্যের মধ্যে বন্দী করে রাখতে হবে। যতই ক্লান্তি হোক না কেনো সর্বদা ভালো কাজগুলো করে যেতে হবে এবং সর্বদা নিজেকে যাবতীয় পাপ এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। আর সব ধরনের চারিত্রিক ক্রটি, যেমন মিথ্যা কথা বলা, খিয়ানত করা, ধোঁকাবাজি করা, অহংকার করা, আত্মম্ভরিতা, কৃপণতা, সর্বদা নিজেকে গুটিয়ে রাখা, আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকামের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা ইত্যাদি হতে নিজেকে যথাসাধ্য বিরত রাখতে হবে। যদি আমরা এগুলো হতে বিরত থাকতে পারি তাহলেই আমরা উত্তম চরিত্রের গুণে গুণান্বিত হতে পারবো, অন্যথায় নয়।

এ প্রসঙ্গে 'আত্বা ইবনু আবী রাবাহ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করছি। তিনি বলেন, একদা ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন : "এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী (ﷺ)-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী রোগ আছে। আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য একটু দু'আ করুন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে সবর করো; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ

* সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

[১২৫] সহীহ মুসলিম।
[১২৬] জামে' আত্ তিরমিযী- সহীহ।
[১২৭] সহীহুল বুখারী; জামে' আত্ তিরমিযী।
[১২৮] তাফসীর সা'দী- পৃ. ৫৬।
[১২৯] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৩।

তা'আলার নিকটে দু'আ করব। স্ত্রী লোকটি তখন বলল, আমি সবর করবো। অতঃপর মহিলাটি পুনরায় বলল, (রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়, তাই আপনি মহান আল্লাহর নিকট একটু দু'আ করুন– যেন আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়। ফলে নবী (ﷺ) তখন তার দেহ থেকে কাপড় না সরার জন্য দু'আ করলেন।"[১৩০]

(২) আত্মরক্ষা করা বা হিফাযত করা : যে সকল খারাপ কথা বা কর্ম দেখা ও শুনা যাবে তা হতে সর্বদা আত্মরক্ষা করতে হবে। খারাপ দিয়ে কখনও খারাপ কাজের মোকাবিলা করা যাবে না। খারাপকে সর্বদা সংশোধন করতে হবে ভালোর দ্বারা। যদি কেউ আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে বা অপছন্দ করে তাহলে তাদের প্রতি দয়া ও মমতা দেখাতে হবে নম্র ব্যবহার করতে হবে। কেউ যদি উচ্চঃস্বরে কথা বলে তবে নিজের স্বরকে নম্র করে উত্তর দিতে হবে। নিজেদের কথাবার্তাকে সর্বদা মার্জিত করতে হবে। এরূপ ব্যবহারের ফলেই দেখা যাবে যাদের সাথে শত্রুতা ছিল তাদের নিকট ভালোবাসার পাত্রী হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন যে,

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ○ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ﴾

অর্থাৎ- "ভালো এবং মন্দ সমান নয়। উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর করো। তখন দেখবে, তোমার এবং যার মধ্যে শত্রুতা আছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল আর যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।"[১৩১]

(৩) লজ্জা : লজ্জা ঈমানের অন্যতম একটি অঙ্গ। যার মধ্যে লজ্জাবোধ নেই, তার যেন কিছুই নেই। কারণ লজ্জার সবটুকুই উত্তম। লজ্জা যে কোনো বিষয়ে ভালো ছাড়া মন্দ কোনো কিছুই আনে না। নিজের স্বামীকে এবং পরিবারের লোকদেরকে এবং সমস্ত মানুষদেরকে লজ্জা পেতে চেষ্টা করতে হবে। ফাহেশা কোনো কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবে না। নিজের সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখতে হবে কোনোভাবেই আত্মীয় স্বজনদের সম্মুখে প্রকাশ করা যাবে না। চোখের দৃষ্টিকে হিফাযত করতে হবে, জামাকে লম্বা এবং ঢিলাঢালা করে পরতে হবে। কোনো অবস্থাতেই চুল খোলা রাখা যাবে না। ওড়না দিয়ে সর্বদা মাথা ঢেকে রাখতে হবে।

[১৩০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৫৩; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪০০।*
[১৩১] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্/ফুস্সিলাত : ৩৪-৩৫।*

(৪) নিজেকে দাতা বানাতে হবে : উদ্বৃত্ত খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও ঔষধ-এর ব্যাপারে কখনও কৃপণতা করা যাবে না। এগুলোকে উত্তম পাত্রে দান করতে হবে। স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে মাল হতে দান করতে হবে। তাতে উভয়েই সওয়াব পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

"যখন কোনো মহিলা তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে স্বামীর মাল হতে দান খয়রাত করে তখন তার অর্ধেক সওয়াব সে পাবে আর স্বামী পাবে বাকী অর্ধেক।"[১৩২]

অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ○ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ○ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾

"যে দান করবে ও আল্লাহকে ভয় করবে এবং উত্তমভাবে ঈমান আনবে, নিশ্চয়ই আমি তার সমস্ত কার্যাবলীকে সহজ করে দিব।"[১৩৩]

সুতরাং মহান আল্লাহকে সর্বদা ভয় করতে হবে দানের মাধ্যমে ঐ দান কম হোক আর বেশিই হোক। মনে করতে হবে আল্লাহ তা'আলা ভালো কাজ এবং ভালো ব্যবহারকারীদের সাথে আছেন।

(৫) সর্বদা অপরের হক্বকে বড় করে দেখতে হবে : নিজের থেকে অপরের হক্বকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি একটি উত্তম অভ্যাস। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوْا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"এবং তারা নিজেদের থেকে অন্যদের (মোহাজের) হক্বকে অগ্রাধিকার দেন যদিও তাদের ঐ সমস্ত জিনিসের খুবই দরকার। আর এমনিভাবে যারা নিজেকে কৃপণতা হতে রক্ষা করে তারাই হচ্ছে সফলকাম।"[১৩৪]

অতএব নিজে ক্ষুধার্ত থেকে, নিজে পিপাসিত থেকে অন্যদেরকে খেতে দিতে এবং পান করাতে হবে। এটা কখনও ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা মনে করলে হবে না; বরং এটাই পূর্ণতা, আর সৌন্দর্য ও সম্মানের বিষয়। *[১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

[১৩২] *সহীহুল বুখারী।*
[১৩৩] *সূরা আল লায়ল : ৫-৭।*
[১৩৪] *সূরা আল হাশ্‌র : ৯।*

আত্মগঠন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক

–মো. আরিফুর রহমান*

[তৃতীয় কিস্তি]

আমরা বিগত দুই কিস্তিতে চরিত্র শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। ওই আলোচনাগুলো ছিল স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে তা শিখবে বা অনুশীলন করবে। আমরা চেয়েছি শিক্ষার্থীরা ভালো কথা বলুক, ভালো কথা যে বলতে হবে সেই শিক্ষাটা পরিবার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উপলব্ধি করুক। মানুষ যখন ভালো কথা বলবে, সেই অনুযায়ী কাজ করবে এবং সেই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে বার বার করার ফলে অভ্যাস হিসাবে গড়ে তুলবে তখনই চরিত্র গড়ে উঠবে। একদিনে মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে না। চরিত্রবান হবার জন্য অবশ্যই ধারাবাহিক অনুশীলন দরকার। শিক্ষার্থীদের উপদেশ দিতে হবে। নিজে ভালো কাজ করতে হবে, ভালো নিয়ত করতে হবে। প্রথমে আমরা নিজেরা অনুকরণীয় আদর্শ হবো। সেই আদর্শ অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিবো। উপদেশ একটা ভালো উপায় চরিত্র গঠনের জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

“তোমরা উপদেশ দিতে থাকো কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসে।”[১৩৫]

চরিত্র শিক্ষা বিষয়ক আজকের আলোচনা থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আমরা নিজেরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে কীভাবে চরিত্রবান হবার অনুশীলন করতে পারি এবং অন্যদেরকে এই অনুশীলনের আওতায় নিয়ে আসতে পারি। আমরা এই আলোচনায় একটা কথা মনে রাখবো তা হলো চরিত্র শিক্ষা পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসের বাইরে গিয়ে শেখা যায় না। আজকের যে সেশনগুলো আলোচনা করবো তা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে মেলানোর চেষ্টা থাকবে। আমরা নিজেরা চেষ্টা করে এই রকম আলোচনা বা পদ্ধতি আরও বের করতে সক্ষম হবো ইন্‌শা-আল্লাহ।

মাসিক লক্ষ্য নির্ধারণ সেশন

আমরা অন্য আর একটি অনুশীলন ছক দেখবো। আগেই বলা হয়েছে চরিত্র গঠন এক দিনের বিষয় না। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অনুশীলনের ফসল। প্রতিটি মাসের জন্য আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি। সে অনুযায়ী কাজ করলে সফলতা আসবে। গবেষণায় দেখা গেছে যারা শুধু বলে বা মনে মনে রাখে আমরা এ এই কাজগুলো করবো তাদের থেকে ৫০-১০০% বেশি লক্ষ্য অর্জন করতে পারে যারা তাদের লক্ষ্য লিখে রাখে এবং তা ধরে ধরে কাজ করে। এই লক্ষ্যকে তিন ভাগে ভাগ করে অনুশীলন করা যেতে পারে। আমাদের পড়ার টেবিলের সামনে এই লক্ষ্যগুলো লিখে রাখতে পারি। ধীরে ধীরে সেগুলো অনুশীলন করবো। একটা একটা করে লক্ষ্য ধরে তাতে সফলতা অর্জন করে অন্য লক্ষ্য অনুশীলন করতে পারি। আমরা ইচ্ছা করলে এক সাথে কয়েকটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেও কাজ করতে পারি।

শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য

▪ কাজে লেগে থাকা ▪ ভালো শ্রোতা হওয়া ▪ নিয়মিত হোমওয়ার্ক করা ▪ ভালো পাঠক হওয়া ▪ হাতের লেখার উন্নতি ▪ নিজের কাজের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হবো ▪ ভালো কলেজে ভর্তি হবো ▪ ভালো একটা চাকরি করবো যা আমি চাই ▪ নির্দেশ মান্য করবো ▪ স্কুলের আইন-কানুন মেনে চলবো ▪ সবকাজে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

শিক্ষার্থীদের সামাজিক লক্ষ্য

▪ সুন্দর ভাই/বোন হতে চাই ▪ আমার আচরণ ইতিবাচক পরিবর্তন করবো ▪ নতুন বন্ধু তৈরি করবো ▪ খেলাধুলায় একজন ভালো টিমমেম্বার হবো ▪ পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করবো ▪ পিতামাতার নিকট ভালো সন্তান হবো ▪ সবার নিকট সত্যবাদী হতে চাই ▪ রাগ নিয়ন্ত্রণ করবো ▪ অন্যরা কথা বললে মনোযোগ দিয়ে শুনবো ▪ মানুষের প্রতি সহায়ক হবো।

---

* *আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার।*

[১৩৫] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৫৫।*

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য

▪ ভিন্ন ভাষা শেখবো ▪ নিজের পছন্দের খেলাধুলা নিয়মিত অনুশীলন করবো ▪ স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাবো ▪ বড়দের নিকট আরও স্নেহের যোগ্য হবো ▪ আরও বেশি ভালো কাজ করবো ▪ আরও কম সময় ধরে টেলিভিশন/মোবাইল দেখবো ▪ দান সাদাক্বার পাশাপাশি টাকা জমানো শুরু করবো আজ থেকেই ▪ পরিবারকে আরও বেশি সময় দিবো ▪ খারাপ কাজ থেকে বিরত থেকে আরও ভালো কাজ করবো ▪ বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নে নানারকম কাজ শিখবো ▪ ফেইসবুক/ইউটিউব/টিকটকে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও কম সময় দিবো।

অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় উন্নতি এবং ভালো ফলাফল করতে সহায়তা করবে। ব্যক্তিগত লক্ষ্য সে যা হতে চায় তা তৈরিতে সহায়ক হবে এবং সামাজিক লক্ষ্য অন্যদের সাথে কীভাবে মিশবে সে দক্ষতাসহ সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

বাড়ির কাজে চরিত্র (Homework in Character)

পড়ালেখার পাশাপাশি যোগাযোগ এবং সামাজিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এখানে কিছু অনুশীলনের কথা বলা হচ্ছে। আশা করি, শিক্ষার্থীরা এগুলো অনুশীলন করবে। একজন পরিপূর্ণ মানুষ তৈরিতে এই অভ্যাসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

▪ মানুষ আছে এমন কক্ষে প্রবেশের পূর্বে সালাম জানানো বা নক করা ▪ প্রয়োজনে 'স্যার' বা 'ম্যাম' বলার অভ্যাস করা ▪ যাঝাকাল্লাহু খায়রান বা 'ধন্যবাদ' বলার অভ্যাস করা ▪ বিনয়ী বা ভদ্র হওয়া ▪ যখন কেউ তোমার সাথে কথা বলে মনোযোগ দিয়ে শোনা ▪ মুসাফাহ করা (এ সময় তার নাম বা স্যার বলে ডাকা, চোখে চোখ রাখা এবং হাতে হালকাভাবে চাপ দেওয়া) ▪ মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলা ▪ ফোনে কথা বলার সময় ভদ্রভাবে কথা বলা ▪ কৃতজ্ঞ থাকা।

মনে রাখা দরকার- Gratitude is the best Attitude।

খাবার টেবিলে চরিত্র শিক্ষা (Dining Table Manner in Character)

আমরা সব ক্ষেত্র থেকেই চরিত্র গড়ে তোলার অনুশীলন করতে পারি। ছোট ছোট অভ্যাস আমাদের চরিত্র গঠন করে। খাবার টেবিলেও আমাদের কিছু ভালো অভ্যাস অনুশীলন করতে হবে। এই অভ্যাসগুলো তোমাদের চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দান করতে সহযোগিতা করবে। তোমরা হয়ে উঠবে পুরো প্রফেশনাল মানুষ।

▪ বিস্‌মিল্লা-হ বলে খাওয়া শুরু করা ▪ খাবার পাত্র থেকে নিজের দিক দিয়ে খাবার গ্রহণ ▪ মুখ ভর্তি করে খাবার না খাওয়া ▪ একসাথে বসলে একসাথে খাবার খাওয়া শুরু করা ▪ খাবার টেবিলে বসে মুখে পানি নিয়ে গড় গড় না করা ▪ দাঁত না খোঁচানো ▪ ঢেঁকুর না তোলা ▪ কাশি দিলে টিস্যু ব্যবহার করা।

ইসলামিক পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণ বা খাবার গ্রহণের আদব কায়দা মেনে চলার মতো উত্তম আর কিছু নেই। আমরা ইসলামিক পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণ পদ্ধতি শিখে নিবো। যাদের জানা রয়েছে তারা তা অনুশীলন করবো।

চরিত্রে কিছু করণীয় ও বর্জনীয় (Some Does and some Don'ts in Character)

▪ বিনা কারণে কারোর বয়স জিজ্ঞাস না করা।

▪ বেতন না জানতে চাওয়া।

▪ রোগব্যাধির কথা বিনা প্রয়োজনে না জানতে চাওয়া।

▪ কারোর পাশের জনের পরিচয় না জেনে পরিচয় ধরে ডাকা থেকে বিরত থাকবো। যেমন সাথে মেয়ে আছে আমরা বললাম আপনার নাতি তো অনেক সুন্দর!

▪ কথা বলার পূর্বে আমরা খেয়াল করবো কথা বলার মাধ্যমে আমরা কী অর্জন করতে চাই? এতে আমার লাভ কী? এই কথা বললে আমার কী কী উপকার হবে। আসল কথা হলো- কথা ফালতু কথা, অতিরিক্ত কথা থেকে আমরা বিরত থাকবো। যেমনটি আল্লাহ মু'মিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন,

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ﴾

"তারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে।"[১৩৬]

[১৩৬] *সূরা আল মু'মিনূন : ৩।*

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট মু'মিন হওয়া থেকে আর কী উত্তম হতে পারে আমাদের জন্য? আর মু'মিনরা তো নিঃসন্দেহে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

আমরা নিজেরা আলোচনা করে, একে অপরের নিকট প্রশ্ন করে চরিত্র শিখতে পারি। আমরা স্কুলে, মক্তবে বা পরিবারে এবং পরিবারের বাইরে কোনো মিটিংয়ে ব্রেইনস্টরমিং সেশনে অংশ নিতে পারি। এখানে কয়েকটি নমুনা দেখানো হলো।

Brainstorming in Character-1

শিক্ষকবৃন্দ একদিনে এই চ্যাপ্টার শেষ করবেন না। ধারাবাহিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে প্রতিটি ক্লাসে চরিত্রবান্ধব একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে লক্ষ্যিত দলগত আলোচনার মাধ্যমে (FGD) বিভিন্ন উত্তর জানার চেষ্টা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, শিক্ষার্থীরা এ সম্পর্কে ভাবতে শিখুক। ভালো এবং মন্দ চরিত্রের পার্থক্য বুঝতে শিখুক।

▪ চরিত্র কী?

▪ তুমি একজনকে শ্রদ্ধা করো এমন মানুষের কথা চিন্তা করো। কেন তুমি তাকে শ্রদ্ধা করো? কোন্ গুণাবলির জন্য তাকে শ্রদ্ধা করো?

▪ একজন মানুষ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন তবুও লোকে তাকে সম্মানের সাথে স্মরণ করেন। কেন করে? তার কর্মের জন্য?

▪ তার কর্মের মধ্যে কোন্ গুণাবলি দেখা যায় যাতে করে তার পক্ষে সে কর্ম করা সম্ভব হলো?

▪ তুমি কি বড় হতে চাও? তুমি কি মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে চাও? তাহলে কোন্ গুণগুলো তোমার জীবনে প্রতিফলিত হওয়ার দরকার?

▪ তুমি যে রোজ স্কুলে আসো তাতে তোমার কোন্ গুণটি প্রকাশ পায়?

▪ তুমি যে ক্লাসে মনোযোগ দাও তাতে কোন্ গুণ প্রকাশ পায়?

▪ তুমি যখন খেলাধুলা করো কোন্ গুণগুলো তাতে ব্যবহার হয়?

▪ একজন ফুটবল খেলোয়াড় যখন একটি বল মেরে পাঠায় তার মধ্যে কোন গুণগুলো ব্যবহৃত হয়?

▪ একজন ব্যাটসম্যান যখন বলটি মেরে চার বা ছয় পান তখন তার ভেতর কোন গুণগুলো প্রকাশ পায়?

▪ একটি টিমে কাজ করার জন্য টিম সদস্যদের কী কী গুণ প্রয়োজন হয়?

▪ চরিত্র কি স্বভাবজাত? চরিত্র কি অর্জন করা যায়? তুমি কি মিষ্টি দেখলেই খেয়ে ফেলো? তুমি কি সংযম দেখাতে পারবে? যদি তুমি সংযম দেখাতে চাও তাহলে তোমাকে বার বার চেষ্টা করতে হবে। একইভাবে গুণাবলি অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

Brainstorming in Character-2

▪ মানুষ তার নিজের প্রতিই যত্নশীল থাকবে। অন্যের সমস্যায় মাথা ঘামানোর দরকার নেই-তুমি কী মনে করো?

▪ প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক আমাকে একজন ভালো মানুষ হতে সাহায্য করে –তুমি কী মনে করো?

▪ কোন যায়গায় তুমি সব চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করো? তুমি যেক্ষেত্রে বেশি সময় ব্যয় করো তা কি তোমার জন্য কল্যাণকর? এতে কি তোমার বাবা-মা বা শিক্ষক/অভিভাবকরা সন্তুষ্ট?

▪ একজন মানুষ অপরাধ করেছে। দুইজনকে দোষারোপ করা হচ্ছে। তুমি জানো অপরাধি তোমার বন্ধু। তুমি কাকে অপরাধী হিসেবে সাক্ষী দিবে?

▪ তোমার বন্ধু তোমাকে একটা নোট ধার দিয়েছে। তুমি সেটা হারিয়ে ফেলেছো। বন্ধুকে কী বলবে? তুমি কোনো নোট নেওনি?

▪ তুমি নিজেকে যেমনটি শ্রদ্ধা করো অন্যকে কি তেমনটি করো?

▪ তুমি শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হলে সবার শেষে তখন ফ্যানগুলো চলছিল। সেগুলোর সুইচ তুমি বন্ধ করবে নাকি বলবে এটা আমার দায়িত্ব না।

▪ তুমি নিজ পরিবারের শিশুদের প্রতি যেমন যত্নশীল প্রতিবেশির শিশুর ক্ষেত্রে কি তাই?

▪ রাস্তার ধারে সরকারি বাতিটা খুলে কি আমি বাড়িতে নিয়ে যাবো কেউ দেখতে না পেলেও?

আমরা আজ যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম তা আরও বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হওয়া দরকার। সব শিক্ষার্থীর মাঝে এগুলো ছড়িয়ে পড়লে চরিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে। উপদেশ দানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ভাবার সুযোগ দিতে হবে। তারা নিজেরাই যেন উপলব্ধি করতে পারে কোনটি প্রত্যাশিত এবং কোনটি অপ্রত্যাশিত। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ্]*

নিভৃত ভাবনা

কুরবানীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে

–মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)*

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অনুগত হয়ে নিজের মনের হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ, অভিমানসহ সব কুপ্রবৃত্তি দমন করার জন্য পবিত্র ও হালাল পশু মহান আল্লাহর নামে জবাই করার নাম কুরবানী। কুরবানী করার পর মুসলমানের মন পরিষ্কার ও সুন্দর হয়। গরিব-দুঃখী ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কোরবানীর মাংস বিতরণের ফলে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়, একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে বান্দা মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। কুরবানীর মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। সমাজে মহান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রেরণা তৈরি হয়। মানুষ যত বড় পশুই কুরবানী করুক না কেন, এর মাংস ও রক্ত মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; বরং পৌঁছায় মনের অবস্থা, কুরবানীদাতা পশু জবাইয়ের সময় মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছেন কিনা এবং পশু কেনার সময় একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি মনে ছিল কিনা!

কুরবানী মুসলিম সমাজের একটি ঐতিহ্যগত 'ইবাদত। যুগ যুগ ধরে পুরো বিশ্বের মুসলিম সমাজ কুরবানী দিয়ে এসেছে। ঈদের দিনগুলোয় বিশ্বে লাখো কোটি পশু কুরবানী হচ্ছে। আল্লাহপাক এর মধ্যে বরকত রেখেছেন। কুরবানী সম্পর্কে মিখজাফ ইবনু সালিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

"আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে সমবেত লোকদের সম্বোধন করে এ কথা বলতে শুনেছি, 'হে লোক সব! তোমরা জেনে রাখো, প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর প্রতিবছরই কুরবানী করা কর্তব্য। আর যার সামর্থ্য নেই, তাদের ওপর কুরবানী কর্তব্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর এমন কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না– যা তার সাধ্যের বাইরে।"[১৩৭]

বুঝা গেল, কুরবানী করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিবছরই কুরবানী করেছেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনার ১০ বছর জীবনের প্রতিবছরই কুরবানী করেছেন'।[১৩৮]

কুরবানীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর স্মৃতি। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ত্যাগের পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্বে নিজের সন্তানের গলায় ধারালো খঞ্জর চালিয়েছিলেন। তার এ আত্মত্যাগ আল্লাহর কাছে এতই প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব সামর্থ্যবান মুসলমানের ওপর সেই ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর স্মৃতির অনুশীলনে কুরবানী করা ওয়াজিব।

একবার সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! কুরবানীর তাৎপর্য কী?' রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'কুরবানী করা তোমাদের ধর্মীয় পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাত।' সাহাবায়ে কিরাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতে আমাদের জন্য কী সওয়াব রয়েছে?' নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব হবে এবং কুরবানীর দিন আল্লাহর কাছে পশু জবাই অপেক্ষা অন্য কোনো 'আমল বেশি পছন্দনীয় নয়'।[১৩৯]

কিয়ামতের দিন কুরবানীকৃত প্রাণী তার লোম, ক্ষুর ও শিংসহ উপস্থিত হবে। তার রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা মহান আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়। কুরবানী শুধু একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের জন্যই করা হয়। কেননা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"তুমি তোমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যেই নামায পড়ো ও কুরবানী করো।"[১৪০]

﴿لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

"মহান আল্লাহর কাছে আমাদের কুরবানীর মাংস ও রক্ত পৌঁছায় না; বরং তোমাদের অন্তরের তাক্বওয়া এবং পরহেজগারি পৌঁছে থাকে।"[১৪১]

তাই কুরবানী করার আড়ালে যদি মাংস খাওয়া, লৌকিকতা অথবা এরূপ কোনো হীনস্বার্থ জড়িত থাকে– তা হলে সম্পূর্ণ কুরবানী বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফলে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

কুরবানী নিছক পশু জবাই নয়; মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে যে অহংবোধের হীনমন্যতা, তা বিসর্জন দিয়ে সর্বশক্তিমান

** লেখক ও কলামিস্ট; **শিক্ষক**, মিল্লাত উচ্চ বিদ্যালয়, বংশাল, ঢাকা।*

[১৩৭] জামে' আত্ তিরমিযী।

[১৩৮] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫০৭।

[১৩৯] মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৬০।

[১৪০] সূরা আল কাওসার : ৮।

[১৪১] সূরা আল হাজ্জ : ৩৭।

মহান আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়াই কুরবানীর শিক্ষা। কুরবানী শুধু পশু জবাই করার নাম নয়। নিজের পশুত্ব, ক্ষুদ্রতা, নীচুতা, স্বার্থপরতা, হীনতা, দীনতা, আমিত্ব ও অহঙ্কার ত্যাগের নাম কুরবানী। পশুর রক্ত বা মাংস নয়, তাঁর কাছে পৌঁছে বান্দার তাক্বওয়া। এজন্য রাব্বুল আলামিন কুরআনে কারীমে বারবার ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরবানীকে উল্লেখ করেছেন ত্যাগের নিদর্শনরূপে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর ঘোষণা–

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

“আমি তোমাদের জন্য কুরবানীর উটগুলোকে আল্লাহর নিদর্শনের অন্যতম করেছি, যাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান পশুগুলোর ওপর তোমরা আল্লাহর স্মরণ (বিস্‌মিল্লা-হ বলে কুরবানী) করো। আর যখন কাৎ হয়ে পড়ে, তখন সেগুলো থেকে খাও। আর আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবী ও ভিক্ষাকারী অভাবগ্রস্তকে। এভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি; যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।”[১৪২]

সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের উৎস মহান আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী জীবন গড়ার মধ্যেই রয়েছে কুরবানীর মাহাত্ম্য। কুরবানী থেকে শিক্ষা নিয়ে সারা বছরই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় নিজ সম্পদ অন্যের কল্যাণে ব্যয় করার মনোভাব গড়ে উঠলে বুঝতে হবে কুরবানী স্বার্থক হয়েছে। আর না হয় এটি নামমাত্র একটি ভোগবাদী অনুষ্ঠানই থেকে যাবে চিরকাল।

বর্তমান সময়ে দেখা যায়, কুরবানীর ঈদ কেন্দ্র করে শুধু নিজের গৌরব বা ক্ষমতা দেখানোর মানসিকতা। কে কত বড় ও দামি গুরু কিনবে, এটি নিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। গরুর গলায় মালা ঝুলিয়ে রাস্তায় ঘোরানো ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি পোস্ট করার হিড়িক পড়ে যায়। আর এটিকে বলে প্রদর্শনেচ্ছা বা লোক দেখানো ‘ইবাদত। এ কারণে কুরবানী করার পরও মানুষের মনের কোনো পরিবর্তন হয় না; বরং আগের তুলনায় হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। আর এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরবানী মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে না। এতে কুরবানীর প্রধান উদ্দেশ্যই হাতছাড়া হয়ে যায়। ❑

[১৪২] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৬।*

রসুলপুর এলাকায় জমঈয়তের...

[৩৯ পৃষ্ঠার পর]

এছাড়াও রসুলপুর এলাকার জমঈয়ত ও শুব্বানের দায়িত্বশীলবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থাপনায় ছিলেন গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুস শাফী মিয়া।

জরুরি পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মাদরাসা দারুল হাদীস, পুরাতন বাঁশ বাজার, শিবরামপুর, পাবনা এর জন্য অধ্যক্ষ আবশ্যক। তাই উল্লিখিত পদে আগ্রহী প্রার্থীগণের নিকট থেকে নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে আবেদন করার জন্য আহ্বান করা হলো।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. আবেদকারীকে অবশ্যই দাওরায়ে হাদীস পাশ হতে হবে। সেই সাথে আরব বিশ্বের যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ ডিগ্রীধারী প্রার্থীকে অথবা কামিল পাশ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২. প্রার্থীকে অবশ্যই সালাফী ‘আক্বীদায় বিশ্বাসী হতে হবে এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে।

৩. মনোনীত অধ্যক্ষ সাহেবকে আবাসিক সুবিধাসহ আলোচনা সাপেক্ষে বেতন নির্ধারণ করা হবে।

৪. আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষ পদে কমপক্ষে ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৫. আবেদনপত্রের সাথে সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের ৩ কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জীবনবৃত্তান্ত সংযুক্ত করতে হবে।

৬. প্রার্থীর বয়স অনুর্ধ্ব ৫৫ বছর হতে হবে।

৭. আগ্রহী প্রার্থীকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সভাপতি অথবা সেক্রেটারি, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস, পুরাতন বাঁশ বাজার, শিবরামপুর, পাবনা বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদন করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আবেদনপত্র বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা : মাদরাসা দারুল হাদীস

পুরাতন বাঁশ বাজার, শিবরামপুর, পাবনা।

☎ ০২৫৮৮৮৪৫২৫০, ✆ ০১৭১১-৫২৪১৯৫, ০১৭৮৯-৩১৭১২৩ ই-মেইল : mdhpbd@gmail.com

কবিতা

দৃষ্টিতে সব সৃষ্টি তোমার

মোল্লা মাজেদ*

দৃষ্টিতে সব সৃষ্টি তোমার বড়োই সু-মহান
নিদ্রা ভেঙে জেগেই শুনি প্রভাত পাখির গান।
স্বপ্ন বিভোর রাতের শেষে
ঘুমের লগন টুটায় কে সে
বাউল বাতাস জাপটে এসে
শোনায় মধুর তান;
দৃষ্টিতে সব সৃষ্টি তোমার বড়োই সু-মহান

চক্ষু দিলে দেখতে তোমার সৃষ্টি অফুরান
হৃদয়টারে বুঝতে দিলে যা করেছ দান
আল্লাহ তা'আলা তুমিই মেহেরবান।
সেজদা তোমার চরণ তলে
তসবি জপি এই নিরালে
প্রেমের সুধা আমার গলে
পবিত্র কুরআন;
দৃষ্টিতে সব সৃষ্টি তোমার বড়োই সু-মহান।

দাও নিয়ামত

মো. গিয়াসউদ্দিন*

হে আল্লাহ! অন্তরে দাও মোদের ভালোবাসা,
মনোমালিন্য করো দূর জাগাও মনে আশা।
হিদায়েত দাও তুমি শান্তি করো প্রদর্শন,
জুলুম করো দমন, আশা করো জাগরণ।

দূর করো অশ্লীলতা প্রকাশ্য আর গোপন,
অস্থিরতা অপকর্ম সব করো নিরসন।
তোমার নিয়ামতের করি মোরা শোকর গুজার,
সকল নিয়ামত দাও হে পরওয়ারদিগার!

চক্ষু কর্ণ অন্তঃকরণে দাও রহমত,
স্ত্রী পুত্র স্বজন পরিজনে দাও বরকত।
তোমার দয়ায় খেয়ে পরে আছি মশগুল,
ক্ষমা করো গুনাহ মোর দু'আ করো কবুল।

হে আল্লাহ! দাও শক্তি সাহস রাখো অটল,
সৎ কাজে হক্ব পথে থাকি যেন অবিচল।
হাজার শোকর তব দাও অনেক নিয়ামত,
দাও মোরে শক্তি, ভালো করে করি 'ইবাদত।

দাও হিম্মত বিপদ আপদে করি সবর,
সকল নিয়ামতের তোমার করি শোকর।

আমাদের এ জমিনে দাও সুন্দর ফসল,
নানান রঙের গাছ গাছালি সুস্বাদু ফল।

যা দিয়েছ তা থেকে কখনো করোনা বঞ্চিত,
যা দাওনি তার জন্য যেন না হই বিব্রত।

** রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
** ৭০২, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।*

মুসলিম ঐক্য

মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম সেলিম*

নেই তোমার সাথে মোর কোনো শত্রুতা,
নেই জমিজমা নিয়ে কোনো রকম বিরোধ,
এসো মু'মিন মুসলমান সবাই করি ভ্রাতৃত্ব
ছেড়ে দাও সব বিভেদ, ছাড়ো সব একাকিত্ব।
চেয়ে দেখো বিশ্ব ভবন, চেয়ে দেখো ইহুদী-খ্রিষ্টান
কতো কলাকৌশল করে, করছে নিধন মুসলমান।
ঐক্যের স্লোগান মুখে মুখে নয়, করো কর্মে বাস্তবায়ন
মুসলিম তুমি দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হও আগুয়ান।
বিশ্বের দিকে করো দৃষ্টিপাত, থাকো মুসলিম হুঁশিয়ার,
মুসলিমের বন্ধু সেজে, করবে মুসলিম নিধন
করবে তারা বিশ্বের বড়ো বড়ো উন্নত তৈরি হাতিয়ার।
ফাতাওয়াবাজি বন্ধ করো, দূর করো অনৈক্য
জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করে হও সবে ঐক্য।
থাকবে তুমি এই ভুবনে একজন পথিক হয়ে
ডাক দিবেন যখন প্রভু মোরে, থাকবো সেথায় রয়ে।
ক্লান্তি হতাশা দূর করো, মনে কর শক্তি সঞ্চয়,
মুসলিম তুমি বীরের জাতি, থাকবে না অন্তরে ভয়।

রহমতের কুরআন

আব্দুল্লাহ আল শাহারিয়ার

প্রিয় কিতাব কুরআন মজিদ আল্লাহ তা'আলার কালাম,
বেশি করে পড়ব একে, মনে পাব সালাম।

২৩ বছরে নাজিল হয় প্রিয় নবীর কাছে,
ভালো হওয়ার সকল বাণী এই কিতাবে আছে।

জিব্রাঈল নিয়ে আসতো এই রহমতের বাণী,
আল্লাহ তা'আলা নিজেই রক্ষা করেন এই বইখানি।

মানবে যারা এর নির্দেশ পাবে তারা শান্তি,
তখন তাদের পরকালে থাকবে না কোনো ক্লান্তি।

তাইতো মোরা বুঝবো কুরআন, পড়ব মনে প্রাণে,
তাক্বওয়া নিয়ে হাজির হব আল্লাহ তা'আলার শানে।

** এম. এ. গালিব ট্রেডার্স, লালবাগ, দিনাজপুর।*

জমঈয়ত সংবাদ

শেরপুর জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল

গত ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার শেরপুর জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুর জেলার অন্তর্গত নকলা উপজেলাধীন কাজাই-কাটা বড়বাড়ি আহলে হাদীস জামে মসজিদে সকাল ১০টায় অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শেরপুর জেলার জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মো. মাজহারুল আলম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুর রহমান মাদানী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. গোলাম রব্বানী (চেয়ারম্যান) ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কাউন্সিল অধিবেশনে আগত জেলার প্রতিটি ইলাকা জমঈয়তের সভাপতি, সেক্রেটারি ও সুধীজনের সাথে দীর্ঘ পরামর্শের ভিত্তিতে শেরপুর জেলা জমঈয়তের নতুন সাংগঠনিক সেশনের কমিটি গঠন করেন। এই মর্মে শেরপুর জেলা জমঈয়তের সাবেক সভাপতি মাওলানা মো. মাজহারুল আলমকে সভাপতি ও সাবেক সেক্রেটারি মো. আব্দুল কাদিরকে সেক্রেটারি করে ৩৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়াও জমঈয়তের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির লক্ষ্যে আর্থিক ও সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে অতিথিবৃন্দের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দানের মাধ্যমে কাউন্সিল অধিবেশনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির সাতক্ষীরা সফর

গত ২০ মে, শনিবার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়ত কর্তৃক প্রস্তাবিত মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পথিমধ্যে তিনি নবনির্মিত কলারোয়া উপজেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ কমপ্লেক্স ও ঝাউডাঙ্গা সালাফিয়া হেফজ মাদ্রাসা ও ইয়াতিমখানা পরিদর্শন করেন। তাৎক্ষণিক মসজিদ কমপ্লেক্সে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে স্থানীয় দায়িত্বশীলদের সাথে মাননীয় সভাপতি মতবিনিময় করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মসজিদ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের, সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

অতঃপর মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি সাতক্ষীরা সালাফিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের শুভ উদ্বোধন করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের সভাপতি উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুল গফুর, উপদেষ্টা ড. এএসএম আজিজুল্লাহ, জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুর রহমান প্রমুখ।

রসুলপুর এলাকায় জমঈয়তের তাবলীগী কর্মসূচি

গত ০২ জুন, শুক্রবার রসুলপুর এলাকা (সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা) জমঈয়তের ১০টি আহলে হাদীস মসজিদে গাইবান্ধা জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের দায়িত্বশীলবৃন্দ খুতবাহ্ প্রদান প্রদান করেন। এরপর বিকাল ৩টায়, রসুলপুর এলাকা জমঈয়ত ও রসুলপুর এলাকা শুব্বানের উদ্যোগে রসুলপুর ঈদগাহ ময়দান কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারী অধ্যাপক মাওলানা আব্দুস সামাদ আজাদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের দপ্তর সম্পাদক আলহাজ্জ মো. মুজিবুর রহমান, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক হাফেয মাওলানা নুরুল ইসলাম, পলাশবাড়ি এলাকা জমঈয়তের সভাপতি ডা. শামছুজ্জোহা মিয়া, দামোদরপুর এলাকা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা এনছার আলী, জেলা জমঈয়তের তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান খান, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল হাই, জেলা শুব্বানের সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রাইহানুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মাওলানা মাহফুজুর রহমান। *[৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

শুব্বান সংবাদ

ঢাকা-মানিকগঞ্জ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল

গত ২০ মে শনিবার শরীফবাগ কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে ঢাকা-মানিকগঞ্জ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শুব্বান সভাপতি আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে, সকাল ৯টায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ মামুন-এর সঞ্চালনায় অধিবেশন শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-মানিকগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ বাশির উদ্দিন আহমদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ ড. মো. ফায়জুল আমীন সরকার মাদানী, জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল-২ শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মাওলানা নজরুল ইসলাম, সৌদি আরবের ইসলামী সেন্টারের সাবেক দাঈ শাইখ মো. মোশাররফ হোসেন, জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি মাওলানা নূরুল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের দাঈ শাইখ মাহমুদুল হাসান, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি হাফেজ জাহিদ হাসান প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ আলী আক্কাস, জেলা শুব্বানের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি পুরাতন কমিটি বিলুপ্ত করে মুহাম্মদ আফজাল হোসেনকে সভাপতি ও মুস্তাফিজুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করেন। সভাপতি আব্দুর রউফ-এর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সখিপুর উপজেলায় শুব্বানের তাবলীগী সফর

কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে এবং টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানীর নেতৃত্বে এক দাওয়াহ ও তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। এ সফরে সখিপুর উপজেলার ১২টি মসজিদে সফরকারী শুব্বান নেতৃবৃন্দ জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। বাদ আসর সখিপুর আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে স্থানীয় জমঈয়ত ও শুব্বান নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৯ মে শুক্রবার কেন্দ্রীয় শুব্বানের দাওয়াতী সফর যাত্রাবাড়ির জমঈয়ত ভবন থেকে টাঙ্গাইলের সখিপুরের উদ্দেশ্যে সকাল ছয়টায় শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ইছাদিঘী আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সকালের নাস্তার পর কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি খতীবদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক মসজিদের জন্য সৌদি আরবের ছাপা একসেট তাফসীর, দুআর বই, শুব্বানের চাবির রিং, ফরয সলাত পর পঠনীয় আযকার (ফেস্টুন) প্রদান করা হয়।

বাদ আসর সখিপুর আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে উপজেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা ইব্‌রাহীম খলিলুল্লাহ'র সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের তথ্য-প্রযুক্তি সম্পাদক হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ গাজীর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে কেন্দ্রীয় সভাপতি ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন শাইখ ডা. খোরশেদুল আলম মোরশেদ, মাওলানা বায়েজিদ, মাওলানা তোফায়েল আহমদ, ইঞ্জিনিয়ার শরীফুল ইসলাম, ইমাম হাসান মাদানী, আব্দুল ওয়াদুদ গাজী, রায়হান কবির, মুহাম্মদ রবিউল্লাহ, আব্দুল কাদের, নাসির উদ্দীন প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সখিপুর উপজেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক ড. আব্দুল্লাহ আল মানসুর।

বিবদমান দু'জনের মাঝে মীমাংসার প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রতি (সপ্তাহ) সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত রাখা হয়। যে আল্লাহর সাথে শিরক করে না, এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়– তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যার সাথে তার ভাইয়ের দুশ্মনী, মনোমালিন্য ও বিবাদ রয়েছে। (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হয়– তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। *–সহীহ্ মুসলিম- মা. শা., হা. ৩৫/২৫৬৫*

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

কোমল পানীয় : শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর

ঘরে-বাইরে অসহ্য গরম। এ সময় কোমল পানীয় খাওয়ার চাহিদা বাড়ে। বাইরে বেরোলে ঠান্ডা ঠান্ডা কোমল পানীয় প্রচুর খাওয়া হয়। তবে কোমল পানীয় খেয়ে হয়ত সামান্য সময়ের জন্য স্বস্তি পাচ্ছেন। তবে ডেকে আনছেন ভয়াবহ শরীরিক ক্ষতি। অতিরিক্ত ঠান্ডা পানীয় পান করলে শরীরের অনেক ক্ষতি হয়।

কোমল পানীয় ছোট-বড় সবার জন্য ক্ষতিকর। শিশুদের এই ঠান্ডা পানীয় থেকে দূরে রাখাটাই ভালো।

চিনি দিয়ে বা কৃত্রিম মিষ্টি দিয়ে তৈরি কোমল পানীয় আগাম মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ এসব খাবারের কারণে হৃদরোগ এবং কয়েক ধরনের ক্যান্সারের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। *[খবর বিবিসি]*

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির টিএইচ চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথ পরিচালিত নতুন একটি গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

গত ৩০ বছর ধরে চালানো গবেষণাটির ফলাফল গতমাসে প্রকাশিত হয়। সারা বিশ্বের ৩৭ হাজার পুরুষ এবং ৮০ হাজার নারীর ওপর ওই গবেষণাটি পরিচালিত হয়।

এতে দেখা গেছে, চিনি দিয়ে তৈরি কোমল পানীয় পানের কারণে অন্য কোনো কারণ ছাড়াই তাদের আগাম মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে গেছে।

গবেষণা বলছে, ওই জাতীয় পানীয় যত বেশি খাওয়া হবে, তাদের মৃত্যু ঝুঁকিও ততই বেড়ে যাবে।

গবেষক ও প্রধান লেখক ভাসান্তি মালিক এক বিবৃতিতে বলেছেন, যারা মাসে একবার এরকম চিনি দিয়ে তৈরি পানীয় পান করে, তাদের তুলনায় যারা চারবার পর্যন্ত পান করে, তাদের আগাম মৃত্যুর ঝুঁকি ১ শতাংশ বেড়ে গেছে।

যারা সপ্তাহে দুই থেকে ছয়বার পান করে, তাদের বেড়েছে ৬ শতাংশ, আর যারা প্রতিদিন এক থেকে দু'বার চিনির পানীয় পান করে তাদের বেড়েছে ১৪ শতাংশ।

প্রতিদিন যারা দুইবারের বেশি এ ধরনের চিনি দিয়ে তৈরি পানীয় পান করে তাদের আগাম মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়েছে ২১ শতাংশ।

ওই গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা চিনি দিয়ে তৈরি পানীয় খেয়েছেন, তাদের আগাম হৃদরোগ এবং কিছু ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

এটা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক এই কারণে যে, সারা বিশ্বে এখন কোমল পানীয় পানের প্রবণতা বাড়ছে।

এখন জেনে নেই কোমল পানীয় কীভাবে আমাদের ক্ষতি করছে–

১. কোমল পানীয় হৃদরোগ ও ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

২. কোমল পানীয় নারীদের গর্ভধারণের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অতিরিক্ত চা বা কফির মতোই কোমল পানীয় গর্ভধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৩. কোমল পানীয়তে থাকা কার্বন মনো অক্সাইড শরীরের বিভিন্ন কোষগুলোতে প্রবেশ করে। ফলে অনেকটাই গর্ভধারণের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৪. কোমল পানীয় সুস্বাদু করে তোলার জন্য এক ধরনের মিষ্টি জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়। যা মানুষের শরীরে থাকা স্বাভাবিক প্রজননের গুণগুলোকেও নষ্ট করে দিতে পারে।

৫. ওজন বৃদ্ধি বা মোটা হওয়া মানে শুধু দেখতে খারাপ বা শারীরিক অস্বস্তিকর ব্যাপারই নয়, এটি নানাবিধ শারীরিক সমস্যাও তৈরি করে। মোটা হওয়ার সঙ্গে কোমল পানীয় বা সফট ড্রিংকসের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে।

৬. কোমল পানীয়ে প্রচুর পরিমাণ চিনি থাকে। ফলে প্রতিদিন কোমল পানীয় গ্রহণের ফলে একজন ব্যক্তির ডায়াবেটিস হওয়াটা নিশ্চিত হয়ে পড়ে।

৭. কোমল পানীয় দেহে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে ক্যান্সার ঝুঁকি বাড়ায়। ক্যারামেলের রঙ আনার জন্য কোমল পানীয়ে পলি-ইথিলিন গ্লারাইকোল নামে যে রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়, তা ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী।

৮. কোমল পানীয়ে যে পরিমাণ স্যাকারিন ব্যবহার করা হয়, তা ইউরিনারি ব্লাডার ক্যান্সার অর্থাৎ- মূত্রাশয়ের ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

৯. কোমল পানীয়ে ইথিলিন গ্লারাইকোল নামে যে রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়, এটি প্রায় আর্সেনিকের মতোই বিষ। কিডনির ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব বেশি।

১০. কোমল পানীয়ের তাৎক্ষণিক বিপদ হচ্ছে গলা বা শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি। আমাদের নাক, গলায় তথা শ্বাসতন্ত্রের শুরুর দিকের অংশে থাকে অসংখ্য সিলিয়া। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত যে ধূলিকণা, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস গ্রহণ করি, এই সিলিয়াগুলো সেগুলোকে শরীরের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়। কোমল পানীয় পান করলে এসব সিলিয়া নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শুরু হয় টনসিলাইটস, ফেরিংজাইটিস, ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসজনিত রোগ।

১১. এছাড়াও হৃদরোগ, দাঁতের ক্ষয়, হাড়ের ক্যালসিয়াম ক্ষয়, আসক্তি তৈরি, বদহজম, অকাল বার্ধক্য ছাড়াও অত্যধিক ক্যাফেইনের কারণে অ্যাড্রিনাল রোগ ইত্যাদি হয়ে থাকে। *[সূত্র : দৈনিক যুগান্তর অনলাইন]*

الفتاوى والمسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‘আত, প্রত্যেকটি বিদ্‘আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : আমাদের আশেপাশে এমন কিছু মানুষ দেখি যারা ধর্ম-কর্ম কিছু করে বটে, কিন্তু আলেম উলামা কিংবা দ্বীনী শিক্ষা এসবকে বেশ অপছন্দ করে। এ ধরনের লোকদের ঈমান ও ধার্মিকতার মূল্য কতটুকু?

মুরাদুজ্জামান
সাভার, ঢাকা

জবাব : দ্বীনের যাবতীয় বিষয়গুলো সর্বান্তকরণে মেনে নিয়ে দ্বীনকে অন্তরে স্থান দিতে পারলেই কোনো ব্যক্তি মু'মিন ও মুসলিম হতে পারবে। স্বাভাবিক কিছু ধর্ম-কর্ম করে কেউ সত্যিকার মু'মিন হতে পারবে না। এমনটি কোনো ব্যক্তি করলে পক্ষান্তরে আলেম-উলামা ও দ্বীনী শিক্ষা ইত্যাদিকে ঘৃণার চোখে দেখলে সে বরং কাফির অথবা মুনাফিক্ব পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক্বদের আচরণ সম্পর্কে বলেন,

﴿الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

“যারা নফল সাদাক্বাহ্ প্রদানকারী মুসলিমদের প্রতি সাদাক্বাহ্ বিষয়ে দোষারোপ করে এবং সেই লোকদের প্রতি যাদের পরিশ্রম ও মজুরি করা ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই, তারা তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহও তাদেরকে (উপহাসকারীদের) উপহাস করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৭৯)*

আয়াতে বর্ণিত সাহাবীদের সমালোচকদেরকে মুনাফিক্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলাম মানার কারণে বা ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসার করার কারণে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা বা অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখা মূলত ইসলামকে বিদ্রূপ করা ও অপছন্দ করা। মুসলিম সমাজের কতিপয় বিপদগামী ব্যক্তি আলেম-উলামা এবং দ্বীনী শিক্ষাকে অপছন্দ করাকে ছোটোখাটো বিষয় মনে করে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে বিষয়টি অনেক গুরুতর। সাহাবায়ে কিরামের কতিপয়ের ব্যাপারে কিছু মুনাফিক্ব বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা বলার ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ ○ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ﴾

“বলনু, তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহ এবং তার রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে? তোমরা ঈমান আনয়নের পর কুফরী করলে।” *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)*

বর্ণিত আয়াত থেকে বুঝা যায়, সাহাবীগণের মর্যাদা বিনষ্ট করাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর নাযিলকৃত কিতাব (আল কুরআন) এবং তার প্রিয় রাসূলের মর্যাদা নষ্ট বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর এহেন জঘন্য কাজ যারা করেছে তাদেরকে কাফির বলে সাব্যস্ত করেছেন। বিধায় যারা বিষয়টিকে হালকা মনে করে মুসলিমও থাকতে চায় আবার আলেম উলামা ও দ্বীনী শিক্ষাকে হেয় করে বেড়ায় তাদের অবিলম্বে তাওবাহ্ করে খাঁটি মুসলিম হওয়া জরুরি, নচেৎ তারা মহান আল্লাহর বিচারে কাফির ও মুনাফিক্ব বলে চিহ্নিত হবে।

জিজ্ঞাসা (০২) : আমাদের সমাজে ঈদের সালাতে সালাত শুরুর আগে একজন দাঁড়িয়ে মুসল্লিদেরকে বলেন, সবাই তাকবীর বলেন কিংবা ইমাম সবাইকে সমস্বরে তাকবীর পাঠের কথা বলেন। বিষয়টি সঠিক কি? জানতে চাই।

মুহা. হেলালুজ্জামান
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ

জবাব : ঈদের সালাতে তাকবীর পাঠ সুন্নাহ নির্দেশিত ‘আমল। তবে এই ‘আমলটি সমস্বরে সবাইকে করার নির্দেশনা দেয়া ভুল কাজ। সবাই মিলে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করা সঠিক ‘আমল নয়। মুসল্লী নিজের মতো স্বরবে তাকবীর বলবে এটাই সঠিক। সমস্বরে ঈদের তাকবীর বলা নবী (ﷺ) ও সাহাবীগণ থেকে সাব্যস্তকৃত নয়। আর নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

“আমাদের ‘আমলে নেই এমন ‘আমল যে করবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।” *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮)*

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিত নবী (সা)-এর সুন্নাহ মতো ‘আমল করা। অতএব ঈদের তাকবীর নিজে নিজে পাঠ করবে, সম্মিলিতভাবে নয়।

জিজ্ঞাসা (০৩) : আমি দু’বার হজ্জ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ! হজ্জে গিয়ে সমস্যা হয়েছে যে, আমার কুরবানীর টাকা সেখানে ব্যাংকে জমা দিয়েছি। ১০ জিলহাজ্জ তারিখে মাথা মুণ্ডন করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়েছি যে, আমার কুরবানী যবেহ করা হলো কি-না? আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। তাই এই মর্মে সঠিক ফাতাওয়া দিয়ে ধন্য করবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব : হজ্জ ১০ জিলহাজ্জ তারিখে, করণীয় কাজগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভবপর না হলে সমস্যা নেই কুরবানীর আগে মাথার চুল মুণ্ডন কিংবা কাটা বৈধ। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত; বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শ্রোতাদের সম্মুখে (বাহনের উপর) দাঁড়ালেন। লোকেরা তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন। একজন এসে বলল–

لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ : «ارْمِ وَلَا حَرَجَ».

আমি না বুঝে কুরবানীর আগেই মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। নবী (ﷺ) বললেন : এতে কোনো ক্ষতি নেই। ...হাদীসের রাবী বলেন,

يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ : «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

নবী (ﷺ) সেদিন আগে ও পরে করার বিষয়ে যা-ই জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন কেবল বলেছিলেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৩৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩০৬)*

সুতরাং আপনার জিজ্ঞাসার জবাব স্পষ্টই যে, ১০ জুলহিজ্জায় হজ্জের ‘আমলে কুরবানীর জন্য আড়ে মাথা মুণ্ডন করতে হবে এমনটি নয়। বিশুদ্ধ দলীলের নিরীখে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণও নেই। আপনি কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডন করে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। এই ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (০৪) : আমাদের আশে পাশে সর্বত্র দেখি, কুরবানীর মাংস যারা কেটে দেয় তাদেরকে মাংস দিয়ে মজুরি মিটিয়ে দেয়া হয়। এই বিষয়টি সঠিক কি-না? জানতে চাই।

আব্দুল কাদের
ডুমুরিয়া, খুলনা

জবাব : কুরবানীর মাংস কসাই বা যারা কেটে দেয় তাদের মজুরি হিসেবে কুরবানীর মাংস দেয়া জায়িয নয়। প্রত্যেকেরই উচিত নিজে এবং পরিবারের লোকদেরকে সম্পৃক্ত করে কুরবানীর মাংস কাটার কাজ আঞ্জাম দেয়া। কসাই বা অন্য কারো সহায়তা নিতে হলে কুরবানীর মাংস নয় বরং টাকা দিয়ে তাদের মজুরি প্রদান করতে হবে। এই মর্মে নিম্নোক্ত বিশুদ্ধ হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য–

أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ : «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ (ﷺ) أَمَرَهُ أَنْ يَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا، فِيْ الْمَسَاكِيْنِ وَلَا يُعْطِيَ فِيْ جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا».

‘আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমাকে নবী (ﷺ) আদেশ করেছেন, তাঁর কুরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে এবং সেগুলোর গোশত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে; আর তা হতে পারিশ্রমিক হিসেবে কসাইকে যেন কিছু না দেই। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭১৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩১৭)*

উল্লেখিত হাদীসটি হতে স্পষ্ট যে, কুরবানীর পশুর মাংস কাটা বাবদ মজুরিবাবদ কুরবানীর মাংস দেয়া নিষেধ। মজুরি বাবদ টাকা-পয়সা দেয়াই যথার্থ। তবে মাংস কাটার শ্রমিক মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে মিসকীন হিসেবে কিছু মাংস দিতে কোনো বাধা নেই। তাছাড়া নিকটজন কেউ হলে পড়শি বা আত্মীয় হিসেবে কিছু মাংস দেয়াও ভুল হবে না ইন্‌শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমি এ বছরের হজ্জযাত্রী। আমার জানার বিষয় হলো– ইহরাম বাধার আগে আমার শরীরে সুগন্ধি মাখতে পারব কি-না?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : ইহরাম বাঁধার পূর্বে আপনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবেন, গোসল করে পাক-পবিত্র হবেন এবং শরীরে সুগন্ধি মাখবেন– এসব সুন্নাহসম্মত ‘আমলের অন্তর্ভুক্ত। আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জবাব নিম্নোক্ত হাদীসটিতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها)، زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَتْ : «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ».

“‘আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম বাধার পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গায়ে সুগন্ধি মেখে

দিতাম এবং ইহরাম মুক্ত হলেও সুগন্ধি মেখে দিতাম।” *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৩৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৮৯)*

বর্ণিত হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল ইহরাম বাঁধার পূর্বক্ষণে আপনি সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা (০৬) : জুমু'আহ্ মসজিদ এবং ঈদের ময়দান প্রায় স্থানেই আলাদা আলাদা হয়ে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। এভাবে ছোটো ছোটো জামা'আত উত্তম না বড়ো জামা'আতে সালাত উত্তম?

আব্দুল খালেক মুন্সি
খোকসা, কুষ্টিয়া।

জবাব : সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্ব কর্তৃত্বের বাসনা থেকেই কেবল মুসলিম সমাজের একতা ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন ছোটো ছোটো জামা'আত তৈরি হয়। এতে দ্বীনী কোনো লাভ নেই; বরং অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন মসজিদগুলো মুসলিম সমাজের বিভক্তির কারণ ঘটায় বলে সেগুলো মসজিদে জেরারের হুকুমভুক্ত হবে– যেগুলোতে সালাতই বৈধ হয় না। তাছাড়া ছোটো জামা'আতের চেয়ে বড়ো জামা'আতের মর্যাদা ও ফযীলত বেশি। উবাই ইবনু কাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى».

একাকী ব্যক্তির সালাতের চেয়ে আরেকজনের সাথে সালাত আদায় উত্তম। আর দু'জনের সাথে সালাত একজনের সাথে মিলে সালাত অপেক্ষা উত্তম; আর যত অধিক ব্যক্তি হবে মহান আল্লাহর কাছে ততই অধিক প্রিয় হবে। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫৫৪, হাসান; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১১৯৪৫)*

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টির জবাব আশাকরি পেয়েছেন। প্রথমত ঐক্যবদ্ধ বড়ো জামা'আত ভেঙ্গে ছোটো ছোটো জামা'আত করা গর্হিত কাজ। দ্বিতীয়ত ছোটো জামা'আতের চেয়ে অবশ্যই বড়ো জামা'আত সাওয়াবের দিক থেকে এগিয়ে।

জিজ্ঞাসা (০৭) : শুনেছি ফজরের ওয়াক্ত হলে ফর্যের আগে দু'রাকআতের বেশি পড়া যায় না। তাহলে কি সময় থাকলেও মসিজদে গিয়ে শুধু সুন্নাত দু'রাকআতই পড়বো?

আলম হুসাইন
বাঘারপাড়া, যশোর

জবাব : ফজর সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে আগে দু'আকআত সুন্নাত পড়াই বিশুদ্ধ দলিল মোতাবেক সাব্যস্ত রয়েছে। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ.

ফজর উদিত হওয়ার পর ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ছাড়া অন্য কোনো সালাত নেই। *(জামে' আত্ তিরমিযী- মা. শা., ২/২৭৮; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৭৫৬)*

তবে কেউ বাড়িতে সুন্নাত পড়ে মসজিদে এসে বসার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইলে তিনি দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত পড়বেন। কারণ এটি মসজিদে বসার সাথে খাস হুকুমভুক্ত।

জিজ্ঞাসা (০৮) : আমার এক নিকটাত্মীয় মহিলার ডিভোর্স হয়েছে। মহিলা তার স্বামীর সংসার করবে না বলে পারিবারিকভাবে উভয়পক্ষের সমঝোতার মধ্য দিয়েই এই ডিভোর্সটি হয়েছে। এখন আমার জানার বিষয় হলো– মহিলার ডিভোর্স হওয়ার কতদিন পর তাকে বিবাহে দেয়া যাবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব : খুলা তালাক বা নারী কর্তৃক ডিভোর্সের ইদ্দত হলো– এক হায়েয। এই বিষয়ে স্পষ্ট দলিল হলো–

«أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (ﷺ) «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ (ﷺ) أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ».

সাবিত ইবনু কায়সের স্ত্রী সাবিতের নিকট থেকে খোলা তালাক গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) তাকে এক হায়েয ইদ্দত পালনের আদেশ করেছিলেন। *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১১৮৫, সহীহ)*

সুতরাং উদ্ধৃত হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হলো যে, মহিলার ডিভোর্সের পর এক হায়েয ইদ্দত হিসেবে অপেক্ষমান থাকতে হবে। অতঃপর অন্যত্র চাইলে বিবাহ করতে পারবে।

জিজ্ঞাসা (০৯) : আমি এ বছর ইন্শা-আল্লাহ হজ্জে যাচ্ছি। আমি জানতে চাই মিনায় পাথর মারার সময় শুধু আল্লাহু আকবার বলব না-কি তার আগে বিস্মিল্লাহ বলতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচচ্ছুক।

জবাব : জামরায় পাথর মারার সময় আল্লাহু আকবার বলে প্রতিটি পাথর মারবেন। এটি সুন্নাহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ মর্মে বিশুদ্ধ হাদীস হলো–

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি প্রথমে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর...

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

(হাদীসের শেষাংশে রয়েছে) আমি নবী (ﷺ)-কে এরূপ করতে দেখেছি। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৫৩)*

সুতরাং কঙ্কর মারার জন্য আপনার উপর দায়িত্ব হলো আল্লাহু আকবার বলে কঙ্কর মারবেন।

জিজ্ঞাসা (১০) : ঈদুল আযহার তাকবীর কখন থেকে শুরু করা যাবে? আমাদের সমাজে অনেকেই বলেন– যিলহাজ্জ মাসের ১ম তারিখ থেকেই তাকবীর দিতে হবে –এটি কতখানি সহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল জাব্বার
গাছবাড়ী, কানাইঘাট, সিলেট।

জবাব : মূলতঃ ঈদুল আযহার তাকবীর ঈদের রাত অর্থাৎ- ৯ তারিখ দিবাগত রাত হতেই শুরু হয়। তবে আরাফার দিন ফজরের সালাত থেকে তাকবীর দেয়া সুন্নাত– *(আশ শারহুল কাবীর- ৫/৩৭০; শারহু ইবনু রাজাব- ৬/১২৪)*। আর যিলহাজ্জ-এর প্রথম তারিখ থেকে তাকবীর দেয়া মুস্তাহাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾

অর্থাৎ- "আর যাতে তারা আল্লাহর নাম নেয় নির্ধারিত দিনসমূহে।" *(সূরা আল হাজ্জ : ২৮)*

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন :

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾

অর্থাৎ- "আর তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো গণনার দিনসমূহে।" **(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২০৩)**

সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। *(শারহু উমদাতিল আহকাম লি ইবনু কুদামাহ- ড. আব্দুল্লাহ আল-জিব্রীন, ৪২৬)*

অতএব ১ তারিখ থেকে তাকবীর দেয়ার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত। –আল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১১) : কুরবানীর গোশ্ত কোনো অমুসলিমকে দেয়া যাবে কি? দেখা যায়– আমাদের সমাজে কোনো কোনো অমুসলিম প্রতিবেশী রয়েছেন, যাদেরকে কুরবানীর গোশ্ত দিলে তারা তা গ্রহণ করেন। বিষয়টি মানবিক বিধায় বিবেচনা করা যায় কি না? জানালে খুশি হব।

আবু তালহা
কমরগ্রাম, জয়পুরহাট।

জবাব : অমুসলিম দু'ধরনের। যথা- ১. এমন অমুসলিম, যারা নিরীহ এবং সামাজিক। ২. এমন অমুসলিম, যারা ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। তারা সদা ইসলামের ক্ষতি করতে চায়। অতএব, যারা ইসলামের ক্ষতি করে, তাদেরকে কোনো প্রকার সাহায্য-সহায়তা করা যাবে না। পক্ষান্তরে ক্ষতি করে না এমন নিরীহ অমুসলিমকে কুরবানীর গোশ্ত দেয়া জায়িয। এ মর্মে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীকে দলিল হিসেবে পেশ করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾

"যারা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে তোমার ঘর-বাড়ি ছাড়া করেনি, তাদের প্রতি ইহসান করতে ও তাদের ন্যায়-বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।" *(সূরা আল মুমতাহিনাহ্ : ৮)*

অতএব, নিরীহ অমুসলিমদেরকে কুরবানীর গোশ্ত দেয়া যাবে।

জিজ্ঞাসা (১২) : আমরা শুনেছি– "যারা কুরবানী করতে পারবে না তারা যিলহাজ্জের ১ম তারিখ থেকে কুরবানী পর্যন্ত নখ-চুল কাটবে না। তাহলে তারা একটি কুরবানীর নেকী পেয়ে যাবে– উপরোক্ত মাস'আলাটি কি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

মো. আমজাদ হোসেন
কাজলা, ইসলামপুর, জামালপুর।

জবাব : উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়; বরং যারা কুরবানী দেবেন তাদের জন্য যিলহাজ্জের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর হতে কুরবানী করা পর্যন্ত সময়ে নখ-চুল কাটা নিষেধ।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضي الله عنها)، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন, যখন তোমরা যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন চুল নখ না কাটে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৭৭, সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৭৯১)*

কাজেই এটি কুরবানীদাতাদের ক্ষেত্রেই সুন্নাত; অন্যদের জন্য নয়।

জিজ্ঞাসা (১৩) : কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করে নিজে খাওয়া যাবে কি না? কেননা, আমরা একজন 'আলেমের কাছ থেকে শুনেছি, কুরবানীর পশুর চামড়া দ্বারা নিজেরা উপকার লাভ করা যায়। এ বক্তব্য কতটা সঠিক? আর সঠিক হলে উপকার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? আশাকরি উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

মো. নুরুদ্দিন মিয়া
পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

জবাব : কুরবানীর পশুর চামড়া কুরবানীরই একটি অংশ। আর কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশু বিক্রয় বা বদল করা কোনটিই জায়িয নয়। মুসনাদে আহমাদে "পশুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়ার" যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তা মাওকুফ; বরং সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এ

কুরবানীর পশুর চামড়া সাদাক্বাহ্ করার কথা বলা হয়েছে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭১৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩১৭)*
কাজেই চামড়াটি সরাসরি সাদাক্বাহ্ করে দেয়া কিংবা নিজ তত্ত্বাবধানে বিক্রি করে গরীব-মিসক্বীনদের মধ্যে বন্টন করে দেয়াই ইসলামের বিধান এবং অধিক সওয়াবের কাজ। তবে চামড়া দ্বারা ব্যাগ-জুতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আসবাব তৈরি করে নিজে ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া বৈধ হবে। মহান আল্লাহই অধিক জানেন।

জিজ্ঞাসা (১৪) : আমি বিত্‌র সালাতে দু'আ কুনূতের স্থানে সূরা আল ইখলাস পড়ে থাকি, কারণ আমি দু'আ কুনূত জানি না। এমতাবস্থায় আমার 'আমল সঠিক হচ্ছে কি-না?

আনোয়ার
দাম্মাম, সৌদী আরব।

জবাব : বিত্‌র সালাতে দু'আ কুনূতের স্থলে সূরা আল ইখলাস পাঠ করা শরিয়ত নির্দেশিত নয়; বরং একটি মনগড়া 'আমল। দু'আ কুনূত ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাত। দু'আ কুনূত পাঠে অপারগ বা পড়া না হলেও বিত্‌র সালাত সহীহ হবে।
দু'আ কুনূত মুখস্ত করার চেষ্টা চালানো উচিত। কুনূতের দু'আ না পড়লে সমার্থবোধক দু'আ পড়া যেতে পারে। ইমাম নব্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক মত হলো– কুনূতের দু'আ অকাট্যভাবে নির্ধারিত নয়। অন্যান্য দু'আ বা কুরআনের আয়াতে বিধৃত দু'আর মাধ্যমেও কুনূতের দু'আ আদায় হবে। তবে উত্তম হলো– হাদীসে বর্ণিত কুনূতের দু'আ পাঠ করা। *[আল আযকার আনাববিয়্যাহ- ইমাম নব্বী (রহিমাহুল্লাহ), পৃ. ৫০]*
শাইখ মোহাম্মদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলেন, "কুনূতের উদ্দেশ্য হলো দু'আ। দু'আমুলক আয়াতে কুরআনী দ্বারা কুনূতের দু'আ জায়িয হবে।" *(আল ইসলাম সাওয়াল ওয়া জওয়াব- শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়া নং- ৯০৬১)*
যেমন- মহান আল্লাহর বাণী–

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে বক্রপথে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। আপনি সব কিছুর দাতা।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ৮)*

জিজ্ঞাসা (১৫) : ইব্‌রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) কি ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন এবং যবেহর জন্য উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছিলেন কি?

আব্দুর রশীদ
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

জবাব : ইব্‌রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কে উপুড় করে নয়; বরং ডান কাত করে কিবলামুখী করে শুইয়েছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾

অর্থাৎ- "যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং তিনি [ইব্‌রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)] তাকে (পুত্রকে) কাত করে শুয়ালেন।" *(সূরা আস্ সা-ফ্‌ফা-ত : ১০৩)*

"جبين" শব্দের সঠিক অর্থ হলো– "চেহারার এক পার্শ্ব"। মানুষের চেহারার ডান এবং বাম পার্শ্ব থাকে এবং এ দু'য়ের মাঝে কপাল থাকে। *(রাজকীয় সৌদী আরব থেকে প্রকাশিত আল কুরআনের উর্দূ অনুবাদ- পৃ. ১২৬২)*

কুরআন মাজীদের এ আয়াতাংশ থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় ইসমাঈল ('আলায়হিস্ সালাম)-কে তাঁর পিতা ইব্‌রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) ডান কাতে ক্বিবলামুখী করে শুইয়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম সুদ্দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইব্‌রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কে যবাহ করার জন্য ছুরি চালিয়েছিলেন–– *(ক্বাসাসুল 'আম্বিয়াহ্ লিল ইমাম ইবনু কাসীর- পৃ. ১৩৯)*। ছুরি তার ধার হারিয়ে ফেলে যেমন- ইব্‌রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-কে পুড়তে আগুন তার দাহ্য শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল– *(ক্বাসাসুল কুরআন- হামিদ আহমাদ আত্ তাহির আল বাসইউনী, দারুল হাদীস কায়রো, পৃ. ১৪৮)*।

জিজ্ঞাসা (১৬) : ঈদ-উল-আযহাতে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খেয়েই যাওয়ার বিধান আমরা জানি। এক্ষণে প্রশ্ন হলো– ঈদগাহ থেকে ফিরে কুরবানীর মাংস দিয়েই কি খেতে হবে?

আলী আসগর
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

জবাব : ঈদ-উল-আযহাতে ঈদের সলাত থেকে ফিরে আহার গ্রহণ করা যাবে। তবে কুরবানীর মাংস দিয়ে আহার করা মাসনূন 'আমল। বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَرْجِعَ فيأكل من نسيكته.

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরে বের হতেন না খাবার গ্রহণ না করে এবং কুরবানী ঈদে খাবার গ্রহণ করতেন না ঈদগাহ থেকে না ফিরে। তিনি কুরবানীর মাংস থেকে আহার করতেন। *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৫৪২, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৭৫৬, মুসনাদ আহমাদ- ৫/৩৫২)*

জিজ্ঞাসা (১৭) : ***বিশেষ প্রয়োজনে ঈদাইনের সালাত মসজিদে পড়ার প্রয়োজন হলে "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" দু'রাকআত সলাত পড়া যাবে কী?***

রাশেদুল আলম

টেকেরহাট, মাদারিপুর।

জবাব : দুই ঈদের সালাত এবং বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত সাধারণভাবে উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হলে ময়দানে আগমন করে কোনোরূপ নফল বা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত আদায় শরিয়তসম্মত নয়। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ».

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিনে বের হলেন অতঃপর দু'রাকআত ঈদের সলাত আদায় করলেন। সে দু'রাকআতের পূর্বে ও পরে কোনো সালাত আদায় করেননি এবং তার সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯৮৯, সহীহ মুসলিম- হা. ১৩/৮৮৪, মুসনাদ আহমদ- ১/৩৪০)*

যদি ঈদায়নের সালাত কোন মসজিদে আদায় করা হয় তবে মসজিদে প্রবেশ করে "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" দু'রাকআত সালাত আদায় করাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে অন্য কোনো নফল সালাত আদায় করা যাবে না। *(ফাতওয়া লাজনাহ আদ্ দায়িমাহ লিল বুহুস আল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা- ৮/৩০৪ পৃ.)*

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***আমি একজন হক্কানী পীরের মুরীদ। আমার উপর জীনের আসর আছে বলে আমি মনে করি। পীর সাহেব তাবিজ দিলে আমি আরাম বোধ করি। এতে কি আমার কোনো অপরাধ হবে?***

মো. ফরমান আলী

কুচাই, সিলেট।

জবাব : হক্কানী পীর বলতে ইসলামে কিছু নেই। কোনো ব্যক্তি হক্কানী বা হক্ব 'আলেম হলে তিনি কখনও নিজেকে পীর দাবী করতে পারেন না। আর মুরীদ অর্থ নিজের ইচ্ছাকে অনুসরণীয় তথাকথিত পীরের ইচ্ছার অধীন করে আনুগত্য স্বীকার করে নেয়া। একথা ধ্রুব সত্য যে, মানুষ কোনো মানুষের ইচ্ছার অধীনস্ততা স্বীকার করতে পারে না। কেননা, এরূপ আনুগত্য মেনে নেয়া তাওহীদের দাবী। আর এ দাবীর একমাত্র হক্বদার হলেন আল্লাহ তা'আলা। এ অধিকার অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেয়া প্রকাশ্য শির্ক। কাজেই কোনো ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মানুষের মুরীদ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"তোমরা যা চাও তা নয়; বরং আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা আল ইহসান : ৩০)*

আর আপনি যদি মনে করেন আপনাকে জিন্ আসর করেছে, তা হলে রুকিয়্যা শরিয়াহ বা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ঝাড়-ফুঁক করুন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তখনই তিনি কিছু পাঠ করে নিজ শরীরে রুকিয়্যা করতেন। আর যখন তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হতেন, তখন আমি পাঠ করে বরকত লাভের আশায় তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডান হাত দ্বারা তাঁর শরীরে বুলিয়ে দিতাম।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৫৬০০)*

ঐ পীর সাহেব তাবিজ দিলে আপনি আরাম বোধ করেন– এটি আপনার অন্ধ বিশ্বাসের কারণে মানসিক অনুভূতি মাত্র। জেনে রাখবেন, তাবিজ ব্যবহার করা শির্ক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শির্ক থেকে হিফাযত করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***আমার ব্যক্তিগত কারণে আমি প্রায়ই জেলা বার-এ যাতায়াত করি। সেখানের একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে বললেন, খাসি করা ছাগল বা গরু দ্বারা কুরবানী জায়িয হবে না। কেননা, এটা দ্বারা পশু ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। আর ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী মোটেও জায়িয নয়!***

আবুল হোসেন

কাথোরা, গাজীপুর।

জবাব : কুরবানীতে পশু নির্দোষ তথা ত্রুটিমুক্ত হওয়া জরুরি। কিন্তু ত্রুটির সংজ্ঞা বা পরিমাণ নির্ধারণ করবে কে? নিশ্চিয়ই এ অধিকার কেবল শরিয়ত সংরক্ষণ করে; অন্য কেউই নয়। আর শরিয়ত পশু খাসি করাকে ত্রুটিপূর্ণ কাজ বলে অভিহিত করেনি; বরং হৃষ্ট-পুষ্টতার দিক থেকে এ কাজকে উত্তম বলে আখ্যা দিয়েছে। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যবেহ করার দিন দু'টি মোটা-তাজা খসি করা ছাগল যবেহ করলেন– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৭৯৫, হাসান)।*" বিগত যামানা হতে এর উপরই ফাতাওয়া জারি আছে। এর বিপরীত কোনো ফাতাওয়া পাওয়া যায়নি– *(মুগনী- ১২/৩৭১; আশ্ শারহুল কাবীর- ৯/৩৫৫)।* অতএব, নিজ অভিমত হতে ফাতাওয়া দেয়া সংগত নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জেনে-বুঝে কথা বলার তাওফীক্ব দিন –আমীন। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

অলৌকিক পাথর মাকামে ইব্রাহীম

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর কা'বা। তাতে রয়েছে অনেকগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শন। যার মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি নিদর্শন মাকামে ইব্রাহীম। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হওয়ার কারণেই কুরআনে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাকামে ইব্রাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপরে দাঁড়িয়েই ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করেছেন। এই পাথরের গায়ে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর গভীর পদচিহ্ন আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।

ইতিহাস : নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে মহাপ্লাবনে কা'বা ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর ছেলে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করতে নির্দেশ করেন। তখনই তাঁরা উভয়ে কাবা ঘরের দেয়াল তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) পাথর আনতেন, আর ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) (মাকামে ইব্রাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) পাথরটির উপর পা রাখলেই সেটা নরম হয়ে যেত এবং পা পাথরের ভিতর চার আঙ্গুল পরিমাণ ডেবে যেত, যাতে নির্মাণ কাজের সময় পা পিছলে না যায়। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তার ইচ্ছানুযায়ী পাথরটিকে ওপরে-নিচে, ডানে-বামে নিয়ে গিয়ে খুব সহজে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে পাথর জোগান দিতে থাকেন। কা'বাঘর নির্মাণ শেষে পাথরটি কা'বা ঘরের পাশে রেখে দেওয়া হয়। যা কালের বিবর্তনে বর্তমান স্থানে রাখা হয়েছে। আগে প্রয়োজনে পাথরটি স্থানান্তর করা যেত। জাহেলি যুগে লোকেরা বন্যার ভয়ে মাকামে ইব্রাহীমকে কা'বা ঘরের সঙ্গে লাগিয়ে রাখত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খেলাফতকালে এটি সরিয়ে বর্তমান জায়গায় বসানো হয়। মাকামে ইব্রাহীম সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেন বহু শাসক। ১৬০ হিজরিতে খলিফা মাহদি হজ্জে এসে মাকামে ইব্রাহীম পাথরটির ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত রূপা দিয়ে মজবুত করে মুড়িয়ে দেন। সৌদি শাসনামলে এক মিলিয়ন রিয়াল ব্যয় করে মাকামে ইব্রাহীম রাখার বক্সটি বানানো হয়েছে। পিতল ও ১০ মিলি মিটার পুরো গ্লাস দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এটি। ভেতরের জালে সোনা চড়ানো। চার হাজার বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও মাকামে ইব্রাহীমে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পদচিহ্ন অপরিবর্তিত রয়েছে। পাথরটির ওপর প্রতিটি ছাপের দৈর্ঘ্য ২৭ সেমি এবং প্রস্থ ১৪ সেমি। পাথরের নিচের অংশে রুপাসহ প্রতিটি পাথরের দৈর্ঘ্য ২২ সেমি এবং প্রস্থ ১১ সেমি। পাথরটিতে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পদচিহ্নের গভীরতা পাথরটির উচ্চতার অর্ধেক, ৯ সেমি। ঐতিহাসিকদের মতে, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর শেষ জীবনের 'ইবাদতের স্থান মাকামে ইব্রাহীম। এর প্রতিটি অনুকণা খলিলুল্লাহর অশ্রু ধারায় সিক্ত বা সিঞ্চিত।

নামকরণ : মাকাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দণ্ডায়মান ব্যক্তির পা রাখার স্থান। আর মাকামে ইব্রাহীম বলতে সেই পাথরকে বুঝায় যেটার উপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। তাই তার নাম অনুসারে এই পাথরের নামকরণ করা হয়।

অবস্থান : পবিত্র কা'বা ঘর থেকে ১০ বা ১১ মিটার পূর্ব দিকে সাফা-মারওয়া অভিমুখে এবং হাজরে আসওয়াদ থেকে ১৪.৫ মিটার দূরত্বে মাকামে ইব্রাহীমের অবস্থান।

কুরআনে মাকামে ইব্রাহীমের উল্লেখ : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনে মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করতে বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন– "আর স্মরণ করো, যখন আমি কা'বাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) 'তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।"[১৪৩]

আবার আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনে মাকামে ইব্রাহীমকে একটি সুস্পষ্ট নির্দশন বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন– "তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইব্রাহীম।"[১৪৪]

হাদীসে মাকামে ইব্রাহীমের উল্লেখ : মাকামে ইব্রাহীমের ব্যাপারে অনেক হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছি হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীম জান্নাতের ইয়াকুত (দীপ্তিশীল মূল্যবান মণি) হতে দু'টো ইয়াকুত। আল্লাহ তা'আলা এই দু'টির আলোকপ্রভা নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। এ দু'টির প্রভা যদি তিনি নিস্তেজ করে না দিতেন তাহলে তা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিত।[১৪৫] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্করে (বাইতুল্লাহর) তাওয়াফ সম্পন্ন করে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।[১৪৬] ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

[১৪৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫।*
[১৪৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৭।*
[১৪৫] *সুনান আত্ তিরমিযী- তাহ্ক্বীক্বকৃত, হা. ৮৭৮।*
[১৪৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯৫।*